শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

প্রথম খণ্ড।

ভুলুয়া প্রণীত।

ঘোষপুর—ফরিদপুর।

প্রকাশক

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, এল।

হেড্‌মাষ্টার, বনোয়ারী নগর, হাই স্কুল। পাবনা।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

PRINTED BY K. C. NEOGI.
NABABIBHAKAR PRESS,
[illegible] Machua Bazar Street, Calcutta.
1923.

উৎসর্গ।

যিনি সারা জীবন শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-লীলার ধ্যান ধারণায় কাল
অতিবাহিত করিয়া ভীষ্মের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিলেন,
বৈষ্ণব সেবা যাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, যে
যিনি আমার মুখে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীরাধা
গোবিন্দের লীলা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে
আগ্রহান্বিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই
বৈষ্ণব-লোকগৌরব, গোস্বামী দুর্গা-
পুর নিবাসী, স্বর্গীয় ক্ষুদিরাম
সরকার মহাশয়ের শ্রীকর-
কমলে এই গ্রন্থখানি
উদ্দেশে উৎসর্গ
করিলাম।

ভুলুয়া

বোসপুর—ফরিদপুর

প্রকাশকের নিবেদন।

অবধূত লোকগৌরব শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবার সাধনোচ্ছ্বাস শ্রীশ্রীব্রজ-মাধুরী প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দগতপ্রাণ রসজ্ঞ ভাবুকগণের যাহা ভাবনার বিষয়, ধ্যানের বিষয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনের অবলম্বন, সেই শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলার ইহাই মাধুর্য্য। আমার ন্যায় গ্রাম্যালাপপ্রিয়, শ্রীকৃষ্ণবিমুখ অভাজনের পক্ষে ইহার সমালোচনা বা ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে গ্রন্থ যখন প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি, তখন আপন বিশ্বাস অনুসারে কিছু বক্তব্য থাকা অস্বাভাবিক নহে।

যে ভাবে যে তন্ময়, যে রসে যে নিমগ্ন, যে তত্ত্বের আলোচনায় যে অভ্যস্ত, স্বভাবে তাহার তাহাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে যাঁহার মন প্রাণ অর্পিত, শ্রীধাম বৃন্দাবনের নাম শ্রবণেই যাঁহার কলেবরে পুলকের তরঙ্গ উত্থিত, বৈষ্ণব পাইলেই যাঁহার অতুলানন্দের জাগরণ, সেই ভাগবতোত্তম শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলামাধুরীর ললিত তরঙ্গ সৌন্দর্য্য মাখিয়া প্রকাশিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিকের লেখার সামগ্রী নহে, ইহা কেবল কবিরও কবিত্ব নহে। যিনি সেই পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের গরিষ্ঠ লীলার পরম লক্ষ্যে চরম লক্ষ্য স্থির ভাবে রক্ষা করেন, তাঁহার রসনাভিন্ন শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-লীলার রসমাধুরীর সঙ্কীর্ত্তন হয় না।

শ্রীশ্রীবিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনগণের পরে

আর এইরূপ পদাবলি বাহির হইয়াছে কি না জানি না। ইহার কবিত্ব, ইহার রচনাকৌশল এবং ইহার ভাবমাধুর্য্য ভাবগ্রাহী অনেক বৈষ্ণব সাধককে অভিভূত হইতে দেখিয়াছি, অনেক রসজ্ঞ শাস্ত্রীয় পণ্ডিতকে বিমুগ্ধ হইতে দেখিয়াছি এবং অনেক ভিন্নধর্ম্মী শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। কীর্ত্তনিয়াগণের মধ্যে মহাযশস্বী, সুপণ্ডিত এবং বারেন্দ্র-শ্রেণী-ব্রাহ্মণ জগতের গৌরবস্বরূপ মথুরার (জেলা পাবনা) শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন "কাহে এত চঞ্চলা, হওবি রাজনন্দিনী" পদটী শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সমগ্র মহাজন-পদাবলীর মধ্যে স্বাধীন ভাবে তুলনা করিলে এইরূপ পদ অতি অল্পই পাওয়া যায়।" ইহার অনুরাগ পর্ব্ব অধ্যয়ন করিয়া ঢাকার পরম ভাগবত শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক বৈষ্ণবশাস্ত্রে অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং উভয়ে একত্র হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারসআলোচনায় বিভোর হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, হবিগঞ্জের উকীল, সাধুসেবক, স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দেব, সাতিয়াজুরী-নিবাসী বিষয়-নির্লিপ্ত পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাজকুমার চৌধুরী একদিন শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবার সঙ্গ ধরিয়াছিলেন; এবং তাঁহার সঙ্গে তিন মাস থাকিয়া শ্রীশ্রীব্রজমাধুরীর পদাবলী শ্রবণ কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরম ভাগবত শ্যামানন্দদাস বাবাজী ও আত্মারামানন্দ স্বামী শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবাকে কোলে করিয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিতেন "ইহা মুখ নহে, ইহা শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণকমলের পবিত্র রজঃ। সে রজ না হইলে কি ইহা হইতে এমন ললিত মধুর লীলাকীর্ত্তন অঙ্কুরিত হইতে পারে?" শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা এই পদাবলীর জন্য কেবল বৈষ্ণব-সমাজের নহে, শাক্তজগতের সাধকমণ্ডলীর মধ্যেও প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থের সমালোচনায় গ্রন্থকারের পরিচয় স্বভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়।

সাধক-লোকচন্দ্র, মহামতি, ভক্তিজগতের সম্রাট্‌স্বরূপ শ্রীশ্রীরামপ্রসাদের একটী পদে আছে—"আমার হৃদ্‌পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, ভেদবুদ্ধি যাবে টুটে" ইত্যাদি। বর্দ্ধমান-গগণের পূর্ণশশধর শ্রীশ্রীকমলাকান্তের পদে আছে— "জাননারে মন, পরম কারণ, শ্যামা আমার শুধু মেয়ে নয়। মেঘের বরণ, করিয়া ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।" অথবা কালীকৃষ্ণের অভেদবুদ্ধি মহাপুরুষগণের প্রধান করণীয় ও প্রার্থনীয়। বৈষ্ণবমণ্ডলে নামাপরাধের মধ্যেও এই মহাবাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায় "নামাশ্রয়ী নিন্দা যদি করে সাধুজনে। বিষ্ণুসঙ্গে শিবাদিকে ভিন্ন করি মানে"। অর্থাৎ যিনি বৈষ্ণব তিনি শিবাদিকে (শিবশক্তি, গণপতি ও সূর্য্য উপাস্য চতুষ্টয়কে) শ্রীবিষ্ণু হইতে পৃথক্ মনে করেন, তবে নামাপরাধ হইবে।

এই অভেদবুদ্ধি না আসিলে সাধক হওয়া যায় না। অনেকেই বলিয়া থাকেন "যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ"। কিন্তু আচরণে তাঁহাদের কথায় কাজে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আজ আমার শ্রীমৎ কৃষ্ণ বাবার নিকটে সেই একত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার শ্রীকর লিখিত শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী পাঠ করিলে তাঁহাকে শাক্তজগতের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা হয়। সেই অমূল্য রত্ননিধি বিরাট্ গ্রন্থ যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী শ্রীশ্রীকালীপাদপদ্মে একান্ত তন্ময়ত্ব না হইলে সেরূপ সর্ব্বলোক-প্রশংসিত সুপবিত্র গ্রন্থ লিখিতে পারা যায় না।

আবার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণকমলে অনন্য ভক্তি না থাকিলেও শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-লীলার এরূপ রসাভাস দোষ শূন্য, অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় পদাবলীও রসনায় নিঃসৃত হইতে পারে না। যে হাতে শ্রীশ্রীকালী কুলকুণ্ডলিনী সুবর্ণিত, সেই হাতে শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী সমলঙ্কৃত। যে মনে মাতৃভাবের অনুপম সমাবেশ, সেই মনে প্রকৃতি পুরুষের পরমানুরাগের অপূর্ব্ব অভি-ব্যক্তি; ইহা দর্শনের বিষয়, এবং এই বৈচিত্র্যই সাধকের সিদ্ধির পরিচয়।

শুধু ইহাই নহে, ভ্রমণ করিবার সময়ে, শ্রীগুরু ভূলুয়াবাবাকে মুসলমানের মসজিদে ও খৃষ্টানগণের গীর্জ্জায় সভক্তি প্রণাম করিতে দেখিয়াছি। তিনি বলেন "মসজিদে আমার গোবিন্দকেই আল্লা বলিয়া উপাসনা করে। গীর্জ্জায় যিনি পতিত পাবন যীশু, তিনিই ত আমার ক্ষমার সিন্ধু নিতাই। অথবা একা সেই আদ্যাশক্তি অনন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনন্তদেশে, অনন্তভাবে, অনন্ত ভাষায় পরিপূজিতা।" তাঁহার এই অভেদ বুদ্ধি প্রত্যেক সাধকেরই অনুকরণীয়।

বনোয়ারীনগর (পাবনা) ১লা শ্রাবণ, ১৩৩০।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক॥

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

প্রণাম।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং নন্দানন্দবর্দ্ধকং
গোপালকং গোপপ্রিয়ং গোপীপ্রাণবল্লভ
গোদ্বিজদেবরক্ষকং দীনবন্ধুং দীনেশং
দীনার্ত্তিভয়ভঞ্জকং শ্রীকৃষ্ণং তং নমামি ॥
উদ্ধর্মশার্ব্বরহরং বিঘ্নান্তকং বিশ্বেশং
বিশ্বনাথং নিঃস্বাত্মকং নির্জ্জরানামারাধ্যং।
বৃন্দারণ্যেশ্বরং হরিং নিত্যং জগন্মঙ্গলং
শ্যামলং শান্তদর্শনং শ্রীকৃষ্ণং তং নমামি ॥ ২
জনার্দ্দনং জনপ্রিয়ং জগন্নাথং যজ্ঞেশং
যোগেশ্বরেশ্বরং সত্যং সত্যাত্মকং ত্রিসত্যং।
সত্যালয়ং সত্যযোনিং সত্যাশ্রয়ং শান্তিদং
সন্তনাথং নারায়ণং শ্রীকৃষ্ণং তং নমামি ॥ ৩
ভক্তিপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তলোকবর্দ্ধকং
ভক্তানাং পরমাশ্রয়ং শ্রীবিগ্রহস্বরূপং।
শরণাগতপালকং অধোক্ষজং অধ্যক্ষং
ভুলুয়াহ্লাদবর্দ্ধকং শ্রীকৃষ্ণং তং নমামি ॥ ৪

——:*:——

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরীর

আভাস।

যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে পরমাপ্রকৃতি ও পরমপুরুষ বলিয়া উপাসনা করেন, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাগত হইয়া, ছয় গোস্বামী-প্রণীত শাস্ত্রানুসারে সাধনা করেন, এবং যাঁহারা সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে কেবলমাত্র অনন্য ভক্তিবলে লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলামাধুর্য্যই অথবা শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলার শ্রবণকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণব মহাজনগণ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা অবলম্বন করিয়া, বহু বহু পদাবলি রচনা করিয়া, বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণের শ্রবণকীর্ত্তনের সুবিধা করিয়া গিয়াছেন।

প্রেমের নাম অনুরাগ। যত প্রকার অনুরাগ আছে,—যেমন প্রভুভৃত্যে অনুরাগ, পিতাপুত্রে অনুরাগ, গুরুশিষ্যে অনুরাগ, সখায় সখায় অনুরাগ, দরিদ্রের প্রতি দাতার অনুরাগ, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অনুরাগের মধ্যে প্রকৃতির সহিত পুরুষের অনুরাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই অনুরাগের মধ্যে পতিপত্নীর অনুরাগ, সত্যবানের প্রতি সাবিত্রীদেবীর অনুরাগ, রঘুকুলতিলক রামের প্রতি জনকনন্দিনী সীতাদেবীর অনুরাগ, আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দর্শন করি, মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করি এবং

উল্লাসে অধীর হইয়া কীর্ত্তন করি। আবার এই অনুরাগের নূতন অবস্থায়—নবানুরাগের সময়—কিশোর কিশোরীর অনুরাগ বা যুবক যুবতীর অনুরাগ,—যে অনুরাগ আদিরসের মধ্যে নিমজ্জমান,—যাহার প্রভাব ও পরিণতির সীমা সংখ্যা থাকে না, —উদ্বেলিত জলরাশির মত দুকূল ভাসাইয়া, ঘৃণা লজ্জা মানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সেই অনুরাগ যুবক যুবতীকে ধ্যান ধারণার অতীত জগতে লইয়া যায়। সেই অনুরাগের পূর্ণ অভিব্যক্তি, দ্বাপর যুগে শ্রীধাম বৃন্দাবনে, সেই পূর্ণ প্রেমময় শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া,—আপনি প্রকৃতি ও পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া—একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার ভক্ত প্রেমিক সাধকমণ্ডলে, প্রেমের নিগূঢ় রহস্য প্রচার করিতে,—পথহারা পথিককে সীমাশূন্য বালুকাময় নীরস মরুপ্রান্তরে পথ প্রদর্শন করাইতে,—তিনি আপনি আপনার অনুরাগ মাধুর্য্য মাখিয়া, প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহারই নাম "শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।"

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামের সেই কিশোর কিশোরীর লীলা মাধুর্য্য লইয়া এখন এমন স্থান নাই, এমন দেশ নাই, যেখানে তাহার সমালোচনা নাই। যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক, যাঁহারা বিশ্বাসী ভক্ত, সে লীলার সমালোচনা তাঁহারা একভাবে করেন; আর যাঁহারা অভক্ত, অবিশ্বাসী, ভিন্ন মতাবলম্বী, তাহারা তাহার সমালোচনা অন্যভাবে করেন। সে লীলার সমালোচনা পণ্ডিতগণ এক ভাবে করেন, মূর্খগণ অন্য ভাবে করে। যাহার প্রয়োজন নাই, অনুধাবনের সামর্থ্য নাই, দূরে দাঁড়াইয়া, দুকথা বলিয়া, সেও সে লীলার সমালোচনা করে। সুতরাং সে লীলা

র্ব্বপূর্ব্ব রহস্যময়, অপূর্ব্ব অদ্ভুত রসে অভিষিক্ত, এবং জগৎ-প্রকাশক দিবাকরের মত জগজ্জনের নিকটে সুপরিচিত।

শ্রীশ্রীজয়দেব গোস্বামী উৎকট তপস্যা দ্বারা শক্তিমান হইয়া, ভীষণ বিভীষিকাময় শ্মশান-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, সেই কিশোর কিশোরীর লীলামাধুরী শ্রবণকীর্ত্তন করাকেই মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং কঠোর তপস্যাপ্রভাবে শক্তিমান হইয়া, ধ্যানপরায়ণচিত্তে সেই লীলা নিরন্তর চিন্তা করিয়া, তাঁহার গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। আবার পূর্ণ প্রেমের পূর্ণাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই গোবিন্দগত-প্রাণ গোস্বামীরচিত রসসিন্ধু গীতগোবিন্দ, অন্তরঙ্গ পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনে প্রেমাবতারের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব সেই কিশোর কিশোরীর অনুরাগ-মাধুরী, সংসারবিরাগী, নিষ্কিঞ্চন, পরমভাগবত বৈষ্ণব-গণের সাধনানন্দের মূলাধার ; তাই তাঁহারা দিবা ও রাত্রিকে অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়া, অষ্টকালীন লীলাকীর্ত্তনে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সুমধুর ভাবে তন্ময় থাকেন।

আবার অন্যদিকে এই মধুর লীলা রসানভিজ্ঞ অরসিকগণের, মায়ামোহের অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত বিষয়িগণের, বর্ণাশ্রমের বিধিনিষেধের গণ্ডীর অন্তর্গত কুলীনগণের, উপলব্ধির বিষয়ীভূত নহে বলিয়া, তাহারা এই লীলার প্রতিবাদকারী, ইহার উপাসক-গণের নিন্দাকারী এবং ইহার প্রচারকগণের পথরোধকারী ; তাই বলিতেছিলাম, এই লীলা সকলেই কীর্ত্তন করে,—কেহ অনুকূলে কীর্ত্তন করে, কেহ প্রতিকূলে কীর্ত্তন করে,—কেহ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অনুরাগের আগুনে দহ্যমান হইয়া "হা গোবিন্দ!" বলিয়া রোদন করে; কেহ লীলাস্মরণে বিরক্ত ও ক্রোধে অধীর হইয়া, লীলার অসারত্ব প্রতিপাদন করে, এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিন্দা করে।

এইরূপ নিন্দা স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি যে তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ নহে, সে ব্যক্তি সে তত্ত্বের নিন্দা বা প্রশংসা যাহাই করুক না কেন, তাহাদ্বারা সে তত্ত্বের কোন উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্দ্ধারিত হয় না। ব্যসনপ্রিয় লোককে যোগীর কর্ত্তব্য করিতে বলিলে সে যোগশাস্ত্রের শত শত দোষ দেখাইয়া দিবে। অমনোযোগী ছাত্রের পক্ষে অধ্যয়নের মত অপকর্ম্ম আর নাই! বিষয়টা যতই উত্তম হউক না কেন, তাহার রসবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা কাহারও গ্রহণীয় নহে। যদি বলপূর্ব্বক কেহ তাহা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা সকলের পক্ষেই কখনও বিরক্তিকর হয়, কখনও নিন্দার বিষয় হয় এবং কখনও পরিহাসের বিষয় হয়। সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে এইরূপ দৃষ্টান্তের অবধি নাই।

স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক, সর্ব্বজন প্রশংসিত মহাত্মা গান্ধী, লালা লজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমিক ও স্বজাতিবৎসল মহাপুরুষগণ জন্মভূমির কল্যাণ সাধনাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, এবং সেই লক্ষ্য অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া, সাধারণ দৃষ্টিতে, বহু প্রকারে ক্ষতি-গ্রস্ত ও বিড়ম্বিত হইতেছেন। কিন্তু এই ক্ষতি, ক্ষতি কি লাভ, এই বিড়ম্বনা, বিড়ম্বনা কি বিজয়-বৈজয়ন্তী, তাহা বিচারের বিষয়।

তাঁহাদের এই সব কার্য্য অগণ্য লোকের নিকটে প্রশংসনীয় হইলেও আমাদের মত লোকের বিচারে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইয়াছে। কেবল বিসদৃশ নহে, স্থানে স্থানে উন্মাদের কার্য্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। স্বদেশপ্রেম অতিশয় উত্তম কর্ম্ম হইলেও আমাদের মত অপরিণামদর্শী, অল্পপ্রাণ অজ্ঞানের পক্ষে তাহা বোধগম্য নহে।

সেইরূপ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নামে প্রেমে যাঁহারা তন্ময়, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ নিজ কুল-মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, সেই পরমপুরুষ ও পরাপ্রকৃতির অর্চ্চনাবন্দনায় নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদের হৃদয়, তাঁহাদের আচরণ, এবং তাঁহাদের ভাব, আমাদের মত তত্ত্বজ্ঞানহীন বিষয়ান্ধ, এবং উচ্চভাবশূন্য ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে অনুভব করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আমার মত লোকের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, কোন কর্ত্তব্য নাই। আমরা কেবল খাই, শুই আর ঘুমাই। আমরা মমতার বন্ধনে যেমনই কৃপণ তেমনই ইতর। কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ ত্যাগী ব্যক্তির লক্ষ্যের দৃঢ়তা ও হৃদয়ের বিশালত্ব যে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার সীমার বাহিরে থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা ত অবগুণ্ঠনবতীর মত দুই কুলের কুলবধূ;—যে পথে আমাদের দুই কুল বজায় থাকে, আমাদের সেই পথই গমনীয় এবং সেই ব্রতই গ্রহণীয়।

আমার মত যাহারা সংসার সুখের প্রয়াসী, তাহারা গোবিন্দ পূজা করিতে বসিলেও, সংসারের পূজা পরিত্যাগ করিতে পারে

না; তাহারা ব্রজগোপীর মত অথবা নির্ব্বিষয়ী বৈরাগীর মত, সকল কুলের মান মর্য্যাদা ভাসাইয়া দিয়া, ঐহিক ভোগসুখের জলাঞ্জলি দিয়া, "হা গোবিন্দ" বলিয়া উন্মত্ত হওয়ার সাধনাকে "বেমানান" বলিয়া বিবেচনা করে!

আমার মত লোকে না বুঝিলেও, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের উদ্দেশে ব্রজগোপীর সর্ব্বস্বত্যাগ ও অনন্যঅনুরাগের মহিমা বুঝিবার লোকের একেবারে অভাব ঘটে নাই। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নামে প্রেমে বিভোর হইয়া, নীরবে প্রেমাশ্রু মোচন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ "সে সৌভাগ্য হল না, পেলাম না" বলিয়া, রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, সজল নয়নে, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন।

যাহারা বিষয়াসক্ত, দারা পুত্র পরিজনের সেবায় পরলোক-বিস্মৃত, তাহারা মায়ামুক্ত নির্ব্বিষয়ী শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের ত্যাগশীলতার বিষয়, সাধনার বিষয়, কিংবা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি অনুরাগের বিষয়, অনুভব করিতে বসিলে ত উন্মাদ হইয়া যাইবে। ত্যাগীর ধর্ম্ম ভোগীর অনুভবনীয় নহে।

আমার বেশ মনে আছে, একবার একজন খ্যাতনামা ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অব্‌ স্কুল, কুমিল্লার ধর্ম্মসভা হইতে বাহির হইবার সময় আমাকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজা রামকৃষ্ণটা কি গাধাই ছিল! বেটা জয়কালী নামে পাগল হইয়া, বায়ান্নলাখ তেপ্পান্ন হাজারের সম্পত্তিটাই উড়াইয়া দিল! এই সব গাধাগুলো না জন্মিলে বাঙ্গালার রাজা জমীদারদের ঘরগুলো এমন ভাবে পড়িয়া যাইত না;

এবং দেশটাও এমন দরিদ্র হইত না ; কেবল একটা মিথ্যা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, জাতিটা যেমন অকর্ম্মা, তেমন অপদার্থ হইয়া গেল।

তাঁহার হিসাবে সে কথা তিনি সত্যই বলিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা বিদ্যাবুদ্ধির সীমা তিনি অতিক্রম করিতে অসমর্থ। তিনি হাজার হইলেও দুইশত টাকার ভৃত্য মাত্র। এই দুইশত টাকার জন্য তিনি দুই হাজার প্রভুর পদলেহন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। স্বাধীনচেতা, লক্ষ লোকের অন্নবস্ত্রদাতা, প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, মহারাজা রামকৃষ্ণের ত্যাগশীলতা ও ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহার মত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাহার মত দুইশত টাকার ভৃত্য মহারাজা রামকৃষ্ণের হাজার হাজার ছিল। প্রভুর অন্তঃকরণের বিশালতা যেদিন পদসেবক ভৃত্যে প্রাপ্ত হয়, সে দিন সে ভৃত্য প্রভু হইয়া যায় ! প্রভু সন্তুষ্ট হইলে ভৃত্যকে সহস্র টাকা পুরস্কার প্রদান করেন, আর ভৃত্য কাহারো প্রতি সদয় হইলে, তাহাকে এক টাকা প্রদান করিয়াই দাতাকর্ণের আসন দাবী করিয়া থাকে।

প্রভুর সহিত ভৃত্যের এতদূর পার্থক্য ! প্রভুর হৃদয় ভৃত্য বুঝিতে অধিকারী হয় না, তাই এত গণ্ডগোল। তাই শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি পরম ভাগবত মহাজনগণের ধ্যান ধারণা ও সাধনার বিষয় আমরা ক্ষুদ্রচিত্ত লইয়া অনুভব করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাই শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা, যাঁহার বুঝিবার তিনিই বুঝিয়া থাকেন—যাঁহার বলিবার তিনিই বলিয়া থাকেন—আর যাহার অধিকার নাই, তিনি অসার অযোগ্য বলিয়া, দূরে পরিহার করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, মথুরানিবাসী পরম ভাগবত এক বৃদ্ধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ রস শ্রেষ্ঠ!" তখন সেই নবরসে অভিজ্ঞ, ভাগবতে অভিনিবিষ্ট, অদ্বিতীয় বৃদ্ধ পণ্ডিত উত্তর করিলেন "আদিরসই শ্রেষ্ঠ।" পণ্ডিতের উত্তর শ্রবণ করিয়া, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমরসে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তিনি ভাগবতের উত্তম অধিকারী বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন।

আদিরসের এতই শ্রেষ্ঠত্ব! জ্ঞান বৈরাগ্যের অতুলনীয় আদর্শ, ভগবদ্ প্রেমের প্রকট মূর্ত্তি; শ্রীচৈতন্যদেবও সে রসের নাম শুনিয়াই আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। সাধারণ ভাবে পরীক্ষা করিলেও আদিরসের শ্রেষ্ঠত্ব অনেকাংশে অনুভব করিতে পারা যায়। যেখানে আদিরসের অভিনয়, সেইখানেই করুণ-রসের রোদনধ্বনি, সেইখানেই হাস্যরসের উল্লাসতরঙ্গ, সেই-খানেই প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক বিভৎস রসের নির্য্যাতন, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সেইখানেই সমস্ত রসের সমাবেশ! যেখানে আদিরস নাই, সেখানে নবরসের সমাবেশ নাই, সামঞ্জস্য নাই; সেখানে অভি-নয়ের সৌন্দর্য্য নাই। সেখানে কবির কবিত্বের কোমলত্ব নাই, স্বাভাবিকত্ব নাই, সারল্য নাই এবং কবিতাসুন্দরীর অলঙ্কার নাই। আদিরস উচ্চ হইতে উচ্চতম, এবং তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতম। তাই আদিরস রসের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমান, এবং সর্ব্ব-রসের মূলীভূত বলিয়া আদিরসই শ্রেষ্ঠ রস।

এই আদিরসেরই অন্য নাম কাম। আবার সূত্র ধরিয়া

সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কামের নামই প্রেম। মানুষ যখন আপন ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া অনন্ত বাসনায় অন্বিত হয়, তখনই তাহাকে কামুক বলে। কামুক কেবল মাত্র আপনটুকু বুঝিতে পারে ;—এমন কি তাহা ভিন্ন সে তাহার আত্মীয় স্বজনের সুখ দুঃখও উপলব্ধি করিতে পারে না। সে আপন ভোগে আপনি অন্ধ! সে কেবল তাহার কথাই শ্রবণ করিতে চায় ; অন্যের কথা শ্রবণের সময় সে বধির হয়। তাই কামুক কেবল স্বার্থপর, কেবল ইতর এবং কেবলই কৃপণ। তাই সে জনসমাজে যেমন ঘৃণ্য তেমনই তিরস্কৃত।

আবার মানুষ যখন আপনার ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, জগতের নশ্বরত্ব ও জগবাসের ক্ষণস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কেবল পরকালের জন্য ব্যাকুল হয়, কেবলই সেই পরাৎপরের করুণালাভের বাসনায় আবিস্ট হয়, দৃষ্টি কেবল তাঁহারই শ্রীচরণকমলে নিবদ্ধ রাখে, এবং "তাঁহারই জগৎ" এই জ্ঞানে অন্বিত হইয়া, তাঁহারই সন্তোষের জন্য কেবল জগজ্জীবের সেবায় নিযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে প্রেমিক বলে। স্বকীয় সুখ, স্বকীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, চিত্ত যখন কেবল পরকীয় সুখ ও পরকীয় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রধাবিত হয়, তখনই তাহাকে প্রেমিক বলে।

যে কাম অন্তর্ম্মুখী ছিল, তাহা যখন বহির্ম্মুখী হইয়া, বহির্জ্জগতকে অন্তরের মধ্যে টানিয়া লয়, তখনই তাহার নাম হয় প্রেম। যখন দূর্ব্বাদলস্থ জলবিন্দু বিপুল সিন্ধুর জলরাশিতে মিশ্রিত হয়, তখন আর তাহার বিন্দুত্ব থাকে না। সে বিন্দু

তখন সিন্ধুপদবাচ্য হয়। সেইরূপ কামও যখন বিন্দুর গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, সিন্ধুর প্রেমে মিশিয়া যায়, তখন তাহাকে আর কাম বলে না। তখন তাহা প্রেমসিন্ধুর পবিত্র সলিল হয়;—তখন তাহা স্পর্শ করিলে সর্ব্বপাপে সর্ব্বসন্তাপে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

দেশকাল পাত্র বিচারে প্রয়োগের তারতম্যে যেমন গরলের নাম অমৃত হয়, কামের নাম ও তেমনই প্রেম হয়। যখন গরল শোধন করিয়া সান্নিপাতিক বিকারের রোগীকে খাওয়াইয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করা হয়, তখনই গরলের নাম অমৃত হয় যে গরল প্রাণনাশক, সেই গরল প্রাণরক্ষক হয়। সেইরূপ যে কাম প্রাণনাশক বিষ, যে কাম নরকের দুয়ার, যে কাম মানুষের আয়ুনাশক, বলনাশক, বুদ্ধিনাশক, মস্তিষ্ক-নাশক, সেই কাম যখন সংশোধিত হয়, যখন আত্মসুখের ভোগ বাসনায় পরিচালিত না হয়, কেবলমাত্র পরমেশ্বরের করুণার প্রার্থী হয়, কেবলমাত্র পরসেবায় নিয়োজিত হয়—তখনই তাহার নাম হয় প্রেম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই কথা এই ভাবে লিখিত আছে—

"আত্মেন্দ্রিয়সুখ ইচ্ছা তার নাম কাম।
কৃষ্ণসেবাসুখ ইচ্ছা প্রেম তার নাম।"

অতএব একই বস্তু, কেবল প্রয়োগের পার্থক্যে নামান্তরিত ইহাই সেই প্রেম, যে প্রেমের প্রভাবে মানুষ পরাৎপর পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে;—ইহাই সেই প্রেম, যে প্রেমে বিশ্ব বশীভূত হয়—আর ইহাই সেই প্রেম, যে প্রেমের উন্মেষ হইলে, মানুষ ত্রিতাপযন্ত্রণার অবসান করিতে পারে এবং বিনা

অস্ত্রে পৃথিবীমণ্ডলে, অনন্তকালের জন্য অবাধ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে।

এই সকল লাভের প্রয়োজন কি? পরমেশ্বরকে লাভ করিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আছে। জীবের স্বভাব আনন্দ অন্বেষণ। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই আনন্দময় শ্রীবিগ্রহ। তিনি সচ্চিদানন্দময় অথবা আনন্দময়—তিনি আনন্দের সিন্ধু; আমরা সেই আনন্দ সিন্ধুর বিন্দুমাত্র। আমরা আনন্দ হইতে আসিয়াছি, তাই আবার আনন্দের দিকে যাইতে ছুটোছুটি করি;—তাই আনন্দ চাই;—পূর্ণানন্দ চাই। কিন্তু সে পূর্ণানন্দ কোথায়? —তাহা একমাত্র সেই পরমেশ্বরে। তাই ত তাঁহাকে চাই। তিনি জগন্নাথ, আমি এই জগৎছাড়া নহি, সুতরাং তিনি আমারও নাথ, তাই তাঁহার সেবাধিকার চাই—তাই তাঁহার সন্তোষের জন্য জগজ্জীবের কিঙ্কর সাজি। তাই তাঁহার প্রাপ্তির জন্য ব্রত করি, দান করি, যজ্ঞ করি, তপস্যা করি—নাম সঙ্কীর্ত্তন করি, সাধুসঙ্গ করি;—এবং সাধুসঙ্গে বসিয়া, তাঁহার গুণানুবাদ ও লীলা কীর্ত্তন করি। তিনি মুক্তিদাতা, তাই মুক্তি চাই না, সেই মুক্তিদাতাকেই চাই। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে, তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া এই ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিতে পারি।

যাঁহার শীতলতায় মলয়ানিল শীতল, যাঁহার শীতলতায় প্রভাতের তৃণশির-শোভিত শিশিরবিন্দু শীতল, আমি শীতল হইবার আশায় তাঁহাকে চাই। যাঁহার শীতলতায় চন্দন শীতল, সরোবর-শোভন সুকোমল কমলদল শীতল, যমুনার জলদবর্ণাভ জলধারা শীতল, তাঁহাকে আমার হৃদয়ের নাথ করিয়া, আমার

তাপিত হৃদয় শীতল করিতে চাই। যাঁহার শীতলতায় ঐ অশ্বথের ছায়া শীতল, ঐ শশধরের কিরণ শীতল, আমি সেই শীতলতার সিন্ধু মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার দেখিতে চাই, আমার হৃদয়ের দাবানল নির্ব্বাপিত হয় কি না! একবার দেখিতে চাই, আমার জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ম্মাকর্ম্মান্বিত উৎকট ফলময় জীবনের নিত্য জ্বালা জুড়ায় কি না!

অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বর নিজ শক্তি বলেই সৃজন পালন লয় করিয়া থাকেন। যে শক্তিবলে আপনি আনন্দময় হইয়া চরাচর জগৎকে আনন্দিত করিতেছেন, তাহার নাম আনন্দ-দায়িনী শক্তি—অথবা মহাভাবস্বরূপিণী রাধারাণী—শ্রীশ্রীবৃন্দা-বন ধামের সেই আহ্লাদিণী ঠাকুরাণী। আনন্দ চাই, তাই সেই আনন্দদায়িনীর উপাসনা করিতে যাই। শুধু কি আমি একাই যাই? তাহা নহে, যে আনন্দ চায়, সেই যায়। তিনি বিশ্ব ভরিয়া অনন্ত মূর্ত্তিতে আনন্দের আধার হস্তে ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন; তিনি আনন্দ ফল বিতরণের কল্পতরু। কেহ অর্থ, কেহ প্রভুত্ব, কেহ আহার্য্য, কেহ বিহার্য্য,আনন্দের আশায় প্রার্থনা করিতেছে, আর আমার আনন্দদায়িনী তাহাই তাহাকে প্রদান করিতেছেন। তাঁহার নামের অন্ত নাই, ভাবের অন্ত নাই, রূপের অন্ত নাই, রসেরও অন্ত নাই। তিনি একাই প্রকৃতি, একাই পুরুষ; তিনি আপনার মায়ায় আপনি বিভোর।—আপনি শিব, আপনি জীব—আপনার সোহাগে, অনন্য অনুরাগে, আপনি আবদ্ধ হইয়া, কখনো রোদন করেন, কখনো হাস্য করেন। তিনিই আনন্দময়, তিনিই আনন্দময়ী—অথবা তিনিই রাধা, তিনিই কৃষ্ণ।

এখন কোন্ মন্ত্রে, কোন্ সাধনায়, সেই সর্ব্বলোক-শীতলকারী, সর্ব্বরসসিন্ধু, মহারাস রসিকেশ্বরকে আমার দীনহীনের ক্ষুদ্র গৃহে উপস্থিত করাইতে পারি, তাহারই অনুসন্ধান আমার করণীয়, এবং তাহারই উপদেশ আমার গ্রহণীয়।

সে উপদেশ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের করুণা-প্রদীপ্ত, তাঁহারই শ্রীচরণকমলের প্রভায় অপরূপ কান্তি-সমন্বিত, অজ্ঞানান্ধকারনাশক, শ্রীশ্রীকবিরাজদাস গোস্বামীর অপূর্ব্ব লেখনী,—ললিত কোমল কবিতার সমুজ্জ্বল ছন্দে, প্রকাশ করিয়াছেন—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন,
কামবীজ কামগায়ত্রী যাহার সাধন।"

এইবার সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু সংশয় নাশ করিয়া ভক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকার না পাইলে সাধনায় প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন। কাম বীজ কি, কাম গায়ত্রী কি, কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহার সাধনা করিতে হয়, সে সাধনার ক্রম কি, জপ কি, তপস্যা কি, পুরশ্চারণ কি, হোম কি, অভিষেক কি, ইত্যাদি তত্ত্ব কে শিখাইবে। এইবার আবার অনুসন্ধানের প্রয়োজন আসিল। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীশ্রীভগবান প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে অনুসন্ধানের প্রণালী বলিয়া গিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

তাহা হইলে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকটে যাইতে হইবে;—

প্রণামাদি দ্বারা, সেবাদি দ্বারা, অগ্রে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে, পরে তিনি সন্তুষ্ট হইলে যথোপযুক্ত সাধনতত্ত্ব শিখাইয়া দিবেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ লীলার রসতত্ত্ব তখন উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। পরম পুরুষের সঙ্গে পরমা প্রকৃতির রাস-রসতত্ত্ব তখন অনুভূত হইবে। অতএব যিনি সেই কামবীজ কাম গায়ত্রীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে বাসনা করেন, অথবা নিরন্তর কামক্রীড়ারত ধীর ললিত শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব অনুভব করিতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বদর্শী নিষ্কিঞ্চন সাধকের শরণাগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কৃষ্ণের স্বভাব হয় ধীর ললিত।
অনন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত।"

এই কামক্রীড়া বা আদিরসতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, ও রাজর্ষি জনকের ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষ রায় রামানন্দের, আলোচ্য বিষয় ছিল। তেমন ত্যাগী, তেমন যোগী, তেমন মেধাবী, তেমন পণ্ডিত, তেমন প্রেমিক এবং তেমন সরস না হইলে, তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় অন্যের নিকট কিরূপে অনুভবনীয় বা আদরণীয় হইতে পারে। খনির কণক তুলিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যশালী সওদাগরই উৎসাহী হইয়া কর্ম্মরত হয়—খাদ মিশ্রিত কণক-লোভী, দরিদ্রের বিত্তাপহারী, চোর তস্করে তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। চোর তস্করেও কণক চায়, কিন্তু কণকের আধার খনির গর্ভে প্রবেশ করিতে চায় না। সেইরূপ আনন্দ-লোভী

মায়াবদ্ধ মানবও আনন্দ চায়, কিন্তু পূর্ণানন্দের খনির দিকে না তাকাইয়া, ক্ষণস্থায়ী আনন্দের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রণয়-মাধুরীর মনোরম মূর্ত্তি, করুণার সিন্ধু পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু এবার প্রেমাশ্রুর সিন্ধু নয়নে বান্ধিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আনন্দপ্রয়াসী অথচ পথহারা মানুষকে, আনন্দের যথার্থ পথ প্রদর্শন করাইবার জন্য, সংসার-সুখের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন; শেষে পাহাড়ে পর্ব্বতে, প্রান্তরে জঙ্গলে, নগরে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, সেই প্রেমাশ্রু ধারায় ভূতল ভাসাইয়া, সমস্ত জীবনকে পরমানন্দময় পুরুষের সেবায় আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার মাধুর্য্য প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া, নীরস প্রাণহীন জগতের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন;—আর ভাবিয়াছিলেন, যদি আবার নীরস হৃদয় সরস হয়;—আবার জীবনহীন প্রাণ বিশ্বপ্রেমের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়;—আবার কামুকের দল প্রেমিক হইয়া, হিংসা নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া, পরমধর্ম্ম পরসেবায় নিযুক্ত হয়, এবং আবার সরস প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, প্রশান্ত সাগরের তীরবর্ত্তী বালুকারাশি একত্রীকৃত ও দৃঢ়ীভূত হইয়া, সুকঠিন প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয়! আবার তাহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে উড্ডীয়মান হইয়া, দূর দূরতম সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদকারী বৈদেশিক-অর্ণবজান সমূহের নয়নে, বিস্ময়ের তরঙ্গ উৎপন্ন করে!

যাঁহারা সেই পতিতপাবনের প্রেমাশ্রুপাত দর্শন করিয়া, জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই করুণা-সিন্ধুর করুণার আহ্বান যাঁহাদের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়াছিল,

যাঁহাদের হৃদয় শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলার সুমধুর সঙ্গীতরসে বিগলিত হইয়াছিল, তাঁহারা আপন আপন ভাবে বিভোর হইয়া, প্রেমের হস্ত প্রসারিত করিয়া, সকলকেই সেই পরমানন্দের পথপ্রদর্শকের অনুগত হইতে সবিনয়ে সম্বোধন করিয়াছেন।

যদি আনন্দ চাও, তবে এস, ঐ আনন্দের অবতার নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সমীপবর্ত্তী হই। প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষিত হই; "জীবে দয়া" এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি; আর সেই পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির পিরীতির প্রকৃতি জগভরিয়া দর্শন করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করি। আর এমন মধুর শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলা, যিনি যাচিয়া আসিয়া দুয়ারে দুয়ারে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া, বৈষ্ণবগণের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র বাসুঘোষের সুরে সুর মিশাইয়া, গাইতে থাকি—

"যদি গৌর না হইত, কি মেন হইত,
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, রসসিন্ধু সীমা,
জগতে জানাত কে!
মধুর বৃন্দা- বিপিন মাধুরী-
প্রবেশ চাতুরি সার,
বরজ যুবতী, রসের আরতি,
শকতি হইত কার।

গাও গাও সবে, গৌরাঙ্গ গুণ,
সরল করিয়া মন।
এ তিন ভুবনে, এমন দয়াল,
আর নাহি একজন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া,
পাষাণ রহিল যদি,
না জানি কি দিয়া মানুষ এ হিয়া
গড়েছিল কোন বিধি!

সত্যই ত, যদি গৌর না হইত, আমার মত অভাজন, অকর্ম্মা অলসের গতি কি হইত?—আমার মত সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, নিঃসহায় দুর্ভাগার উপায় কোথায় হইত? "হা গৌর" বলিয়া, গৌরভক্তের দুয়ারে দাঁড়াইয়া, ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। নিঃসম্বল হইয়া পর্ব্বতে প্রান্তরে, সুদুর্গম পথে, হৃদয়ের বল সংগ্রহ করিয়া থাকি। বিপন্ন হইয়া, দুর্ভাগ্যের কষাঘাতে ছিন্নচর্ম্ম হইয়া, "হা গৌর" বলিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকি। সুতরাং গৌর আমার অসময়ের সুহৃদ; গৌর আমার অকূলের কাণ্ডারী। গৌর নাম আমার সাধনার মহামন্ত্র, বক্ষে ধরিবার রক্ষাকবচ। এমন অধমতারণ পতিতপাবন গৌরের আবির্ভাব না ঘটিলে এই দেহ ধারণ সত্যই ত এবার অসম্ভব হইত!!

যিনি যে ধনের ধনী তাহার নিকটে গমন করিলে, তাঁহার শরণাগত হইলে, সেই ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ লীলারসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডার, ঐ নদীয়া-গগনের পূর্ণ সুধাকর শ্রীচৈতন্যদেব। যদি বৃন্দাবন লীলার আনন্দ-কাননে প্রবেশ-বাসনা থাকে, তাহা হইলে চল, অগ্রে ঐ শরণাগত-পালকের সুপবিত্র চরণ-ধূলি অঞ্জলি পূরিয়া মস্তকে মাখিয়া, দেহমন পবিত্রীকৃত করি, ঐ পূর্ণ প্রেমাবতারের নামে প্রেমে পূর্ণাভিষিক্ত হই, এবং তাঁহার সকরুণ কটাক্ষ যদি এক তিলের জন্যও লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে সেই আনন্দময় রসসিন্ধুনীরে নিমজ্জিত হইতে আর কোন বিঘ্ন ঘটিবে না, সেই নিত্য প্রেমের নিত্যানন্দময় কাননে প্রবেশ করিতে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

"জয়হরে গৌরাঙ্গ" বলিয়া যে নাচিতে শিখিয়াছে, শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলায় সে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। লীলামাধুর্য্য কেবল তাহার জন্য— লীলারসামৃত পদাবলি কেবল তাহার জন্য,—ভাবরাজ্যের তত্ত্বপ্রকাশক আলোক-লহরী কেবল তাহার জন্য। আর জগতে রহিয়া, জগৎছাড়া ভাবে বিভোর হইয়া, দিব্যভাবের প্রভুত্ব কেবল তাহার জন্য।

যে বুঝিয়াছে, সে মজিয়াছে। সেই পরাৎপর পরমপুরুষ আপন প্রকৃতির সহিত নিরন্তর কামময় এবং সেই কামের লীলায় এই সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্রোত নিরন্তর সংবাহিত হইতেছে। তাই জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে যে দিকেই তাকাই, সেই দিকেই দেখি, সেই কিশোর কিশোরীর

অনুপম প্রেমের অপূর্ব্ব আভাস। ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে, পশুপক্ষী, মানবদানব, দেবতাগন্ধর্ব্ব পর্য্যন্ত, সেই প্রেমের ছায়ামাত্র লইয়া প্রেমের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, অকপট প্রেমের সাধনায় উদ্বুদ্ধ। যে বুঝিয়াছে, সে দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছে,—সেই যমুনাপুলিন যেখানে সেখানে ;—সেই গোপীবল্লভের সঙ্গে গোপীগণের উল্লাস নৃত্য যেখানে সেখানে, সে দেখিতেছে আর সেই অবাঙ্মনসোগোচরকে গোচর করিতেছে। সে মায়া-মোহের অন্ধকাররাশি হইতে বিমুক্ত হইয়াছে,—সে এই মিথ্যা জগতে সত্য কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে,—সে প্রতিক্ষণ প্রতিজীবদেহে সেই পরাৎপরের লীলাবিলাস প্রতীক্ষণ করিতেছে ; এবং "জীবে দয়া ধর্ম্ম" তাহার মজ্জাগত হইয়াছে।

তাহার শত্রু নাই, মিত্র নাই ; নিকেতনের স্থিরতা নাই। তাহার জয় নাই, পরাজয় নাই ; লাভ নাই, অলাভ নাই। তাহার সুখ নাই, দুঃখ নাই ; মান হাই, অপমান নাই। তাহার সন্দেহ নাই, সংশয় নাই। সে এক অনির্ব্বচনীয় অনুপম ভাবে বিভোর হইয়া ভ্রাম্যমান,—এক অনুপম কান্তিতে কান্তিময় হইয়া দৃশ্যমান,—সে ভবসিন্ধুর উচ্চ তীরস্থ উচ্চ গিরিশিখরে উঠিয়া দূরদূরস্থ ঊর্ম্মিমালার উন্নতিপতন দর্শন করিতে দণ্ডায়মান। তাহার মন, তাহার ভাব, কেবল তাহার মত যে হইয়াছে, তাহারই বোধগম্য।

কলিকাল আসিয়াছে, জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ; সে পরিবর্ত্তনে সত্যের অপলাপ, ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। সত্যের সভ্যতা এখন অসভ্যতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

এখন সত্যের অঙ্গে মিথ্যার পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া, নিজ নিজ জাতীয় বা স্বকীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, লোক-প্রতারক বিস্ময়কর মূর্ত্তি গঠিত করা হইতেছে। এখন ইতিহাস সত্যের আশ্রয়ে লিখিত হয় না। পলাশীর যুদ্ধ বর্ণনা সময়ে এখন আর ক্লাইব উমীচান্দকে ঠকাইতে ওয়াটসনের নাম জাল করে না, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় মোহনলাল আর উৎসন্নপ্রায় বৃটিশ-সৈন্যের বিরুদ্ধে কামানের মুখ বন্ধ করে না। কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, সর্ব্বত্র এখন সেই তত ধীশক্তিমান, যে যত মিথ্যাবাদী। এখন যে যত সত্যবাদী, ন্যায়ানুগামী, সে তত লোকাপকারী অপরাধী। এখন যাহা স্বাভাবিক, তাহাকে অস্বাভাবিক না করিলে আর মনের মত সুন্দর করা হয় না। তাই কাজ অপেক্ষা সাজের মূল্য বেশী, অন্তর অপেক্ষা বাহিরের আদর বেশী, এবং মানুষ অপেক্ষা অমানুষের পসার বেশী।

ভগবান্ গোবিন্দ গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ গঠন করিয়াছিলেন। এখন জাতিভেদ, অর্থ ও উচ্চপদ লইয়া নির্দ্ধারিত হয়। এখন যে যজ্ঞ, জপ, তপস্যা লইয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে জীবন যাপন করে, সে সম্ভ্রান্তের সভায় অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া বহিষ্কৃত হয়; আর যে, যে কোন উপায়ে ঐশ্বর্য্যশালী হয়, সম্মানের সভায় তাহারই উচ্চাসন প্রাপ্তব্য। এখন সকল উকীল এক জাতি, সকল ডেপুটী এক জাতি, সকল জজ এক জাতি, এবং সকল কেরাণী এক জাতি। এখন পদে যে যত বড়, সে তত ব্রাহ্মণ, পদের জোর যাহার যত কম, সে তত শূদ্র। অতএব জাতিভেদে গুণকর্ম্ম নাই।

রহিবে কেন ? প্রকৃতির প্রকৃতিও এখন বিপরীত হইয়াছে। পূর্ব্বে বৃদ্ধকালে চুল পাকিত, এখন যৌবনেই চুলে পাক ধরে; পূর্ব্বে বার্দ্ধক্যে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইত, এখন শৈশবেই চশমার প্রয়োজন হয়; পূর্ব্বে সন্তান জননীর স্তন্য পান করিত, এখন সন্তান গোয়ালিনীমার্কা কৌটার দুগ্ধ পান করে। পূর্ব্বে সন্তান মার কোলে প্রতিপালিত হইত, এখন ঝির কোলে প্রতিপালিত হয়। প্রকৃতির এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সুতরাং মনের কেন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। অনুরাগের সাধনায় কেন বীরাগ দৃষ্টিগোচর হইবে না। তাই সত্য এখন অশ্লীলতা, সত্য এখন মত্ততা এবং সত্য এখন বর্ব্বরতা। তাই কিশোর কিশোরীর যে প্রেম সত্য এবং স্বাভাবিক,—যে প্রেমে, যে অনুরাগে সভ্যাসভ্য সকলেই উন্মত্ত—সে অনুরাগের পূর্ণ অভিব্যক্তির ইতিহাস এখন অশ্লীল বলিয়া উপেক্ষনীয়।

তাহা হউক না কেন! লবণাক্ত সমুদ্রের মধ্যেও স্বচ্ছ সলিলের ধারা থাকে—অগ্নিময় মরুভূমির মধ্যেও উর্ব্বর ভূমিখণ্ড থাকে। এত মিথ্যা, এত প্রতারণার মধ্যেও সত্যপ্রিয় সত্য-পক্ষপাতী সাধক আছেন। তাঁহারা স্বভাবের সত্য দর্শন করিয়া আনন্দিত হন,—তাঁহারা সেই পরম পুরুষের অবতার-লীলার কীর্ত্তন শ্রবণে জীবনকে কৃতার্থ বোধ করেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলার বীরত্ব ধীরত্ব, ও মধুরত্বের আলোচনাকেই প্রধান সাধনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সরস পদাবলী তাঁহাদের জন্য। যাঁহারা 'হা গোবিন্দ' বলিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করেন, অনুরাগের কীর্ত্তন তাঁহাদের জন্য।

জগতের নশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যাঁহারা সমাজের বেষ্টনী ভঙ্গ করিয়াছেন, এবং জঞ্জালজালে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রণয়মাধুরীর লীলারসাস্বাদন তাঁহাদের জন্য।

কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই শরণাগত চরণাশ্রিত দাসানুদাসকে দিয়া যেমন ভাবাইয়াছেন তেমন ভাবিয়াছি, যেমন লেখাইয়াছেন তেমন লিখিয়াছি। আর তাঁহারই করুণার কথা তাঁহার একান্ত প্রিয় বৈষ্ণব ভক্তগণের শ্রীকরকমলে উপহার স্বরূপে অর্পণ করিতেছি।

ভুলুয়া।

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রিকা।

প্রভাতী।

ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর কে ডাকে কারে !
"হরিবোল হরি" বলি আসি দুয়ারে ॥
এখনো যামিনী আছে হয় নাই পরভাত,
তরুণ অরুণ তরুশিরে নহে প্রতিভাত।
এখনো বিহগকুল, কুলায় ঘুমে আকুল,
ও কেন ব্যাকুল হয়ে ঘুরে আঁধারে ?
জগত ঘুমের ঘোরে আছে মোহে অচেতন,
সে ঘুম ভাঙ্গিতে কেন উহার এত যতন ?

কি দায় পড়েছে ওর, পরের ঘুমের ঘোর ?
ভাঙ্গিতে বলিছে হরি বারে বারে ॥
মধুর নিঃস্বনে বিশ্বপ্রাণ করি বিমোহিত,
কে রে ও মঙ্গলময় গাইছে মঙ্গলগীত,
উহার করুণ স্বরে, পরাণ পাগল করে,
শুনি কে ঘুমের ঘোরে রহিতে পারে ॥
হল না ঘুমানো আর, র'লনা মোহের গোল,
স্বরে স্বর মিশাইয়া চল বলি হরিবোল
এ ভবের কারাগারে, আর কেন রহিব রে,
খুলেছে মুক্তির দুয়ার ভুলুয়ারে ॥

কীর্ত্তন—একতালা।

জয় জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসিন্ধু অবতার।
ভুবন-ভয়-ভঞ্জন দেব ভবার্ণব কর্ণধার ॥
ঘোর কলির তিমিরহারী পতিত-তাপিত-তারণকারী,
দীনজনাশ্রয় কাঙ্গালবন্ধু, বহিতে পাতকীদুঃখভার ॥
অরুণলোচন করুণভাষে, বরজমাধুরী রস প্রকাশে,
মধুবরষণে মধুর হাসে, শান্তি ত্রিবিধ যন্ত্রণার ॥
করুণাসিন্ধু করুণাকর, চরণাশ্রিতে স্বকরে ধর,
উদ্ধার দেব বিশ্বম্ভর, বিনাশি আর্ত্তি ভুলুয়ার ॥

জয় জগদেকনাথ দীনজন-জীবন,
গৌড় গগন বিমলেন্দু।
ভাগবত জন-মন- প্রাণ-তোষণকারী,
শ্রীগৌর হরি গুণসিন্ধু॥
কলুষ পূরিত কলি- ভয় দূরিত যায়,
বিগলিত চিত জীব দুঃখে।
পতিতপাবন অবতীর্ণ প্রেমের পথ,
পরদরশন উপলক্ষে॥
নিরমল প্রেম- সুধায় দেশ ভাসাওল,
হাসাওল বদন বিষন্ন।
অভয় বচনে নিরভয় মনে দাঁড়াওল,
ছিল যত ভীত অবসন্ন।
বিম্ব-বিনিন্দিত অধরে মধুর হাস,
বচন বিথারে সুধাবিন্দু!
রূপ দরশনে তনু মন উনমত হয়,
চকোরা নিরখে যেন ইন্দু॥
ভেদ বিচার ভুলি আশপচ ব্রাহ্মণে,
হাসে নাচে গায় প্রেমানন্দে।
গরব-গরল-পান করি তনু জারল,
ভুলুয়া হেলিয়া মকরন্দে॥

বিভাস—একতালা।

সুরধুনী তীরে, নদীয়া নগরে,
হরিবলে ও কে যায়রে।
ঝঙ্কারি গগন, পরশিয়া খোল,
করতাল কে বাজায় রে ॥
নামে আত্মহারা, ভাবে মাতোয়ারা,
দুনয়নে ধারা ধায় রে।
হরিবোল বলি, নাচে বাহুতুলি,
করুণ নয়নে চায় রে ॥
বলি হরিবোল, তায় দেয় কোল,
যায় সম্মুখে পায় রে।
ব্যবহার বটে, কাঙ্গালের মত,
আসলে কাঙ্গাল নয় রে ॥
প্রেম দিয়া চায়, পাপ প্রতিদান,
হেন দাতা কে কোথায় রে।
ভুলুয়া ভনয়ে, দাতা শিরোমণি
নদীয়ার গোরারায় রে ॥

সেহানা—আড়া।

করুণার সিন্ধু নিতাই চৈতন্য আমার রে।
কবে কোথায় ঘটিয়াছে হেন অবতার রে ॥

যাচিয়া আসিয়া দোঁহে,
পাতকীর বোঝা বহে,
পতিতপাবন হেন কোথা আছে আর রে ॥
নাহি মান অভিমান,
নাহি ছোট বড় জ্ঞান,
প্রেমের মূরতি দুটী উজলে সংসার রে ॥
জুড়াতে ত্রিতাপ জ্বালা,
যে চাহ সে এই বেলা,
বলি নিতাই গৌরহরি জাগো একবার রে ॥
এ অপূর্ব্ব অবতারে,
না তরিল কে কোথা রে,
মোহ-ঘুম ভাঙ্গিলনা শুধু ভুলয়ার রে ॥

উচ্ছ্বাস।

পতিতজন-তারণ হা গৌর হা নিতাই !
পতিত আমার মত ত্রিজগতে কেহ নাই।
স্বকৃত পাপের সাজা সহিতে পারিনা আর,
পতিত-পাবন ! তোমা তাই ডাকি বার বার
বহু বহু অপরাধ করিয়াছি আজনম,
কে না জানে, আমি কত অভাজন নরাধম !

চাহিব যে দয়া তব নাহি হেন অধিকার,
অপরাধী হলে অধিকার কোথা থাকে কার!
নাহি অহৈতুকী প্রেম, প্রেম কোথা থাকে তার
যাতনা নরকে থাকি ওষ্ঠাগত প্রাণ যার!
না জানি প্রেমের ডাক, জুড়াতে পাপের জ্বালা,
নরাধম আমি জপি তোমার নামের মালা।
পিপাসু যেমন করে জলাশয় অন্বেষণ,
দাতা অন্বেষণ করে যথা দীন হীন জন,
তথা আমি ডাকি তোমা, জুড়াতে যাতনানল,
শীতলিতে তাপদগ্ধ-চিত্ত পূজি পদতল।
এ নহে প্রেমের ডাক, প্রেমিক যে জন হয়,
নিঃস্বার্থ তাহার ডাক, নয়নে প্রেমাশ্রু বয়॥
আর্ত্ত আমি, আর্ত্তি বিনাশিতে তোমা ডাকিতেছি
শোকে দুঃখে যন্ত্রণায় চক্ষুজল ফেলিতেছি।
অন্তর্য্যামী তুমি, তব অবিদিত কি আমার,
দুর্জ্জন আমার কথা, আমি কত কব আর!
অপরাধ ক্ষমি যদি বাঁচাও, বাঁচাতে পার।
ইচ্ছা যদি কর, তবে তুমি কি করিতে নার?
কত শত নরাধমে চরণে দিয়াছ স্থান,
ত্রিবিধ সংসার-তাপে করিয়াছ পরিত্রাণ।

অতল সাগরে মগ্ন কত তরি তুলিয়াছ,
কত মৃত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত করিয়াছ।
কত বিষকুম্ভ করি নিজ করে পরিষ্কার,
নিজ গুণে সুধা ঢালি করিয়াছ সুধাধার।
কত শত কর্কশ পাষাণ নামে গলিয়াছে,
তার সাক্ষী শত শত জগাই মাধাই আছে।
মুহূর্ত্তের জন্য যদি কটাক্ষ করিতে মোরে,
পারিতাম বাঁচাইতে প্রাণ আমি ভব-ঘোরে।
কত নরাধমে দিলে দেবতার সিংহাসন,
কত বা চণ্ডালে দিলে ব্রাহ্মণের গুণগণ।
কত যে মাধুর্য্য ছড়াইলে এ জগদাধারে,
কার সাধ্য কে তাহার গণনা করিতে পারে।
ভাসাইলে এ সংসার প্রেমের প্লাবনে তুমি,
বঞ্চিত রহিনু নিজ ভাগ্যদোষে একা আমি।
এই দুঃখ যে দেবতা বহিল পৃথিবী ভার,
তৃণ মোকে উত্তোলিতে নহিল শকতি তার।
জাহ্নবীর তীরে বসি তৃষ্ণায় হারাই প্রাণ—
অশ্বত্থ কৃপণ হয়ে না করিল ছায়াদান।
কল্পতরু তলে আসি ক্ষুধায় না পা'নু ফল,
মলয় পর্ব্বতে বসি না হইনু সুশীতল।

সকলি সময়ে করে, আর নিজ কর্ম্মদোষ,
—কর্ম্মদোষে দুঃখ ঘটে কার প্রতি করি রোষ!
অতল অকূল পাপসিন্ধু গড়িয়াছি যবে,
শুকাইতে সেই সিন্ধু কে করুণাপর হবে!
যে পাপের ক্ষমা চাই, সেই পাপ করি ফিরে,
কার দায় পড়িয়াছে এমন ইতরে তরে!
সকলি বুঝিতে পারি হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই,
তবু যে করুণা চাহি; নিলাজ স্বভাব, তাই!
(তবে) ইহাও নিশ্চয় জানি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত,
কেবল তোমার নাম আর তব আনুগত্য।
সকলি করিতে পার তুমি সর্ব্ব শক্তিমান্,
তুমি কালী, তুমি কৃষ্ণ তুমি শিব, তুমি রাম।
নদীয়া নগরে গিয়া সন্দেহ জাগিল মনে,
"কে তুমি গৌরাঙ্গ, মোর কি সম্বন্ধ তব সনে?"
ভাবিতে ভাবিতে দেখি তোমার মন্দিরে গিয়া,
আছ কুলকুণ্ডলিনী চতুর্ভুজা দাঁড়াইয়া।
রোমাঞ্চিত, পুলকিত, বিকম্পিত কলেবর;
কালীকুলকুণ্ডলিনী শ্রীগৌরাঙ্গ মনোহর!!
ভাঙ্গিল মনের সন্দ, সেই দিনই জানিলাম,
তুমি সঞ্জীবনী শক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গ গুণধাম।

জীব নিস্তারিতে তুমি ধরিয়াছ কলেবর ;
জীবের সুহৃদ তুমি একমাত্র বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্মাণ্ড-সম্রাট তুমি হে পালক দণ্ডধর,
শাসনের দণ্ড প্রেম এইবার মনোহর।
প্রেমের শাসনে ধরা হ'ল সুখ নিকেতন,
মিথ্যা নিন্দা হিংসা সব ভয়ে কৈল পলায়ন।
সবংশে সে অহঙ্কার অসুর হইল হত,
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি অবিরত।
প্রেমসিন্ধু অবতার করুণা নয়নে চাও।
চরণ চাপিয়া বুকে পাষণ্ড দলিয়া যাও।
ইচ্ছা যদি কর পার নিমিষে করিতে পার।
তোমা ভিন্ন ভুলুয়ার অন্যগতি নাহি আর।

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

মঙ্গলাচরণ।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম।

জয় জয় পরাৎপর হরি-প্রিয়তম
প্রেম-বিলাস-নিকেতন।
সংসার-বীতরাগ ভাগবত-বাঞ্ছিত
বৃন্দাবনসুশোভন॥
গোপরাজ-নন্দভবনমণিমনোহর
যশোমতী-প্রাণ গোপাল,—
চরণ-কমল-পরশনে পূত-তনু অনু-
ভবে প্রেমধাম বিশাল॥
বহিয়া অমিয়াধারা প্রবাহিণীকুলরাণী
যমুনা করায় যাহে স্নান,
যাহা বনতরুলতা নিতি নবকিসলয়ে
মুকুলিত ফুল ফলবান॥
সুরনরমুনিগণে যতমনে রটে যথা
রসনে সঘনে রাধানাম,
ভুলুয়াক জীবনে মরণে সাধ রহি তহি
রাইগুণ গাই অবিরাম॥

জয় জয় বৃষভানু-নন্দিনী রাধারাণী
জয় জয় নন্দকুমার।
জয় জয় রাস-বিলাস-মহালীলাবাস
মনোরম যমুনা-কিনার॥
জয় জয় বৃন্দাবন প্রেমনিকেতন
ভূতলে স্বরগজিনি ধাম।
সুরনর-মুনিগণে মুখরিত অবিরাম
যাঁহা রাধা মাধব নাম॥
জয় জয় যোগমায়া নিজতনু আবরিয়া
মূলহেতু মাধব লীলার।
জয় জয় বৃন্দা বৃন্দাবনমাধুরিমা
মণিশিরোমণি প্রেমদার॥
জয় জয় সখীগণ ললিতাবিশাখা আদি
শ্রীরাধামাধবে একপ্রাণ।
নিজ সুখ পাসরিয়া তনুমন সমর্পিয়া
সেবাপরায়ণা অবিরাম॥
জয় জয় মাধবী নিকুঞ্জ নিধুবন
রাসবিলাস নিকেতন।
জয় জয় তালতমাল বনসুশোভন
ভাণ্ডীবাবল মনোরম॥

জয় জয় বংশীবট-তট-সুশোভন
জয় জয় ধীর সমীর।
শ্রীনারায়ণতনু গোবর্দ্ধন জয়
জয় রাধাকুণ্ডকি নীর॥
জয় যমুনার ঘাট জয় সুবিশাল মাঠ
জয় গোপ নন্দ গোপাল।
জয় শ্যামসুন্দর নয়নক অভিরাম
আর যত গোকুল রাখাল॥
জয় যশোমতী মাই শ্রীনন্দমহারাজ
জয় শ্রীগোকুল মহাবন।
জয় জয় ব্রজবাসী ভাগবতবৈষ্ণব
পরভাতে ভুলুয়াস্মরণ॥

জয় জয় যশোদা নন্দন হে। (যশোদা নন্দন হে)॥
ভবভয়ভঞ্জন— কারণ জনার্দ্দন,
হে জগন্নাথ অনাথজীবন, ভকতারিমর্দ্দন হে॥
পতিত জনাশ্রয়, পাপ বিমর্দ্দন,
হে পরাৎপর পরলোক-জীবন, পুণ্যক-রঞ্জন হে॥
ব্রজকুলভূষণ ব্রজেন্দ্র নন্দন,
হে ব্রজাঙ্গনা-প্রাণেশ প্রাণধন, ব্রজলোকবর্দ্ধন হে॥

তুমি দেবদুর্ল্লভ দেহ পদপল্লব
হে অখিল লোক-পালক-বল্লভ হর মোহ-বন্ধন হে ॥
গোপ-ভয়-নাশক গোপারি-শাসক
হে গোপেশ্বর প্রমোদ-বরধক, মরভয়-খণ্ডন হে ॥
গোপাল গোপালক গোপবালক-সখ,
হে তারকনাথ কাঙ্গাল ভুলুয়াক, কর আঁখি মঞ্জন হে ॥

গাও রাম নারায়ণ হরে।
গোপাল গোবিন্দ, শ্রীমধুসূদন, মাধব সৌরে মুরারে ॥
এ নাম স্মরণে হয় রোগ-তাপ-দুখলয়,
তরে নর সঙ্কট ঘোরে।
পতিত পাবন নাম পরম আনন্দধাম,
(নামে) ভাগবত-জনমন হরে॥
এ নর জনম সার পুন কি পাইব আর,
কে জানে কি হবে ইহপরে।
রসনা পাইলে যদি, নাম কর নিরবধি,
পুলক মাখিয়া কলেবরে ॥
এ মহানামের বলে, সাধুগণ ধরাতলে,
ডরায় না রবিসুত করে।
পরশ রতন নাম, সুধাক্ষরে অবিরাম,
অমরতা দান করে মরে ॥

একমাত্র প্রাণারাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
গান কর মনপ্রাণ ভরে।
দুর্ব্বাসনা দূরে যাবে, অক্ষয় আনন্দ পাবে,
ভুলুয়া তরিবি ভব-ঘোরে॥

শ্রীশ্রীতুলসী স্তোত্র।

তুলনাতীতা তুলসীরাণী ত্রিতাপে লোক-তারিণী।
ত্রিলোকমান্যা, স্বগুণে ধন্যা অঘজঘন্য-বারিণী॥
সাধনশূন্যে পুণ্যদায়িনী, দীনের দৈন্যহারিণী।
শরণাগত-ভয়-ভঞ্জিনী ভকতহৃদয়রঞ্জিনী॥
বিষ্ণুমোহিনী জিষ্ণুরোহিণী বিষয়তৃষ্ণাতারিণী।
পরমেশ্বরী মাধবপ্রিয়া মাধবপদচারিণী॥
শ্রীনারায়ণী শ্রীসনাতনী শ্রীসুরধুনীরূপিনী।
শ্রীবৃন্দারাণী শ্রীবৃন্দাবনে পরমানন্দদায়িনী॥
শ্রীজনার্দ্দন-ভোগবাসিনী, ছাপ্পান্নভোগরঞ্জিনী।
বৈষ্ণবজনমনতোষিণী ভুলুয়াভাবনাহারিণী॥

কেদারা—একতালা।

তুমি, দয়ার সাগর দীনে দয়াপর
দয়া কর তাই শুনিয়া;

আমি, তোমার দুয়ারে আসিয়াছি প্রভো,
আশ্বাসে বুক বান্ধিয়া ॥
আমি, একে জ্ঞানহীন ভজনবিহীন,
তাহে অপরাধী বলিয়া ,
আমায়, জগতের লোকে, খেদাড়ি দিয়াছে,
আছি নিরাশ্রয় হইয়া ॥
প্রভো, যার কেহ নাই, তার তুমি হও,
প্রেমময় তুমি শুনিয়া ;
আছি, করজোড়ে কণা- করুণা ভিখারী,
আমি সে অধম ভুলুয়া ।

মাধব করুণা কর, এ দীনের দুখ হর,
ক্ষমা কর অপরাধ মোর ।
শরণ নিতেছি পায় আমি হীন অনুপায়,
আমার দোষের নাহি ওর ॥
অজ্ঞান হ'তাম যদি, ক্ষমা মিলাইত বিধি,
মোর সব জ্ঞানকৃত পাপ,
বিচারে গারদ-ঘরে, পূরি নিতি দণ্ড করে,
সহিবারে নারি সে সন্তাপ ॥

এত যে যাতনা পাই, মরিয়া না মরি যাই,
ধীর বিষে তনু শুধু জরে। ১
হে নাথ করুণা-সিন্ধো! বিতরি করুণাবিন্দু,
ভুলুয়াকে তার এ দুস্তরে॥
সুখের লাগিয়া মন, অবিরত উচাটন,
না চিনিল সুখের আলয়।
না শুনিল উপদেশ, পশি দুরজন-দেশ,
শিখিল কুভাব বিষময়॥
ধরিয়া কুজন-সঙ্গ কুভাবে কুরস-রঙ্গ,
অভ্যাস করিল মোহভরে,
অনলে মাখিয়া বিষ, পান করি অহর্নিশ,
জ্বালায় জ্বলিয়া এবে মরে॥
ললাটে সাপের দাঁত, ওঝার না আছে হাত,
ঝাড়িয়া সে বিষ নামাইতে।
ভুলুয়া ভরসা-বল মাধব-চরণ তল,
কেবল এখন এ মহীতে॥

তুমিত করুণাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু,
ভবসিন্ধু পারের তরণী;
কহে ভবে সর্ব্বজন, শুনি আমি সর্ব্বক্ষণ,
তবু আমি দুর্ভাগা এমনি;

১। জরে=জীর্ণ হয়।

তব পদ পরিহরি দুর্জ্জন কৃপণ ধরি,
উপাসনা করি দিবারাতি।
দুখের উপরে দুঃখ সহি বিদারিল বক্ষ,
তবু না ফিরিল মোর মতি।
তুমি যে করুণাধার, অমৃতের পারাবার,
যে হয় তোমাতে মতিমান,
সে হয় আনন্দ-ময়. সুখময় নিরাময়,
অমর ও না সে মর সমান।
এমন যে তুমি হায়, না পড়িনু তব পায়,
মোহ ঘোরে ঘুরি অবিরত,
দুখ-বরধক যাহা, যতনে কুড়াই তাহা,
কে মোর সমান উনমত।
তুমি ত যতন করি, স্নেহময় করে ধরি,
বিপদে তারহ সদা কাল।
আমি এত নরাধম, হীনমতি কৃতঘন,
মনে ভাবি তাহাও জঞ্জাল।
যখন কঠিন হিয়া, কঠিন নিগড় দিয়া,
বাঁধি রাখ মোরে তব পায়।
ছাড়িয়া দিওনা আর, হে নাথ করুণাধার!
এ করুণা কর ভুলুয়ায়।

এই করুণা কর, হে নাথ করুণাকর!
যেন তব ভাগবত জন,
চরণের রজ দিয়া, মোরে স্নান করাইয়া,
শুনাইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন,
আত্মসাথ করি নিয়া, এ সংসার ভুলাইয়া,
তব ভাবে করেন গঠিত।
যে কদিন রহি আর, সাধু সঙ্গে রহিবার,
বাঞ্ছামত্ত রহে যেন চিত।
জীবন-মরণ-ভার, তোমা দিয়া এইবার,
যেন ভুলি যাই অহঙ্কার।
দিন ত ফুরায়ে গেল, যাওয়ার সময় এল
তবু নাহি হইনু চেতন।
ভুলুয়ার কেশ ধরি, জাগরিত কর হরি,
ও চরণে এই নিবেদন।

কর বা না কর তুমি করুণা।
আমি যা ধরেছি চরণ, আর তাহা ছাড়িব না॥
যদি না করুণা কর, হে করুণাকর নাথ,
চরণে শরণাগতে নাহি কর দৃষ্টিপাত,
নিতান্ত সহিতে হয় যাতনা।

সহিব তাহাতে আর, ভয় কি আছে আমার,
কাঙ্গালে দুখের ভয় করে না ॥
মরিতে যখন হবে কৃষ্ণ বলি মরিব,
শমন ধরিতে এলে চরণ জোরে ধরিব,
দেখিব তখন কি হয় ঘটনা,
তখন, যম জিতিলে পরে, এ বিপুল বিশ্বোপরে,
নামের গৌরব এত রবেনা ॥
এবার হয়েছি যা অনুগত অনুগতই রহিব,
আমার ধরম আমি কিছুতে না ছাড়িব,
দেখিব তোমার কি বিবেচনা,
ভুলুয়া ভণয়ে, যারা দীন-বন্ধু বলে, তারা
বিচার করিবে তোমার মহিমা।
মিশ্র—কাওয়ালী ॥

শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য।

"হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম কি আনন্দ-ধাম,
প্রাণারাম কি আছে এমন !
সন্তাপ জুড়ানো নাম গান কর অবিরাম,
সরল ব্যাকুল করি মন।

সূর্য্যোদয়ে তমো যথা, নামে পাপ যায় তথা,
মায়ার কুহক যায় দূরে।
নামে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়,
নিত্যানন্দ উপজে অন্তরে।
ধন জন উচ্চ পদ, তা সব ঐশ্বর্য্য-মদ,
তাপত্রয়-মাখা অনুক্ষণ,
সৌদামিনী প্রকাশিয়া, পলের আলোক দিয়া,
ঝলসিয়া যায় দুনয়ন।
নির্ম্মল আনন্দ যদি চাও,
বিমল নির্ম্মল মনে, অটল বিশ্বাস-সনে,
সদা রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও।
যার সেই পরসঙ্গ, ধর সদা তার সঙ্গ,
তার সেবা কর সাবধানে।
তার বাক্যে মন দিয়া, সুরে সুর মিশাইয়া,
রহ মগ্ন কৃষ্ণ নাম গানে।
নাম উচ্চারণ কালে, শুদ্ধাশুদ্ধ যে যা বলে,
তাহে কোন দোষ নাই শ্রদ্ধা যদি রয়।
নামের স্বভাব নরে তরায় নিশ্চয়॥
নামে ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গ সাধন।
নামে প্রাপ্ত হওয়া যায় গোবিন্দ-চরণ॥

বেদ কি বেদান্ত আর সংহিতা পুরাণ।
সকলের মর্ম্ম জানে নাম যার প্রাণ॥
নামাশ্রয়ী করে নিত্য সর্ব্বতীর্থে স্নান।
শ্বপচ হলেও হয় ব্রাহ্মণ সমান॥
নামাশ্রয়ী যে জন সে বৈষ্ণব প্রধান।
সজ্জন কে আছে ভবে তাহার সমান॥
শান্তি লাভ জন্য নরে কত কর্ম্মে ধায়।
নামাশ্রয় করিলে পরম শান্তি পায়॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ আনন্দ স্বরূপ।
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ॥
অপরাধ শূন্য হয়ে নাম যদি লয়।
কৃষ্ণভক্তি-রত্নে চিত্ত অলঙ্কৃত হয়॥
সেই ভক্তিরত্নে পাওয়া যায় কৃষ্ণধন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর শ্রীমুখ বচন॥
"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেম ধন॥"
অপরাধ শূন্য হও, হরে কৃষ্ণ নাম লও,
পাও কি না পাও প্রেম কর নিরীক্ষণ॥

মঙ্গলাচরণ।

পরম মঙ্গলময় পুণ্যশ্লোক নাম।
সমস্ত ভাষায় সর্ব্বদেশে বিদ্যমান॥
ঈশ্বর কোথায় কেহ না জানিতে পারে।
কিন্তু তার নাম আছে প্রতি ঘরে ঘরে॥
যাগ যজ্ঞ সাধন ভজন যত যার।
নিজ ইষ্ট নাম নিয়া করে অনিবার॥
হেন নাম ভিন্ন নাই জীবের সম্বল।
ইহকালে পরকালে নাম মহাবল॥
নাম চিন্তা কর, কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দুঃখের সংসারে নাম শান্তি-নিকেতন॥
আলস্য ঔদাস্য ত্যজ, নাম সঙ্কীর্ত্তনে মজ,
নাম রস সিন্ধু মাঝে রহ নিমগন।
নামে তাপত্রয় যাবে নির্ম্মল আনন্দ পাবে,
পরশ রতন নাম পতিত-পাবন॥
তবু হেন কৃষ্ণ নামে রুচি নাই এ জনমে,
ভুলুয়ার মত কেবা ভ্রান্ত অভাজন।
অমৃত হেলিয়া করে গরল ভক্ষণ'।

হরি হরি কি হবে উপায়।
নিতি সহি নবদুখ, কলঙ্কে পুড়িল মুখ,
তবু মন কুবিষয় চায়।

ধনী আর উচ্চপদী, সম্মুখে আসিল যদি,
মন ভুলি শ্রীগোবিন্দ নাম,
তাহাদিগে উপাসনে, যেন কৃপা বরষণে,
তারা মোকে দিবে পরিণাম ॥
তাহাদের তুষ্টি তরে, নিয়ম লঙ্ঘন করে,
তাহাদের কত গুণ গায়।
পরি সাধু পরিচ্ছদ, ভুলিয়া গোবিন্দ-পদ,
তাহাদের অনুগ্রহ চায় ॥
হরি হরি কি হবে উপায়।
বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে, কুতরঙ্গ উঠি প্রাণে,
পাকে ফেলি আমাকে ডুবায়।
কামিনী কাঞ্চন যত, একে একে আসে কত,
আরো আসে কত কুবিষয়।
নির্ম্মলতা যায় দূরে, জঞ্জালে অন্তর পূরে,
ধ্যানে বসি নিরখি নিরয় ॥
হায় কি উপায় হবে, কে এমন বন্ধু ভবে,
এ বিপদে আমাকে বাঁচায়।
দিন ত ফুরায়ে গেল, ঘিরিয়া আঁধার এল,
ভুলুয়ার প্রাণ যায় যায়।

শুনিতে কহিতে লাজ ভয়।
কে বিশ্বাসী বন্ধু আছে, কহিব তাহার কাছে,
আমার মনের পরিচয়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, যাহা সর্ব্বরস-ধাম,
রুচি নাহি জনমে তাহায়।
অঙ্গনার রঙ্গ রস, যাহে ভঙ্গ আয়ু যশ
মত্ত মন তারই পানে ধায়।
শোণিত করিয়া পান, নাশে যে আমার প্রাণ,
যত্নে তায় উঠাইয়া ঘরে,
নানা বস্ত্র আভরণে, আর মধু সম্ভাষণে,
কত সমাদরে রক্ষা করে।
হরি হরি মায়ার কি খেলা!
আপনি আপন প্রাণ, নাশিতে যতনবান,
মিলাইয়া সাপিনীর মেলা!!
মন বুদ্ধি সমর্পণ, তবে কৃষ্ণ আরাধন,
সে মন আমার বশে নাই,
মন্দ ভাল ভুলুয়ার, দশ দিক অন্ধকার,
কার কাছে কোথায় দাঁড়াই॥

গোবিন্দ করুণাসিন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু,
অনাথ কে মম সম আর।
নিজ গুণে করি দয়া, দেন যদি পদছায়া,
তাই আছে ভরসা আমার।
ধন জন না থাকিলে, তায় কে অনাথ বলে,
তার সাক্ষী সাধুগণ যাঁরা।
ধন জন পরিহরি, বৃক্ষ মূল সার করি,
জগতের নাথ হন তাঁরা।
কৃষ্ণ অগতির গতি, তাঁহে যার নাহি মতি,
পথের সম্বল তার নাই।
অন্বেষিলে ত্রিজগত, দীনহীন তার মত,
দ্বিতীয় না দরশনে পাই।
হে গোবিন্দ সিন্ধু করুণার।
ভজন সাধনহীন, এ ভুলুয়া অতি দীন,
কর যাহা বিচারে তোমার।

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

রসানুভব।

প্রভাতে সিনান করিয়া,
—ঋতুরাজ সুখ বসন্তের কাল
উপাসনা-সাজ পরিয়া,
জননী-মন্দিরে প্রবেশি দেখিনু
কহিতে না মানি বাধা।
"শ্যামা হ'ল শ্যাম, চরণের শিব
উঠিয়া হইল রাধা।"
রূপের ঠমকে, মণ্ডপ ঝলকে,
চমকে সরব অঙ্গ।
সহিতে না পারি, কি বলি, কি করি,
কাহাকে দেখাব রঙ্গ!
কর জোড় করি কহিনু, "শঙ্করি!
অধম সন্তান আমি,
কোন্ অপরাধে, ছলনা করিতে,
এরূপ ধরিলে তুমি?"

কহিল শঙ্করী হাসি,
"ভাবুক ভকতে রসে ডুবাইতে,
এইরূপে আমি আসি।
এই যে দেখিছ রূপ,
নাগর নাগরী, কিশোর কিশোরী
সকল রূপের ভূপ ॥
আনন্দ চিন্ময় রস,
সে রসে রসিক যে হয়, তাহার
প্রেমে ত্রিজগত বশ।
সাধক যে হয়, আনন্দ সে চায়,
আনন্দদায়িনী রাধা ;
রাধারূপে থির আনন্দ বিথারে,
আনন্দ আমার আধা।
মোর রসময়, যুগল মূরতি
রসে নিমগহ ভুমি।"
ভুলুয়া নিবেদে, "কি কহ না বুঝি,
দুধের ছাওয়াল আমি।"

মা ফিরে কহিল আমারে,
"আমি সে বরজ- যুবক-যুবতী
বিপুল গোকুল মাঝারে।
আমি সে কিশোর, আমি সে কিশোরী,
আমি সে পিরীতি-সার।
আমি সে মিলন, আমি সে বিরহ,
মানের কলহ আর;
আমি সহচরী, আমি সে বৃন্দা,
আমি সে বড়াই বুড়ী।
আমিই জটিলা আমিই কুটিলা,
আমিই মুঞ্জরী গুড়ী।(১)
আমিই যমুনা, আমিই নিকুঞ্জ,—
আমিই মাধবী বন;
আমিই ধীর, সমীর বংশী-
বট রাস-নিকেতন।
আমিই নবীন নটবর গোরা,
নদীয়া হইতে উঠি,
বরজ-মাধুরী করি পরকাশ,
প্রেমের প্রবাহে ছুটি।

(১) মুঞ্জরীগুড়ী—মুঞ্জরীসমূহ,—অষ্টসখী। অষ্ট সখীর অষ্ট মুঞ্জরী বৈষ্ণব সাধকগণের সখীর অনুগা মুঞ্জরীর অভিমান।

যদি বা আমায় হেরিলি,
পরম পিরীতি, রসময় মোর,
প্রকৃতি চিনিতে নারিলি!
আমার মধুর খেলা,
নয়ন মেলিয়া, (১) যতন করিয়া,
নিরখহ দুই বেলা।
আমারি ভকত— গুণ যদি গাও
বিচার করিয়া দূর। (২)
পিরীতি-সুধায় নয়ন ধুইয়া, (৩)
যাও সে বরজপুর।
যোগ ন্যাস জ্ঞান, (৪) কর পরিহার,
গোপীর পিরীতি যাহা,
সুরসিক সনে (৫) নিরজনে বসি,
অনুভব কর তাহা।

(১) নয়ন মেলিয়া—দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া।

(২) বিচার করিয়া দূর—ভেদবুদ্ধিশূন্য হইয়া—যাঁহারা ভক্তের সেবা-পরায়ণ হন, তাঁহারা প্রেমিক হইয়া ব্রজপুরে প্রবেশ করিতে পারেন।

(৩) নয়ন ধুইয়া—প্রেমিক হইয়া প্রেমের নয়ন লইয়া।

(৪) যোগ ন্যাস জ্ঞান—যোগী সন্ন্যাসী বা জ্ঞানমার্গী হইলে যথার্থ ভক্তিমার্গে যাওয়া যায় না, শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্তিমার্গের সাধনা শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি। অন্যান্য মার্গে সে সকল নাই।

(৫) সুরসিক সনে=জীবন্মুক্ত ভক্তগণ সঙ্গে।

নবরস সার যাহা হয়, তার
নাম আদিরস কাম।
পরকীয় হয়, (১) সে কাম যখন,
প্রেম হয় তার নাম।
সে প্রেম সুখের ভেলা।
দিন ত ফুরায়, সে ভেলায় সুখে
চড়ি' লও এই বেলা।
দশ দিকে দ্বার আঁটিয়া,—
রসের কলস আছে যা মন্দিরে
সুখে পান কর ঢালিয়া।
যারা হয় তোর মরমী
রস মাধুরিমা, কত অনুপমা,
শুনা হয়ে রস ধরমী। (২)
জীয়লি যখন মরিয়া, (৩)
আবার কি হেতু পিয়াসে মরিবি,
মরুর কুপথ ধরিয়া!

---

(১) পরকীয়=পর সম্বন্ধীয়—আত্মসুখ ভুলিয়া যখন চিত্ত জীবসেবায় নিযুক্ত হয়।

(২) রস-ধরমী=রসিক ভক্ত হইয়া।

(৩) জীয়লি যখন মরিয়া=মায়াবশে জীব মৃত; যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তখন জীবিত হয়।

রসের মন্দিরে আনন্দ অন্তরে
পরবেশ কর তুমি!”
ভুলুয়া ভণয়ে, “যা বল, তা বল,
মা বিনা মানিনা আমি।”

মাধব-মূরতি- ধারিণী তারিণী,
আবার কহিল হাসিয়া,—
“মাতৃভাবে যার, তন্ময় চিত,
কামাদি যায় সে ভুলিয়া।
এমনি স্বভাব পায়,
কামিনী দেখিলে, জননী ভাবিয়া,
নতশির হয় পায়।
(শেষে) চিত্ত করিয়া স্থির,
রসিক প্রেমিক হইয়া সে বসে
ইন্দ্রিয়জয়ী বীর। (১)
মহারাস-রস- ময়ী আমি হই,
সেই দেখে আঁখি মুদিয়া।
দেখিয়া সে রসে ডুবু ডুবু হয়,
বোধ বচন ভুলিয়া।

(১) ইন্দ্রিয়জয়ী বীর=যিনি রসিক প্রেমিক হইবেন, অগ্রে তাঁহাকে সর্বেন্দ্রিয় জয় করিয়া সত্যবাদী সচ্চরিত্র হইতে হইবে। সচ্চরিত্র হওয়া ও সর্বেন্দ্রিয় জয় করা বিশেষ বীরত্বের কার্য্য।

প্রেমে গরগর তার কলেবর,
জগ ভরি রাস হেরিয়া,
মায়ার মরণে বাঁচিয়া সে বীর
সাধ করি রহে মরিয়া। (১)
শিব শিবময়ী রসবতী রাই
কালোপরি কালী মাধব,
দোঁহ রাস-রস সমুঝে যে জন
কাল কিসে তাকে বাঁধব। (২)
রাস-রস-সুধা পান করি, মর
বসয়ে অমর হইয়া,
রাস-বরণনে অমিয়া বিথারি,
মোর মন লয় হরিয়া।
রসের নয়ন এই দিনু তোরে,
অনুভব দিনু হৃদয়ে,
তুধের ছাওয়ালে রাস বরণয়ে,
মহীয়ানে বসি শুনয়ে।"

(১) সাধ করি রহে মরিয়া=জাগতিক হিসাবে সে সর্ব্বদা সেই পরমেশ্বরের ধ্যানে সমাধিস্থ রহে, লোকে তাহাকে অজ্ঞান অপদার্থ জ্ঞান করে।

(২) কাল কিসে তাকে বাঁধব—যাঁর প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বে জ্ঞান জন্মে—যিনি ব্রহ্মবিদ্ হন, তিনি ত জীবন্মুক্ত, তাঁর আবার মৃত্যুভয় কি ?

বলিয়ে বুঝায়ে তারিণী,
সংবরি রূপ, হেরিল ভুলুয়া,
হইল যেমন তেমনি।

প্রেমিক।

পরের লাগিয়া, মরিতে যে পারে,
প্রেমিক বটে গো সেই।
পরকীয় প্রেমে তারই অধিকার
তাহার সমান নাই।
বিশেষবিহীন ব্রহ্ম বিচারে, (১)
ভা'ঙ্গহ মনের দ্বন্দ্ব।
তা' পরে প্রেমের নয়ন মেলিয়া,
ঘুচাও মনের সন্দ।
তখন, প্রেমের মূরতি, বরজ-যুবতী
ঘরে ঘরে তুমি দেখিও।
রসের আলাপে নয়ন মুদিয়া
সুধারসে ডুবে থাকিও।

---

(১) বিশেষবিহীন ব্রহ্মবিচারে=নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা অস্থির হইয়া।

প্রেমের রসিক যে।
এই বিশ্বমাঝে কি এক আশ্চর্য্য
আর্য্য হয় শুধু সে।
শত্রুমিত্রে তাকে, সমানে সম্মানে,
সমানে সুনাম গায়,
লভে সে দেবত্ব, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব,
বর্ণিতে সামর্থ্য কা'য়!
প্রেমিক যে দেশে নাই,
সে দেশের বাসী যত নর নারী,
তাহাদের ভালে ছাই।
কারো প্রতি কারো, নাহি অনুরাগ,
কারো পানে কেহ চায় না।
এমন যে দেশ সাপের পাহাড়,
মানুষ সে দেশে যায় না।
আত্মসুখ তরে, সে দেশের নরে,
সর্ব্বদা কলহে মত্ত।
আপন প্রাধান্য স্থাপনের জন্য,
বিসর্জ্জনে আপনত্ব।
অমৃত হেলিয়া, হলাহল নিয়া,
আনন্দে উন্মত্ত হয়,
বর্ব্বর তাহারা অপঘাতে মরে
সর্ব্বদা অনলে রয়।

যে জাতির মাঝে প্রেম ধর্ম্ম নাই,
সেবা কি তাহারা জানে ?
তুচ্ছ স্বার্থ তরে যে অনর্থে মরে,
পরমার্থে সে কি মানে !
দারাপুত্রধন- চিন্তায় যে জন,
নিশিতে নিদ না আসে,
প্রকৃতি-পুরুষ রাস রসতত্ত্ব
সে ভ্রান্ত বুঝিবে কিসে ?
নশ্বরত্ব বুঝি ঈশ্বরত্ব নিয়া,
নির্ব্বিষয়ী আগে হও।
নিঃস্বার্থ স্বভাবে পরার্থ সাধনে
তা' পরে নিযুক্ত রও।
সর্ব্বভূতে হরি দর্শন করিয়া
সকলে সম্মান কর,
জীব নিত্যদাস প্রভু পীতবাস,
ভাবি অহং পরিহর।
তা' পরে সজ্জন- সাধু-সঙ্গ ধর,
তা' পরে সেবার ধর্ম্ম,
তা' পরে অনর্থ নিবৃত্ত করিয়া
বুঝিও রসের মর্ম্ম।

পুরুষ মনের ভ্রান্তি
রাস-রসবতী জগ ভরি, যার
অনুভব, তার শান্তি।
এক হি পুরুষ মাত্র।
আর যত দেখ, সকলই তাহার,
বিলাস রসের পাত্র।
পুরুষাভিমান ছাড়ি,
দাসীভাব নিয়া চরণ সেবিতে,
চল সে পুরুষবাড়ী।
রসের সাধনা সেবা।
ভুলুয়া জিজ্ঞাসে, সেবা অবজ্ঞিয়া,
রসিক হইল কে বা?

ভোগী।

ভোগের লাগিয়া ব্যাকুল হইলে,
যোগের সাধনা হয় না।
ভোগের আশায়, যে প্রেমিক সাজে,
ধরম তাহার রয় না।

প্রেমের ধরম সাধিবে যে জন
গুরু যদি তার না থাকে।
পথ না চিনিয়া, জঙ্গলে আসিয়া,
আপনি সে পড়ে বিপাকে।
দাঁড়ী মাঝি নাই, যে তরির, তাহা
চলয়ে ভাসিয়া ভাসিয়া।
কভু তীরে, কভু দূরে ঘূরে, ডুবে
আপনি বিপাকে আসিয়া।
ভোগ আর ত্যাগ, তারা দুই বীর
যাহার সঙ্গ ধরিবে,
সেই তোমা দিয়া, তাহার ঘরের
কর্ম্ম সাধন করিবে।
ভোগ নিরদয় অতি।
যতই সেবিবে, ততই ঘূরাবে,
না হবে করুণ-মতি।
ভোগের খবর গুরুর নিকটে
জানিয়া চতুর হও।
ভোগের সেবায় রোগ সিরজিয়া
কি হেতু যাতনা সও?
ভোগের সেবক, প্রেমিকের বেশে,
ঘূরিয়া বেড়ায় গর্ব্বে।

ভুলুয়াও জানে, অভাজন সেই,
হতমানে তায় সর্ব্বে।

মায়ান্ধ।

মায়ায় বিমূঢ় যে,
থিরানন্দময় রসের পিরীতি
কেমনে বুঝিবে সে।
মরম না জানি, প্রেমিক সে হয়,
পীযূষে বিচারে ঘোল,
তেঁতুল পাকিলে আনন্দে সে গাতি,
বাজায় আনিয়া ঢোল।
দেবলোকতনু নারায়ণ শীলা,
তাহার নিকটে নোড়া,
মায়ার কুহকে, বিপরীত জ্ঞানে,
গাধায় সে ভাবে ঘোড়া।
আপনার ভাল সে নারে বুঝিতে,
হিতে বিপরীত ভাবে।
ভুলুয়া ভণয়ে, ঘরে ঘরে তার,
নিশানা এখন পাবে।

প্রকৃতি।

প্রকৃতি পীযূষাধার।
না হ'লে, কি হয় সুরাসুর নরে
এত বশীভূত তার?
প্রকৃতি-পিরীতি- বাঁধনে ত্রিলোক
কত অভিনয় করে,
সে বাঁধন কাটি. যে জন পলায়
সে পরে হাসিয়া মরে।
পলান মানুষ আসি,
প্রকৃতির প্রতি প্রীতি যা দেখায়,
তাহে রস উঠে ভাসি।
প্রকৃতি যদি না রইত,
না জানি কেমনে এ তিন ভুবনে
সৃজন পালন হইত।
প্রকৃতি-করুণা পরিহরি ক্ষণ
জীবন ধরিতে কে পারে?
প্রকৃতি যাহার প্রতিকূলা, তার
দশ দিক্ ভরা আঁধারে।
পরমা প্রকৃতি যে,
প্রতি ঘরে ঘরে, জননী হইয়া,
জগ জন্মায় সে।

জননী, ভগিনী, নন্দিনী, রমণী,
প্রতি ঘরে ঘরে যত,
অনন্ত মূরতি, একা সে প্রকৃতি,
স্নেহময়ী অবিরত।
প্রকৃতি-মহিমা এত,
পরম পুরুষ পরা প্রকৃতির
পদমূলে অবনত।
যখন যেদিকে চাই,
স্থাবরে জঙ্গমে, প্রকৃতি-প্রভাব,
সমান দেখিতে পাই।
প্রকৃতি সাধনা-সার,
প্রকৃতি-পূজায়, আসীন যে জন,
তুলনা কোথায় তার ?
ঘৃণা লাজ ভয় ভুলিয়া ভুলুয়া
সাহসে বাঁধিয়া বুক
জননী প্রকৃতি- পদ যদি পূজ,
পাইবে অতুল সুখ।

প্রেমের পাত্র বিচার।

প্রেম লাগি মন অতি উচাটন
প্রেমের সাগর (১) ছাড়ি।
কুহকে ভুলিয়া, প্রেমলাভ তরে,
যায় কামুকের (২) বাড়ী।
সেখানে যাইয়া, প্রেমের বদলে,
কত পদাঘাত খায়।
তবুও বুঝে না, নিলাজ কুকুর,
আবারও সেখানে যায়।
ধরম না শুনে কানে,
এ মন লইয়া, কোথায় যাইব,
পরে কি হবে কে জানে!
কঙ্কর চাহে, রসে ভিজাইতে,
সুখ ভোজনের আশে;
এতই বিমূঢ় কিছুতে না বুঝে,
পাথর জলে না ভাসে।
বাঘিনী কি ঝরে, নয়ন সলিলে,
প্রেমের কবিতা শুনি?

---

(১) প্রেমের সাগর=ভগবান্।

(২) কামুক=ভোগবাসনামত্ত।

সাপিনী কি মানে, অহিংসা ধরম,
কুকুর কি হয় মুনি ?
প্রেমের ধরম যাহা,
"আমার, আমার" রব মুখে যার,
বিষময় তার তাহা।
লাজ, ভয়, ঘৃণা, কাম, ক্রোধ, মোহ,
আর মায়া অহঙ্কার,
প্রেমের ধরম, দেখি সে শিহরে,
এই আট রহে যার।
বিষয়ীর কাছে প্রেম,
মরুর নিকটে, জলের কামনা,
মানের দোকানে হেম !" (১)
থাকিতে নয়ন, মুদিয়া যে রহে,
এমন কুজনে আনিয়া,
পিরীতি যে করে, বিষ খায় সেই,
নিজ হাতে সাপ ধরিয়া।
ভুলুয়া গণিয়া বলে'
বাঘের নিকটে, ছাগে প্রেম চাহে,
মরণ নিকট হলে।

মানের = কচুর

অরসিক।

মানুষ হইয়া, রস-বোধ হীন,
ঢেকীর সমান রহে,
আকারে মানুষ, হইলে কি হয়,
মানুষ সে জন নহে।
মণি সোণা ভরা, রমণীয় ধরা
বাসে সে না পায় সুখ।
জঙ্গল ছাড়িয়া, মঙ্গল-মণ্ডপে,
বাসে তার মহা দুখ।
বিপরীত তার ভাব।
আমের বদলে, আমড়া চাটিয়া,
গণে সে পরম লাভ।
কনক-ভূষণ, করি পরিহার,
কাঁসার বেশর পরে।
পরিয়া গরবে গরবে সে ফিরে,
কত অহঙ্কারে মরে।
বাঁশের বাগানে, পোক জোঁক নিয়া,
বাস করি সুখ পায়,
মানুষের দলে বসাইয়া দিলে,
উঠিয়া চলিয়া যায়।

ভগবানে ভয়, না করি সে করে,
বাঘ ভালুকের ভয় ;
মণ্ডপ ছাড়িয়া, বার বনিতার
ভবনে যাইয়া রয় !
অতিথি আসিলে, দেয় খেদাড়িয়া,
সাধুকে না দেয় ভিক্ষা,
মর্কট পুষে, ছানা ক্ষীর সরে,
এমনি তাহার শিক্ষা।
অরসিক সনে, বসতি যেমন,
কাঁটার জঙ্গলে বাস।
মাথার উপরে দোহাতীয়া বাড়ি,
অরসিক সনে ভাষ।
অরসিক সনে, পরিহাসে পরে,
ঘটে বিড়ম্বনা শুধু !
অরসিক হলে, ঘরের মানুষ,
অতিথি শালার বঁধু।
অরসিক সনে, ভোজনে বসিলে,
না ভরে কাহারো পেট।
সুখের ধরায় অরসিক নর,
দুখের জগত শেঠ !

অরসিকা যার, ঘরের রমণী,
সে রহে গারদ ঘরে।
অরসিকে রস, শুনাতে যে যায়,
অপঘাতে সেই মরে।
অরসিক নরে রাই কানু প্রেম,
শুনিতে সরম পায়।
ভুলুয়া ভণয়ে, "খড় কুটো বিনা
মধু কি গাধায় খায়?"

দয়াধর্ম্ম।

দয়ার ধরম, দিনকর জানে,
ত্রিলোকালোকিত যায়,
আকাশ পাতাল সকলে যাহার,
করুণা সমানে পায়।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, রাজা কিংবা প্রজা,
ধনী দুঃখী যে যা হও।
সমদর্শী দেব দিবাকর করে,
কেহ না বঞ্চিত রও।
জীবের জীবন দেবতা পবন,
দয়ার ধরম জানে,

যাহার যা লাগে, চাহিবার আগে,
আপনি বহিয়া আনে।
আর জানে ঐ অমৃতবাহিনী
সুরধুনী দয়া ধর্ম্ম,
সদা সমভাবে, জীবের জীবন,
জুড়ানো যাহার কর্ম্ম।
আর জানে দয়া, সাধু ভাগবতে,
জীবের মঙ্গল তরে,
শান্তির সহায়, সদালাপ নিয়া,
ঘুরে যারা ঘরে ঘরে।
গগন সমান হৃদয় যাহার,
প্রত্যাশা যাহার নাই ;
সে বিনা দয়ার ধরম জানিবে,
কোথায় এমন পাই ?
জীবের যাতনা, জুড়াইতে সদা,
ব্যাকুল পরাণ যার,
নিজে না খাইয়া, পরকে খাওয়ায়,
উপমা কোথায় তার।
দয়ার ধরম, প্রেমের ধরম,
বাস করে কাছাকাছি,

সাধনা যে করে, একে আন ধরে,
নাই কোন বাছাবাছি।
দয়াহীন নর, অবনী উপর,
মরুর বালুকা তুল্য।
ভুলুয়াও বলে দয়াহীন হলে
মানুষ নামে কি মূল্য ?

প্রেমের আবাস।

প্রেমের বসতি, গৃহের মাঝারে,
তাহা যে চিনিতে নারে,
প্রেমময় হরি প্রেমের প্রেমিক,
কোথা সে হইতে পারে ?
কামলা যাহার হয়,
সে জন যেমন, ত্রিলোক নিরখে,
কেবলই হলুদময়।
তেমনি প্রেমের, হৃদয় হইলে,
প্রিয়ময় হয় ধরা ;
ভবন কি বন, যেখানেই যাও,
তাহাই সুহৃদে ভরা।

কেহ মোর প্রিয়, কেহ বা অপ্রিয়,
কারো প্রতি করি রোষ,
এক জনে নিন্দি, অন্যজনে বন্দি,
থাকে না এ সব দোষ।
হরিপ্রেম যার, হৃদয়ে খেলায়,
তার ভাল মন্দ নাই,
এ বিশ্বের খেলা, শ্রীহরির লীলা,
এই জ্ঞান তার ঠাঁই।
সংসারী হইয়া, সন্ন্যাসী সে হয়,
দুঃখী হইলেও ধনী ;
ভিখারী হলেও, রহে সে হইয়া,
রাজার মাথার মণি।
সে বড় কঠিন কাজ।
সে প্রেমের মূল, অঙ্কুরয়ে ক্ষণে,
আপন গৃহের মাঝ।
আনন্দ প্রদীপে, আনন্দ শিখায়,
আনন্দ-কিরণ জ্বলে ;
আনন্দের ঘরে, বসিয়া সে শুধু,
আনন্দের কথা বলে।
পিতা মাতা ভাই, ভগিনী যে কেহ,
তাহার নিকটে যায়,

তার আনন্দের, বাতাস লাগিয়া,
সকলে আনন্দ পায়।
জনক জননী, দুখে ডুবাইয়া,
প্রেমিক হইতে চলে.
তার ঘাড়ে ভূত, গণিয়া পড়িয়া,
ভুলুয়া এ কথা বলে।

অনুরাগের স্বভাব।

অকপট অনুরাগ জনমে যখন,
তখন থাকে না বিধি নিষেধ বন্ধন।
নাহি রহে লাজ ভয়, নাহি রহে ঘৃণা,
নাহি রহে ন্যায় বা অন্যায় বিবেচনা।
নাহি রহে গুরুজনগঞ্জনা ভয়,
বিড়ম্বনা ভয় এক তিল নাহি রয়।
যাতে যার অনুরাগ জাগে যে সময়,
তার লাভে মরিতে সে আগুয়ান হয়।
শ্রীগোবিন্দ-অনুরাগে মজে যার মন,
দরশন তরে সদা ঘূরে দুনয়ন।
হৃদয়ে ধরয়ে মহাভাবে অনুরাগে,
বিপুল পুলকাবলি কলেবরে জাগে।

হা গোবিন্দ বলি শেষে উনমাদ হয়।
গৃহ-পরিজনে আর মন নাহি রয়।
গোবিন্দানুরাগের স্বভাব এইরূপ।
অনুরাগ ধরমে স্বভাব অপরূপ।
এক তরে আন মরে তাহা অনুরাগ।
ভুলুয়া স্বীকারে হেন প্রেম মহাযাগ।

অহঙ্কার।

অহঙ্কারে সদাকাল মোর মনে হয়,
রূপে গুণে মোর তুল্য ভবে কেহ নয়।
একচক্ষুহীন তবু কমললোচন,
বলি মোকে কেন নাহি কর সম্বোধন ?
অঙ্গে দদ্রু, দন্ত ভগ্ন, একপদে গোদ।
তবু রূপে পূর্ণচন্দ্র বলি মোর বোধ।
মনে হয় মোর তুল্য সম্মান কাহার,
বিনয়ী হওয়া কি কভু সম্ভবে আমার ?
সর্ব্বদাই মনে হয় আমি কর্ত্তা প্রভু
আমি কি যাইতে পারি আরাধিতে বিভু ?
পরসেবা ধর্ম্ম আমি মানিব কি বলে,
বরং আমার সেবা করুক সকলে।

ভুলুয়া ভনয়ে এত অহঙ্কার যার,
প্রেমের মাধুর্য্যে তার নাহি অধিকার

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ।

বিশাখা কহিল রাই,
এমন রমণী- জনম পাইয়া
বিফলে যাইতে নাই।
কত কোটী দেহ, ঘূরিয়া ফিরিয়া,
এ মানুষ-দেহ হয়;
কোটী মানুষের মাঝে একজন,
রসিক পুরুষ রয়।
হেন রসিকের, কোটীতে একটি
হরিনামরসে গলে,
গলিলে তাহাকে, ভাবুকে সাধকে,
ভাবের রমণী বলে।
এতই গরব রমণীর ভাবে,
পুরুষে রমণী হয়,
রমণী-হৃদয়, যে প্রেমের খনি,
তাহা কহিবার নয়।

এমন রমণী- জনম এবার,
সহজে মিলিল যদি,
বিচারিয়া মনে, দেখ বিনোদিনি,
কি করুণা কৈল বিধি!
রসের জনম নিয়া,
নীরস বিষয় (১) উপাসনা করি
দহিবে কেবল হিয়া।
হরি-প্রেম রস-সার।
সে রস-ধরমে, যে মজে ভুবনে,
সফল জনম তার।
"কোথায় সে হরি রহে?"
"নন্দগোপঘরে শ্যাম নাম যার,"
ভুলুয়া আগুলি কহে।

ধনি,প্রেমের মূরতি তুমি।
তোমারি উদয়ে, স্বরগ হইল,
মরতে বরজভূমি।
সাধনার কাল, জানিও যৌবন,
বিফলে যেন না যায়।
বিরধ বয়সে. সাধক যে হয়
উঠা বসা হয় দায়।

(১) বিষয়=সংসার—ইন্দ্রিয় সেবার বিষয়।

সেবাই সাধনাসার
শরীর ভাঙ্গিলে, সেবার শকতি,
বল কোথা রয় কার ?
তুমি বিশাখার প্রাণ,
যতন করিয়া, তাই তোমা বলি,
পরম ধরম জ্ঞান।
ব্রজজন-ভয় বিঘন-বিপদ
নিতই যে নাশ করে,
পশু পাখী যার প্রেমে মাতোয়ারা,
নীরবে নয়ন ঝরে,
গিরিবর করে অনায়াসে ধরে
সে বিনা হরি কে আর ?
গোকুল-গৌরব যশোদা-দুলাল
শ্যাম নাম হয় তার।
প্রেমের সাগর সেই,
আর সেই ভবে প্রেমিক-প্রধান
তায় উপাসনে যেই।
সাহসে করিয়া ভর,
সময় থাকিতে শ্যামের সেবায়
হও লো যতনপর।

এ গোকুলে তার সেবা কে না করে
সে হেথা গোকুলনাথ।
ভুলুয়াও কহে, "তাহার সেবায়
সরব জগত সাথ।

প্রেমের মূরতি, তুমি রসবতী,
তাহাতে যৌবনকাল।
বচনে লোচনে, প্রেম-সুধাকর,
বিথারে কিরণজাল।
নবনী মথিয়া, সার উঠাইল,
তাহাতে গড়িল তোমা,
চান্দ-ভাঙ্গা রঙে, রঙিল তোমাকে,
ধনি কে তোমার সমা।
পিরীতির আঁশ, টানিয়া গড়িল,
তোমার মাথার কেশ,
প্রেমের জারকে, কুঙ্কুম্ গুলিয়া,
রঙিল অধরদেশ।
তনু মন তাহে রসে ঢলঢল,
হৃদয় করুণাধার।
ধন্য বটে সেই, তোমাকে পাইতে,
কপাল খুলিবে যার।

প্রেমের মূরতি তুমি,
শত শত বার, শপথি এ কথা,
কহিবারে পারি আমি।
এ তিন ভুবন, খুঁজিয়া দেখিনু,
তোমার তুলনা নাই;
মাধবের প্রেম, সম্ভবে শুধু,
তোমায়ই দেখিতে পাই।
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি নন্দলাল,
তুমি যদি হও তার,
ভুলুয়াও কহে, গাঁথা হবে তায়,
কনকে মণির হার।

শ্রীমতার উত্তর।

শ্যামনাম শুনিয়া চমকি কহে প্যারী,
"মধুর মধুর শ্যামনাম সহচরি।
যার নাম শুনিয়া পরাণ উচাটনে,
তার প্রেমে নাহি হয় সাধ কার মনে?
সেবার সাধনা শুনি মনে সাধ হয়,
কিন্তু কুলবধূ তাই মনে জাগে ভয়।

শ্বশুর প্রধান ঘোষ দুহিতা রাজার,
দুই কুল ধনে মানে সাজানো বাজার।
আমি সেবা করিতে বসিলে দুই কুলে,
কোলাহল উঠিবে তরঙ্গে শির তুলে,
শ্যামরূপে নয়ন পড়িলে একবার,
কলঙ্ক রটিবে কত সীমা নাহি তার।
কত মন্দ কহিবে পাড়ার লোক বসি,
ভুলুয়াও কহে ইথে না হই সাহসী।

বিশাখা কহিল রাই ;
মন যদি থাকে মাধবের প্রেমে
কোনও বিঘন নাই।
প্রেমের মুরতি শ্যাম।
সে রূপ দেখিলে আপনি বুঝিবে,
সে প্রেম কাহার নাম।
সে প্রেম জাগিলে, লাজ ভয় মান,
দণ্ডে হয় ছার ক্ষার,
বাঁধে কি রোধয়ে বেগবতী নদী,
সিন্ধু-পানে গতি যার।
লোকে কি বলিবে কলঙ্ক রটিবে,
শ্যামের পিরীতি হলে ?

—অরুণ উদয়ে কুয়াসা যেমন,
—কাগজ যেমন জ'লে!
রসহীন তৃণ. অনলে যেমন,
বরফ যেমন তাপে,
ভুলুয়াও কহে, "শ্যামে প্রেম হ'লে
ভেকে না ডরায় সাপে।"

শ্যাম।

শ্যাম সাধারণ নহে।
"বিখনসার্থিত বিশ্বগুপ্তয়ে"
শ্যাম এ গোকুলে রহে।
যত রূপ দেখ সকল রূপের
মূল মনোরম শ্যামে,
যত প্রেম আছে সকল প্রেমের
জনম শ্যামের নামে।
শ্যাম শুধু হয় তার।
ভুলুয়াও কহে, "অনন্য অন্তরে
তার প্রেমে মতি যার।"

প্রেমের মহিমা।

শুন গো ভানুর ঝি,
ইসারায় প্রেম- পরিচয় কিছু,
তোমাকে শুনায়ে দি।
প্রেম যার হৃদে জাগে,
এই ধরাতলে অসম্ভব যাহা
সম্ভব তাহার আগে।
প্রেমের নয়নে যাকে দেখা যায়,
সে হয় পূর্ণিমা শশী,
প্রেম না থাকিলে পূর্ণিমার বিধু
নিরখি দাঁতের মিশি। (১)
প্রেমের শ্রবণে ভেকের বকুনি
বীণার ঝঙ্কার শুনি,
প্রেমের বিচারে, বিষকে পীযূষ,
বৈরীকে বান্ধব গণি।
প্রেমিকের ঠাঁই, জাতিভেদ নাই
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক;
প্রেমিক সমাজে স্ত্রী পুরুষ নাই,
অহিতে অর্চ্চনে ভেক।

(১)। দাঁতের মিশি=দাঁতের কালো মাজন।

প্রেমের জঙ্গলে, নাহি থাকে ভয়,
বাঘে মৃগে ঘর করে ;
প্রেমের সাগরে, কুম্ভীরে হাঙ্গরে,
মীনকে কভু না ধরে।
প্রেমের বাজারে, বিনামূলে হয়,
বিকি কিনি চিরকাল।
প্রেমের প্রান্তরে, বিয়ানো বাঘিনী,
না ছোয় গরুর পাল।
প্রেমের ধরমে, আপনা পাসরি,
পরের সেবায় মরে।
মরিলে তাহার, যশের নিশান,
উড়ায় সকল নরে।
প্রেম আছে তাই, দেব দিবাকর,
যাচিয়া কিরণ দানে,
নিতি পরভাতে, জগত জাগায়,
কে বা তায় নাহি জানে ?
প্রেম আছে তাই, সুধাকর হাসি,
রাতির আঁধার নাশে।
সন্তাপ নাশিতে জলরাশি বহি,
পুলকে যমুনা হাসে।

প্রেম আছে তাই, কাননের তরু
বিতরে মধুর ফল,
প্রেম আছে তাই, ধরাতল খুঁড়ি
পাই পিপাসার জল।
প্রেম আছে তাই, সুখী চরাচর,
পরখি দেখিতে পাই,
মানুষ হইয়া প্রেমে যে বঞ্চিত,
তাহার কপালে ছাই।
প্রেমিকের মান নাই যার, তার
কুলমান কোন্ ছার ?
শ্যামপ্রেম-মানে মানী যে মানব
নাই কেহ বড় তার।
প্রেম-হেমকান্তি যার আছে, তার
কাজোলে চান্দের আলো।
প্রেমের প্রহারে সন্তাপ জুড়ায়,
ভুলুয়া বলিয়া গেল।

শ্রীমতীর উত্তর।

বিশাখার মুখে শ্যাম-নাম শুনি
পরাণ চমকি উঠিল।

মরমের কথা মরমে চাপিয়া
কপট কহিতে লাগিল,
"সই সে কেমন কথা ?
কুলের গৌরব ভাসাইয়া, শ্যামে
পিরীতি কে করে কোথা ?
হউক সে শ্যাম গোকুল-গৌরব
ত্রিলোক মঙ্গলময়,
নন্দের আলয় হউক না কেন,
লোকের আনন্দালয়।
তাই কি মানুষ আপন ছাড়িয়া,
যাইবে নন্দের ঘরে ?
শ্যামের করুণা- ভিখারী হইয়া,
রহিবে যুগল করে ?
আপনার কুল, আপনার মান
আপনার ঘর বাড়ী,
অধম হলেও পরের উত্তম ;
কোন জন যায় ছাড়ি।
মোর কাণা কড়ি সেই মোর ভাল,
না চাহি পরের সোনা।
মোর কাণাকড়ি, এ মোর নয়নে,
শারদ চান্দের কোনা।

আপনার গৃহ উটজ হলেও,
পরের কোঠার ভাল।
আপনার তিল মাপিয়া দেখিনু
সমান পরের তাল!
আপনার দেশ মরু যদি হয়,
তাও সুরধুনী তীর।
সাত সাগরের নীর সম গণি,
আপন কূপের নীর।
আপনার জাতি অধম হলেও
তারাই আমার বন্ধু;
পর জাতি পর রহে চিরকাল,
হলেও গুণের সিন্ধু।
আপন হেলিয়া, পরের দুয়ারে
সুখের আশায় যায়;
পর পদলেহি কুকুর তাহারা,
মরে পর যাতনায়।
পরের সহিত পরের পিরীতি
বালির সহিত বালি।"
ভুলুয়া শুনিয়া স্বরূপ কথন,
দু হাতে বাজায় তালি।

বিশাখার প্রবোধ।

বিশাখা কহিল, "তুমি জাননা ?
গোকুলজীবন শ্যাম ভুবনজীবন।
শ্যাম বিনা কার কোথা আছয়ে আপন ?
গো তুমি জান না॥
শ্যাম বিনা আপদে বিপদে কে বাঁচায়।
কি ভয় তাহার, যার মতি শ্যাম পায় ?
গো তুমি জান না॥
এ ভুবনে যত দেখি সবই দেখি পর।
সুহৃদ একাকী শ্যাম করুণাসাগর।
গো তুমি জান না॥
শ্যামের সহিত যার অকপট রতি,
সে জানে কেমন শ্যাম প্রেমের মূরতি।
তুমি জান না॥
না ভাবহ পর তারে, শুন বিনোদিনি !
তোমার আপন একা শ্যাম গুণমণি।
তুমি জান না॥
আপন ভাবিছ যারে সে ছাড়িয়া যাবে।
ভুলুয়া ভণয়ে শ্যাম তখন রাখিবে।
তুমি জান না॥"

বিনোদিনী কহে, "সই!
লোহাড় নিগড়ে, দশ দিক্ বাঁধা,
আমি ত স্বাধীনা নই।
কোথায় বা শ্যাম, কোথায় বা আমি,
কে কার ভজন করিবে!
দু'কথা বলিয়া, লোক জানাইয়া—
শেষে কে পরাণে মরিবে?
ও কথা ভুলিয়া যাও, সহচরি,
ও কথা ভুলিয়া যাও।
শ্যাম-প্রেমে মোর প্রয়োজন নাই,
—ডাঙ্গায় ভাসে না নাও।
শ্যাম যদি হন গোকুলের নিধি,
তায় নিরখিতে পারি।
নিরখন ছাড়া, আর কি করিব,
হইয়া কুলের নারী।
কুল শীল মান সব ডুবাইয়া
হইয়া ঘরের বধূ,
কে কোথায় যায়, পিরীতি করিতে,
শ্যামকে করিয়া বঁধু।
তার পরে পাপ জটিলা কুটিলা,
আগে পাছে চলে যার,

উঠিতে বসিতে মরমে মরণ
প্রেমের ধরমে তার।
মাথায় থাকুক্ প্রেম!
ভুলুয়াও কহে, "অসম্ভব হ'লে,
মাটীর সমান হেম।"

বিশাখার তিরস্কার।

রসের জনম পাইয়া,
রসের মূরতি নয় যে যুবতী,
সে মরুক বিষ খাইয়া।
রসিক-শেখর, মণি সে মাধব,
তায় যে নারিল চিনিতে,
তার গুণে যার মন না মজিল,
সে কেন রহিল মহীতে।
তার নাম নিতে যাহার নয়নে
প্রেমধারা নাহি বহিল,
বাড়াইতে শুধু ধরণীর ভার
সে কেন বাঁচিয়া রহিল?
তাঁহার চরণে কুসুম-অঞ্জলি
সরমে যে দিতে নারিল,

তাহার গলায় মালা পরাইতে
যে নাহি কুসুম তুলিল।
তার রূপ ধ্যানে বিরলে আসন
পাতিয়া যে নাহি বসিল,
যে রসনা তার লীলাগুণ গান
করিতে এবার ভুলিল,
ধিক্ ধিক্ তার কপালে,
সুলভে দুর্লভ জনম পাইয়া,
আদাড় কুড়াতে খোয়ালে।*
সুধা নিঙড়িয়া মাধব-মুরলী,
তাহা যে নারিল শুনিতে,
অমিয়া-সাগর- তীরে আসি সেই
বসিল বালুকা গণিতে।
জনমের সেরা জনম পাইয়া
করে সে পশুর খেলা।
পীযূষ হেলিয়া হলাহল খায়,
যাচিয়া সে তিন বেলা।

* শ্রীশ্রীভাগবতে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

রসময় তনু শ্যাম গুণনিধি
মধুরিমা-পারাবার,
তায় যে না ভজে. ভুলুয়া ভণয়ে,
জীবনে মরণ তার।

শ্রীমতীর দশা।

বলিয়া উঠিয়া গেল সহচরী ;
আপন মন্দিরে পশিল প্যারী।
মনে ভাবে, "নাম শুনিয়া যার,
পরাণ চমকে, কি রূপ তার ;
যার নামে দেহে পুলক বহে,
না জানি তাহার প্রেমে কি রহে।
পিরীতি না হয় না হবে তায়,
রূপ নিরখিলে কি দোষ তায়!
কহিল, মূরলী বাজায় সে
তাই বা আমায় শুনাবে কে?
বাঁশী বাজাইবে শুনিব, তায়,
কার বা কুলের ধরম যায়?
সে যখন পথে হাঁটিয়া যায়,
কত কুলবধূ নিরখে তায়,

তায় কি তাদের ধরম নাশে ?
সে কথা ইহাতে কিরূপে আসে ?
তুলিয়া সে কথা না করি শেষ,
সহচরী গেল করিয়া শ্লেষ।
বুঝাইতে আমি চাহিনু যাহা,
কিছুতে বুঝিতে নারিল তাহা।
হয়ত বুঝিয়া গিয়াছে মন্দ,
মনে মনে কত করিছে দ্বন্দ্ব !
আর না আসিবে ও কথা নিয়া,
শেষ হ'ল কথা প্রথম দিয়া।
যে কাজ যে জন করিতে নারে,
সে কাজে কে বলে আসিতে তারে ?"
এত ভাবি ধনী ঊরধ-মুখে,
ভালে কর হানে মরম-দুখে।
"শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম," বদনে কহে।
শুনিয়া ভুলুয়া নীরবে রহে।

ললিতার জিজ্ঞাসা।

রাধে, কেন হেন দেখি লো তোরে।
যেন উনমনে, ঊরধ-নয়নে,
বহুত ভাবনা-ঘোরে।

যখনে তখনে, আঁখি ছল ছল,
টল টল জল ঝরে ;
গগন-শোভন চাঁদ জিনি মুখ
আঁধার বিষাদ-ভরে।
নিরজন ঘরে বিরলে বসিয়া,
ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদা ;
মানুষ দেখিলে নয়ন মুছিয়া,
আন কথা আনি ছাঁদা।
সাত পাঁচ বলি মরম লুকানো,
কহ সব অকপটে !
ভুলুয়া ভণয়ে পিরীতি-বাতাস
লাগিলে এমনি ঘটে।

শ্রীমতীর উত্তর।

ললিতার কর ধরি কহে, সহচরি !
কি মোর ঘটিল আমি বুঝিবারে নারি !
বিশাখা ধরিয়া কাণে কি যেন কহিল,
তার পর হ'তে মোর এ দশা ঘটিল।
দুরু দুরু হিয়া কাঁপে না শুনে শ্রবণ,
যাহা শুনি ক্ষণ পরে ভুলে যায় মন।

অনুরাগ নাহি আর কুলের ধরমে,
চলিতে না চাহে মন গৃহের করমে।*
মনে হয় আমার আপন ভবে নাই।
আপন যে আছে তারে কোথা গিয়ে পাই?
মনে হয় নিরজন কাননে যাইয়া,
দুখ-ভার হরি সখি কাঁদিয়া কাঁদিয়া;
আলসে অবশ কর চরণ আমার,
তাপহীন জ্বর দেহে বহে অনিবার।
বুক ভরা অভাবে মরমে আমি মরা,
শূন্যময় দশ দিক্ শূন্যময়ী ধরা।"
কি আছে কপালে মোর কে পারে বলিতে?
ঈসারে ভুলুয়া, ভয় না ভাবহ চিতে।

ললিতার পুনর্জিজ্ঞাসা।

"এ কথা সে কথা বলিলে না বুঝি,
শুন বিনোদিনি রাই,
মনের বেদনা, মরম খুলিয়া,
বলহ আমার ঠাঁই।

---

* শ্রীশ্রীভাগবতে—"যন্নিবিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
ঈসারে = ঈসারা করিয়া—ইঙ্গিত করিয়া বলে।

আমি ত তোমার, প্রিয়া সহচরী,
আন কেহ হেথা নাই,
গোপনে বসিয়া কহ ধীরে ধীরে
কেন পড় মূরুছাই।
আমি যা শুনিব, আমি তা বুঝিব,
লুকায়ে রাখিব মনে,
তোমার মরম এ প্রাণ থাকিতে
না কহিব আন জনে।
তোমার মরম- বেদনা জুড়াতে
গোপনে বাহির হব,
আকাশ পাতাল খুঁজিয়া তোমার,
মানুষ মিলায়ে দিব।
শুন, বিনোদিনি রাই,
আমরা যাহার চরণের দাসী
তাহার ভাবনা নাই।
তোমার গৌরবে গরবিণী মোরা,
তোমার মলিন মুখ,
দেখিতে কি পারি ?" ভুলুয়াও জানে,
বিদীরিত হয় বুক।

শ্রীমতীর উত্তর।

সখি, কি মোর হইল ব্যাধি!
অন্তরের মাঝে বহে দাবানল,
জুড়াতে না পাই বিধি॥
সদা নয়ন-সলিলে ভাসি।
মরমে বসিয়া, বিষভরা সাপ
ঢালিছে গরলরাশি॥
দিবসে নিরখি, রাতির আঁধার,
মানুষ চিনিতে নারি।
গণিতে বসিলে, গণি এক, তিন,
শুককে বলিনু সারী॥
বিছানায় শুয়ে আকাশের গায়,
উড়িয়া উড়িয়া যাই!
পাগলের মত কভু কথা বলি,
প্রবোধ তবু না পাই।
এ কি হ'ল মোর হায়?"
ভুলুয়া বুঝায়, কৃষ্ণদাসী যত,
এই ভাব আগে পায়॥

মাধবীতলে।

বিরলে মাধবীতলে সহচরীসনে,
শ্যামানুরাগিণী বসি বিরস বদনে॥
যেন কত আলিসে অবশ কলেবর।
সরা'তে কপালে কেশ অশকত কর।
না সরে বচন মুখে, ঘন তুলে হাই।
প্রাণের আগুন যেন ঢাকা দিয়া ছাই।
থাকি থাকি চাহে নীল গগনের গায়।
থাকি থাকি সলিল নয়ন-কোণে ধায়।
ললিতা সুধায় কোন্ দুখে ভরা মন?
ইসারে ভুলুয়া শ্যামরসে নিমগন॥

অমন করি দিবানিশি, কার ভাবনায় থাকিস্ বল,
কার কথা তুই ভাবিস্ মনে, ফেলিস্ দুখে নয়ন-জল॥
থাকিস্ ভূতে ধরার মত, আমার সন্দেহ হয় অবিরত,
জ্বলেছে তোর অন্তরে রাই অনুরাগের দাবানল॥
নূতন অনুরাগের সময়, নিষেধ না মানে হৃদয়,
সান্ত্বনা কেউ দিতে এলে, বরষে তায় হলাহল॥
থাকি থাকি মুড়িস্ অঙ্গ, সজল আঁখি স্বরভঙ্গ
কাহার রূপের ছায়া দেখিস্, দেখি সুনীল গগনতল॥

ঘরের করমে এখন, নাই তোর যতন আগের মতন,
এখন ফিরে দেখিস্ না ত গেলে সংসার রসাতল ॥
ভুলুয়া কয় চরায় ধেনু, সে কেন বাজায়ে বেণু,
এক সমানে পাগল করে, আকাশ বাতাস জল স্থল ॥

মনে মনে শ্রীমত

শ্যামানুরাগ হৃদে যাগে যার।
মরমী না হলে ভবে, কে বুঝে মরম তার ॥
শ্যামরূপ যার হৃদে জাগে, রূপের সাগর তাহার আগে,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, তরঙ্গময় অনিবার ॥
সে প্রেমময়ের প্রেম কত, হয়েছে যার অনুভূত,
চায় কি সে আর মানুষের প্রেম, রয় কি তাহার এ সংসার।
সে আপনি কাঁদে আপনি হাসে, আপন মনে আপনি ভাসে,
লোকে কয় তায় ভূতে ধরা, জানা আছে ভুলুয়ার ॥১
সিন্ধু-মধ্যমান।

১। শ্রীশ্রীভাগবতে—(প্রহ্লাদের উক্তি)
"যদাগ্রহগ্রস্ত ইব কচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তে বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ ব্যক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপ ॥"

ললিতার প্রতি শ্রীমতী।

নীল গগনতল, নীল যমুনা-জল,
নীল কমল সরোবরে,
শুন প্রাণ-সহচরি, নয়নে নিয়ত হেরি,
মন এবে এই সাধ করে।
নীল বসন পরি, ময়ূর ময়ূরী ধরি,
কণ্ঠ রাখি হিয়ার উপরে।
নীল পতাকা ধরি, আরোহিয়া নীল গিরি,
হেরি নীল নব জলধরে!”
সহচরী বলে, “রাই, আর তোর আশা নাই,
ধরিয়াছে নীলরোগে তোরে;
হেন জন এ ভুবনে, নাহি পড়ে এ নয়নে,
এ রোগ হইলে প্রাণ ধরে।
এ রোগ যখন হয়, শুন তার পরিচয়,
নয়ন প্রথমে হয় থির;
সে নীল বরণ বিনা, আর কিছু নিরখে না,
লোকে বলে ‘লোকের বাহির।’
যাহা দেখে যাহা শুনে, স্মরণ থাকে না মনে,
পাসরিয়া লোকলাজ ভয়,

পরিহরি পরিজন, আপন বিভব ধন,
একেবারে ছাড়ে লোকালয়।
প্রবেশি বিজন বনে, অনশনে অশয়নে,
সে নীলবরণে ধ্যান করে,
সহিয়া দুখের ভার, নাহি পায় দেখা তার,
(শেষে) 'হা নীলবরণ' বলি মরে।
এ বড় কঠিন রোগ, কঠিন ইহার ভোগ
ধরিয়াছে হেন রোগে তোরে।"
ভুলুয়া ডাকিয়া কহে, "রোগের ঔষধ রহে,
মহারাজা নন্দগোপ-ঘরে।"

ললিতার কপট নিষেধ।

"কঠিন পিরীতি-ভূমি, সে পথে যেওনা তুমি,
কোমল চরণে তব বাজ্‌বে!
সে পথ কঙ্করময়, কলঙ্ক বিছানো রয়,
গমনে গঞ্জনে শেষে ম'র্‌বে।
অর্পিবে জীবন যারে, সর্প সে হইবে পরে,
মরণ-দংশনে তোমা মার্‌বে।
পিরীতি যাহার নাম, তাহা শুধু দুখ-ধাম,
এবে না শুনিলে শেষে কাঁদ্‌বে।

ঘটাতে আপন নাশ, কিনি আনি নাগপাশ,
আপনি আপনে কেন বাঁধ্‌বে।
জটিলা কুটিলা দোঁহে, পিরীতির পথে রহে,
বাঘিনী-সমান তোমা ধ'র্‌বে॥
ডাকিয়া পথের লোক, রচনা করিয়া শ্লোক,
তোমার কুনাম তারা ব'ল্‌বে।
বিরহ ঘটিবে যবে এ ধরা আঁধার হবে,
নয়ন-ধারায় শুধু ভাস্‌বে।
"কি হল, কি হবে" বলি, উঠিবে হৃদয় জ্বলি,
নিবাতে কভু না কেহ আস্‌বে।
পিরীতি যাতনা যত, মরণেও নাহি তত,
না হ'তে দুদিন গত, জান্‌বে।"
ভুলুয়া শুধায়, ধনী নব রাগে উন্মাদিনী,
নিষেধ-বাঁধন সে কি মান্‌বে।"

শ্রীমতীর জিজ্ঞাসা।

"সখি, তায় কি তোমরা চেন ?
ঐ যে, সুবলের সঙ্গে চলে ফিরে সদা,
নীল সুধাংশু যেন।
যার শ্রীকরে মোহন বাঁশী,

থির নয়নে, মোহে ত্রিভুবন,
অধরে অমিয় হাসি ॥
যার মাথায় ময়ূরপুচ্ছ।
বালক-মূর্ত্তি, ধেয়ানে দেখিলে,
গিরিবর জিনি উচ্চ।

স্বচ্ছ জলদ- বরণ কান্তি,
মূরলী মোহন অস্ত্র,
আজানু-লম্বি, যুগল ভুজ,
পরিধানে পীত বস্ত্র।
ইন্দ্রনীল রতন চূর্ণি,
মদনান্তক রসে,
মিশ্রিত করি নির্ম্মিল বিধি
অর্জ্জিতে লোক-যশে।
বিস্ময়কর বিশ্বমোহন,
দৃশ্য বটে সে ধরে,
নিত্য সে রূপ নিরখি নেত্রে,
চিত্তে বাসনা করে!
ধীর সমীরে নিত্য সে ঘূরে,
দাঁড়ায় বংশীবটে!
কভু নিকুঞ্জে, তমালপার্শ্বে,
তাহার দর্শনঘটে।

সেই কি বিশাখার শ্যাম ?"
উল্লাসে মাতি ভুলুয়া বর্ণে
শ্যাম সে পিরীতি-ধাম।

বিধাতার নিন্দা।

সখি, দেখ বিধাতার কাজ,
অনুরাগ থাপি, (১) কুলবতী-হৃদে
মাথায় হানিল বাজ।
সুখের সরসে, যাতনার ঢেউ,
সলিলে অনল ভাসে,
বিপরীত যত, বিধির নিদেশ, (২)
সিরজি আপনি নাশে।
সরম ছানিয়া রমণী গড়িল,
অনুরাগ দিল তায়,
কঠিন কুলের বাঁধনে আবার,
বাঁধিল সকল গায়।
অনুরাগ দিয়া জটিলা কুটিলা
বসাইল চারি পাশে,

---

(১) থাপি = স্থাপন করিয়া।

(২) নিদেশ = নির্দ্ধারিত কর্ম্ম। বিধান।

মনের মানুষে, যে জন চাহিবে,
পড়িবে সে নাগপাশে।
দেখ, নিঠুর বিধির খেলা,
রসের মূরতি রমণী গড়িয়া
কাঁদাইছে দুই বেলা।
হায় বিধি কেন, অবলা করিয়া
আনিল সংসার ধামে।
আনিল যদি, সে কেন দেখাইল,
রসের সাগর শ্যামে।
রূপ দেখাইয়া, পাগলী করিল,
পরশ করিতে নারি,
বুক আঁকড়িয়া, গুরু দুখ দিয়া,
বধিল অবলা নারী।
নারী বধে মহা পাপ, বিধি তাহা
আপনার হাতে লিখে।
নিজে পরচারে যে ধরম, তাহা,
নিজে কেন নাহি শিখে?
বিধাতা যেরূপ ভণ্ড,
তাহার উপরে বিধাতা কি নাই?
করিতে তাহাকে দণ্ড?

বিধির কলম আগুনে পোড়াই,
আমি হাতে পাই যদি,
ভূলুয়াও কহে অনুরাগী ঠাঁই,
বিধি চির-অপরাধী।

সখি, কুটিলা কহিছে কাল,
"বধূর নয়ন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ফুলিয়া হয়েছে তাল।
কোন্ তালে বধূ থাকে দিন রাত
তাহার খোঁজ কে পাবে ?
সুখের আলয়ে, তুমুল ঘটায়ে,
সব রসাতলে দিবে।
এক কথা যদি কহ সাত বার,
তাহাও শুনিতে নারে,
বদনের হাসি, মুছিয়া গিয়াছে,
দিনরাত রহে ভাবে।
যেরূপই হউক ইহার নিগূঢ়
বাহির করিতে হবে।"
ভুলুয়াও কহে, "শ্যামানুরাগিণী
গোপনে কভু না রবে॥"

বিশাখার উৎসাহ দান।

ব্রজের মঙ্গল- নিধি শ্যাম সনে,
পিরীতি করিবে যে,
লোকে কি বলিবে, কলঙ্ক রটিবে,
কভু না ভাবিবে সে।
বাঘিনীর সনে খেলিতে বাসনা,
বিড়াল দেখিয়া ভয়,
নাম না শুনিতে বুক কাঁপে যায়,
সে কাজ হওয়ার নয়।
কুটিলার ভয়ে, ছাড়িতে যে চাহে,
শ্যামের সোহাগে সাধ,
শৃগালের ভয়ে সিংহের দুয়ারে,
চাহে সে লৌহের বাঁধ।
জটিলা কুটিলা, কোন্ দেশে নাই,
কোথায় না সাধে বাদ?
কোথায় বা তারা যাচিয়া আসিয়া,
না রটায় অপবাদ?
শ্মশান-সাধনা- সম, প্রেম ধর্ম্ম,
ভূত প্রেত ইথে বাদী;
নিরভয় চিতে, যে বসে আসনে,
তারা হয় তার বাঁদী।

শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ।

পাথরে গঠিত, পরবত'শিরে,
মন্দিরে বসতি যার,
সাগরের ঢেউ, ডুবাইবে কিসে,
সুখের বসতি তার ?
তটিনীর গতি, ফিরাইয়া দিতে,
বালির বাঁধে কি পারে ?
কুটিলার কথা, শুনি কে কোথায়,
মাধব-পিরীতি ছাড়ে !
সাহসে বাঁধিয়া বুক,
"হা মাধব" বলি সব কথা ভুলি,
এক কর সুখ দুখ।
কুটিলার মুখে, আগুন জ্বালিয়া,
শ্যামনাম কর সার।"
ভুলুয়াও কহে, "পরের কথায়,
কি বা আসে যায় কার ?"

* পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে যাইলে জটিল কুটিল বুদ্ধি লোক বিরক্ত হয়, নিন্দা করে, বিষয়ী পরিজনে প্রতিবাদী হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া দৃঢ়চিত্ত রহেন। এই পদে ইহাই প্রকাশিত।

বিশাখার উপদেশ।

ত্রিতাপের জ্বালা যাকে বলে, তার
জনক মায়ার দ্বন্দ্ব।
সে দ্বন্দ্ব জনমে, মানুষের মনে,
ভাবি শুধু "ভাল মন্দ"।
ভাল মন্দ কিছু নয়,
বিচারিয়া দেখি, জগত ভরিয়া,
জীবে করে অভিনয়।
অভিনয়ে রাজা, পোষাকে কেবল,
রাজত্ব তাহার নাই,
পুরুষে নারীর, সাজ পরি নাচে,
নারী কি সে হয় তাই?
সেইরূপ এই, ধরণী ভরিয়া,
চলিতেছে অভিনয়,
ভাল মন্দ যত দেখিছ ইহায়,
কিছুই আসল নয়।
শ্যামে প্রেম-আশা যার,
ভাল-মন্দ-ভেদ বিচার-বিরোধ,
আগে ত্যাগ চাই তার।

কুটিলের কথা কানে কে শুনয়ে,
ধরমাধরম যাহা,
বিধি-নিষেধের আগম নিগম,—
প্রেমিক না মানে তাহা।
প্রেমিক কেবল একহি ধেয়ানে,
মনের মানুষে ধ্যায়,
আর, মনের মানুষ, দেখিলে কেবল
একহি নয়নে চায়।
ভাবিতে ভাবিতে, শ্যামের প্রেমিক,
এমনি তন্ময় হয়।
শ্যামরূপ ছাড়া, আর সে দেখেনা,
(তার) ত্রিভুবন শ্যামময় ॥
আন কথা তার মনে নাহি জাগে,
আন পথে নাই গতি,
আন বিষয়ের ভাবনা না ভাবে,
আনে নাহি তার মতি।
ত্রিতাপের জ্বালা যতই জ্বলুক,
তায় পরশিতে পায় না।
ভুলুয়াও কহে, "এমন প্রেমিক
কারো হিতাহিতে যায় না।"

বিশাখা কর্ত্তৃক কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা বর্ণন।

শুন প্রেমময়ী রাই,
গুণনিধি শ্যামে পিরীতি যে করে,
তাহার উপরে নাই।
কি কব অধিক আর।
তাহার নিকটে প্রকৃতির গতি
রোধ হয় অনিবার।
তার কলেবর আগুনে পুড়ে না,
পাষাণ বাঁধিয়া জলে.
ফেলাইয়া দিলে ভাসিয়া বেড়ায়,
কে না জানে ধরাতলে?
গহন কাননে প্রবেশ করিলে,
তাহাকে বাঘে না খায়,
গরল খাইয়া, হজম সে করে,
মরিয়া জীবন পায়।
বৈরী জনে তার, বোঝা বহি ঘাড়ে,
দাসের মতন চলে,
জগতের নিন্দা গাহি যে বেড়ায়,
সেও তায় ভাল বলে।

অনর্থ-নিবৃত্তি এক দিনে তার,
মাধবে পিরীতি যার,
কামের ঝঙ্কার, ক্রোধ অহঙ্কার,
একদণ্ডে যায় তার ॥
বাঘিনীর কোলে হরিণী খেলায়
এমনি সে প্রেম-খেলা।"
ভুলুয়াও কহে, "দুখের সাগরে
সে প্রেম সুখের ভেলা।"১।

তবে, সে বড় কঠিন কথা।
শ্যামের প্রেমিক, দেবের দেবতা,
মানুষে উপমা কোথা ?
সে প্রেমের মূল মন।
সকল ভুলিয়া, শ্যামের চরণে
মন কর অরপণ।
শ্যামের সোহাগ সাধ কর যদি,
কায় মনে তার হও।
আপনা উপেখি দিবস যামিনী
তাহার ধেয়ানে রও।

---

(১) ধ্রুব প্রহ্লাদাদি হরিভক্তগণ সমস্ত বিপদে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন

ভোজনে শয়নে গৃহের করমে,
তার নাম জপ মনে,
সে তোমার, আর তুমি তার, তাহা
ভাব দৃঢ়তার সনে।
মনে যদি টান থাকে,
হয় দুই দিনে নয় দু'বছরে,
মিলি যাবে এক ফাঁকে।
মূল কথা টানাটানি,
মন যদি টানে কৈলাস ছাড়িয়া
আসিবে শিবের রাণী।
গাভী ও বাছুরী দোঁহে দুই ঘরে,
তবুও দুগধ খায়।
পিরীতি মিলন ঐছন ঘটে,
কে তার সন্ধান পায়?
মাধব তোমার প্রাণবঁধু যদি,
কুনাম রটিলে তায়,
কুসুম-অঞ্জলি, বলিয়া গণিবে,
কুড়ায়ে পরিবে গায়।
বাদী যদি হয়, জনক জননী,
পর ত দূরের কথা,

উড়ায়ে নিশান করি গুণগান,
যাইবে বঁধুয়া যথা।
মাঘের কঠোর শীতে না ডরাবে,
ভাদর-বাদরে আর,
নিদাঘের তাপে উপেখা করিবে,
যদি দরশন তার।
জটিলা-কুটিলা- মুখে পড়ু ছাই,
মরণ যদি লো ঘটে,
তবু না ডরাই” ভুলুয়াও কহে
তাহা শ্যামপ্রেম বটে।

শ্রীমতীর উত্তর।

সরম যদিও আছে,
কলঙ্কের ভয় তত আর নাই,
বলিনু তোমার কাছে।
মন প্রাণ মোর যে জন নিয়াছে
তায় শুধু আমি চাই।
নরক ভাবিব স্বরগ সমান
তাহাকে যদি লো পাই।

এমনি আমার প্রেম,
গরলে গণিব অমৃতের ধারা,
লৌহকে গণিব হেম।
বঁধুর লাগিয়া কলঙ্ক রটিলে,
গণিব যশের তারা,
সরবস যদি লুটি লয় কেহ,
বহিবে আনন্দ-ধারা।
কুটিলা দিবে কি লাজ,
কুসুম-বর্ষণ, অন্তরে গণিব,
মাথায় পড়িলে বাজ।”
রাধার হৃদয়- দৃঢ়তা শুনিয়া
বিশাখা অন্তরে হাসে,
ভুলুয়া পুলকে “জয় রাধে” বলি,
নয়ন-সলিলে ভাসে।

বিশাখার শিক্ষা দান।

ধনি, চঞ্চলা হইবি কাহে ?
ধৈরয ধরিবি, নীরবে সহিবি,
মাধবে পাইবি যাহে।

যদি, মাণিক পাইতে চাস্,
তবে, সাহস করিয়া অহির গরতে,
করিবি যাইয়া বাস।
বেদেনী হইবি, সাপ নাচাইবি,
করিবি গরলে বশ,
তা'পরে ফণীর শিরে হাত দিবি,
গাইবি তাহার যশ।
তা'পরে তাহার মাণিক তুলিবি,
তুলিবি থুইবি নিতি,
এক দিন নিয়ে পলায়ে আসিবি,
এমনি চোরের রীতি।
সে বরনাগর রসের সাগর
গোকুল-নাগরী যারা,
তাহাকে পাইতে একহি ধেয়ানে,
প্রেম-মদে মাতোয়ারা।
কত জন আছে, তাহার সন্ধানে,
তুই কি জানিবি তার,
কে জানে কাহার, কপাল খুলিবে,
বঁধু সে হইবে কার।

গোকুল নাগরী = ব্রহ্মাণ্ডের ভক্তবৃন্দ।
গোকুল = ব্রহ্মাণ্ড।

পাইবি যদি লো তায়,
সহজ উপায়, বলিতেছি তোকে,
গোপনে রাখিবি যায়।
তাহার মূরতি, ধেয়াইবি নিতি,
জপিবি তাহার নাম,
অবসর যবে, পাইবি, যাইবি,
সাধিতে তাহার কাম।
ভোজনে বসিবি, আগে না খাইবি,
বসিবি নয়ন মুদি।
দশবার জপি, বঁধুয়ার নাম,
নয়নে বহাবি নদী।
ব্যাকুল পরাণে, নিবেদন করি,
ভোজন করিবি পরে,
আচমন সারি, তাম্বুল ধরিবি,
তেমনি ভকতি ভরে।
শয়নে যাইবি, বঁধুকে স্মরিবি,
এস এস বলি ডাকি,
বঁধুয়া ভাবিয়া, বালিস ধরিবি,
বুকের ভিতরে রাখি।
ঘুমাইবি যবে, স্বপনে দেখিবি,
বঁধুয়ার রূপ রাশি,

স্বপনের ঘোরে, "বঁধুয়া" বলিবি,
আমরা শুনিব হাসি।
আবার জাগিবি যবে,
বঁধুয়ার নাম, সাধন করিবি,
তবে সে সাধনা হবে।
তাও কি সফল হয়?
ভুলুয়া নিবেদে, তাহার করুণা,
না হলে কিছুই নয়।

শ্রীমতীর বাসনা।

সখি, বলিতে সরম আসে,
মনে হয় প্রাণ, সঁপিনু যাহারে,
পাইতুঁ তাহারে পাশে।
ধরিয়া দুখানি, শ্রীকর তাহার,
নিয়া নিরজন ঘরে
কবাট আটিয়া, বুকের মাণিক
রাখিতাম বুকে ধরে।
তাতেও না মিটে আশা,
বুক বিদারিয়া, হৃদয় উপরে,
তাহাকে দিতাম বাসা।

ধরি, গলা জড়াইয়া তার ;
পরাণ ভরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
হরিতাম দুখ ভার।
চুম্বি সে চাঁদ মুখ,
কথা না বলিয়া, নয়ন মুদিয়া,
ভুলিতাম সুখ দুখ।
ছিল রসের পরাণ মোর,
রসিক অভাবে, দিবস যামিনী,
কাঁদিয়া করিনু ভোর।
রসিক না মিলে যদি,
কি বাদ সাধিতে, রসের হৃদয়,
দিয়াছিল মোরে বিধি।
রসিকেশ বঁধু শ্যাম,
আমি তার দাসী, সে মোর বল্লভ,
অশেষ গুণের ধাম।
শ্যাম কি আমার, মরম জানেনা ?
এমন কি কেহ নাই।
মোর কথা তায়, বলিবে গোপনে,
তাহার নিকটে যাই।
ব্যথার ব্যথিত, না পাইনু ভবে,
ভাঙ্গিয়া যাইল বুক।”

ভুলুয়া শুনিয়া, কহে আঁখি মুদি,
কাঁদাই পিরীতি-সুখ।

আকাশের পানে তাকাইয়া।

ওহে নবঘন, তুমি যদি তাঁর,
বরণে গৌরব চাও।
(তবে) মোর কথা নিয়া, তুমি একবার,
তাঁহার নিকটে যাও।
আকাশ ভরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
সতত বেড়াও তুমি,
গমনাগমন সহজ তোমার
তাই তোমা বলি আমি।
বলিও তাঁহার কাছে,
তাঁহার চরণ, সেবিকা রাধিকা,
জীয়নে মরিয়া আছে।
"হা মাধব" বলি, কান্দিয়া কান্দিয়া,
হয়েছে নয়ন অন্ধ,
যে যা বলে কিছু, শুনিতে না পারে,
করণ-কুহর বন্ধ।

গোকুল মঙ্গল, যে জন, তাঁহায়,
ভজি যদি এত দুঃখ,
ভুলুয়াও বলে, তবে আর ভবে,
নাহি কোন উপলক্ষ।

বিশাখার কৌশল-শিক্ষা।

বিশাখা কহিল রাই
কথা না শুনিয়া, কাঁদিলে কেবল,
আমরা তোমার নাই।
কুম্ভীর ধরিতে সাধ,
কচ্ছপের ভয়ে. চীৎকার করিলে,
সার হবে অপবাদ।
সাগর লঙ্ঘিবে যে,
খাল ডিঙ্গাইতে, আকাশ পাতাল,
কভু না ভাবিবে সে।
সুখের সাগর শ্যাম,
সুখময় তার, দরশ পরশ,
সুধাময় তার নাম।

তাহাকে যদি লো পাই,
এ তিন ভুবনে, এমন কি ধন,
আছে, যাহা ফিরে চাই।
সর্ব্বদা উৎসাহে রহ,
এ ভব সংসার বৈরীসম গণি
শ্যাম পদে মন দেহ।
শুন সে পিরীতি ধারা,
চতুর বলিবি, চাতুরি খেলিবি,
চলিবি চতুরা পারা।
মাধব সেবার বাদী এ সংসার
অসুরের ভাবে ভরা!
এ সংসার রীতি, মাধব পিরীতি,
অঙ্কুরে বিনাশ করা।
মাধব পিরীতি, যে করে সে হয়,
সংসারীর কাছে হেয়।
ইন্দ্রিয়ের দাস, বিষয়ের কৃমি,
তাহাদের আরাধেয়।
এমন সংসার যাহা,
ধীর মুনি ঋষি, তাহারাও কহে,
পরম বৈরী তাহা।

এ হেন বৈরীকে, অন্তরে ঘৃণিয়া
বাহিরে দেখাবি হাসি,
বৈরীকে ডাকিয়া, আদর করিবি,
বঁধুকে কর্কশ ভাষি।
বঁধুর পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
বৈরীকে ভাবাবি মনে,
তাহার মতন, তোর প্রিয়তম,
আর নাই ত্রিভুবনে।
বৈরীকে আনিয়া বশে,
সুযোগ বুঝিয়া, বঁধুকে লইয়া,
মজিবি পিরীতি রসে!
(শেষে) বৈরীকে ধরিয়া, খাটিয়া গড়িবি,
বঁধুকে লইয়া শুবি।
বৈরীর বাকস, ভাঙ্গিয়া আনিয়া,
বঁধুর সেবায় দিবি।
বৈরীকে নিয়োগী, দিঘী বানাওবি,
বঁধুকে করাবি স্নান,
বৈরীর মাথায়, দুধ বহাইয়া,
বঁধুকে করাবি পান।
বৈরীর ভবনে, রাঁধি ঝাল ঝোল,
বঁধুকে ভোজন দিবি,

বৈরীকে ধরিয়া, বঁধুর চরণ,
আরাধনা করাইবি।
নিরমম এই সংসার বৈরী,
ইহাকে ধরিয়া যে
মাধব সেবায়, নিয়োজিতে পারে,
চতুর প্রেমিক সে।
এ সব যদি না পার,
শ্যামের করুণা, লোভের বাসনা,
এখন হইতে ছাড়।
আতর না নিয়া, খেয়া ঘাটে যায়,
কড়ি না জুঠিয়া হাটে,
কৌশল না জানি, পিরীতি যে করে,
তাহার মরণ মাঠে !!
চতুরা বিশাখা ভাষে,
ভুলুয়া ভণয়ে, যে বুঝে সে, "জয়
রাধে শ্যাম" বলি হাসে।

আতর— খেয়ার পয়সা।
চতুরাপারা—চতুরার মত।
সংসারই বৈরী, সুতরাং, মানুষ, সংসারে যাহা সুখের উপকরণ তাহা কৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করিবে। সংসারেই থাকিবে, সংসারী বলিয়াই পরিচিত হইবে, কিন্তু সে অন্তরে ঈশ্বরপরায়ণ বৈরাগী হইবে।

শ্রীমতীর উত্তর।

শুন লো স্বরূপ কথা।
মরমী না হলে, বুঝিতে নারিবে,
আমার মরম ব্যথা।
আর, কলঙ্কে না করি ভয়,
মাধব সেবার, প্রয়োজনে পারি,
এ দেহ করিতে লয়।
যশ অপযশ, আপদ, বিপদ,
অভাব, যাতনা যত,
শ্যাম নাম নিয়া, চরণে ঠেলিয়া
ফেলাব তৃণের মত।
সে মোর পরাণ বন্ধু,
জীবনে মরণে, সে গতি আমার,
সে মোর সুখের সিন্ধু।
তাহার লাগিয়া, ভিকারী হইব,
দুয়ারে দুয়ারে যাব
মুট মুট করি, মাগিয়া আনিয়া,
তাহাকে আহার দিব।
চাকরাণী হব, চণ্ডালের বাড়ী,
তাহাতে না যাবে মান,

ধন অরজিয়া গড়িব মন্দির,
তাহার বাসের স্থান।
তাঁতীর দুয়ারে মুজুরী করিব,
আনিব বসন তায়,
পরিবে সে আমি দাঁড়ায়ে দেখিব,
অন্তর জুড়াবে যায়।
ভাদর বাদরে অতি সমাদরে
শুকানো শয়ন পাতি,
তাহাকে যতনে, শোয়ায়ে রহিব
প্রহরিণী দিবারাতি,
জঙ্গলের কাঠ, কাটিয়া আনিব,
জ্বালিব আগুন ভিতে,
(শেষে) বসনে ঢাকিয়া, হৃদয়ে ধরিয়া,
রাখিব কঠোর শীতে।
নিন্দা যদি করে দুর্জ্জন মিলিয়া
যাইব সে দেশ ছাড়ি।
পর্ব্বতের মাঝে জঙ্গল কাটিয়া
নির্ম্মাণ করিব বাড়ী।
মরণে না করি ডর,
প্রয়োজন হয়, ভালুকের ঢোরে,
পাতিব শয়ন ঘর।

অনলে পশিব, হলাহল পিব,
পশিব, কালীয় দহে।"
"হেন পণ যার, মাধব তাহার"
ডাকিয়া ভুলুয়া কহে।

শ্রীমতীর প্রতি কুটিলার উক্তি।

কুটিলা কহিছে এত ভাল না॥
পাইলে শ্যামের সাড়া কর আনাগোনা॥
এত ভাল না॥
হইয়া কুলের বধূ কুলের ধরম
ভাসাইয়া শ্যামপ্রেমে বান্ধিছ মরম।
এত ভাল না॥
নগর ভরিয়া উঠিয়াছে কানাকানি।
শ্যামরূপে মজিয়াছে ভানুর নন্দিনী।
এত ভাল না॥
শ্যাম নাম শুনি উঠে নয়ন উছলি।
সে কেন তোমার নামে বাজায় মুরলী।
এত ভাল না॥
এ ধরায় যত দিন রহিতে হইবে।

মোরা বই শ্যাম নামে নাহি কুলাইবে।
এত ভাল না॥
ঘরে কি অভাব আছে নাহি কোন্ সুখ,
তবু কেন হাসাইবে দুকুলের মুখ।
এত ভাল না॥
যে পথে জগত চলে সেই পথই ভাল,
বিপথে চলিয়া কেন বাড়াবে জঞ্জাল
এত ভাল না।
এখনো সময় আছে সোজা পথে চল।
না হইলে খেতে হবে সাত ঘাটে জল,
এত ভাল না॥
ভুলুয়া ভণয়ে "সোজা পথ যা জগতে,
কুপথ বলিয়া তাহা ছাড়ে ভাগবতে।
তা ত ভাল না।"

বিশাখার প্রতি শ্রীমতী।

ফুল্লনীল ইন্দীবর নিন্দি শ্রীগোবিন্দ কায়।
মন্দার কুসুমাধর, মধুর মুরলী তায়॥
মধুর হাসে মধুর ভাষে, মধুময়তা পরকাশে,
নাশে বিধুর (১) দুখ, মধুর রসভরা নয়নে চায়॥

---

১ বিধুর—বিরহীর।

মধুময় মুরলী ধরি, মহীতল মোহিত করি,
রহিত-লাজ, সহিত পরিচয় আমারি গুণ গায় ॥
কভু মাধবী বনে পশি, কভু যমুনা তীরে বসি,
ভুলুয়া কহে, রহে যেখানে সেখানে চাহে সে তোমায়

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেবীর কপট তিরস্কার।

আসিয়া কহিল বৃন্দা,
"কি কহিব রাই, যবে যথা যাই,
তথা শুনি তব নিন্দা।
কি হ'ল কি হবে, আমি কি কহিব,
দুধের বালিকা তুমি,
এখনি তোমার কুনাম ধূমায়,
আঁধার বরজ ভূমি,
কানায়ার নামে, পাগলী হইলে,
কি গুণ দেখিলে তায়?
রূপে অমানিশা লাজ পায়; কাজে
গোধন চরায়ে খায়।
গোপালন বিনা কি কাজ সে জানে,
গোপালই সকলে জানে।

গোপালক যত, তার অনুগত,
গোলক বিনা কে মানে!
দেখিতে বালক, কাজে তিন লোক-
সমাচার সেই রাখে।
(পারে) ব্রহ্মাকে শিখাতে, ইন্দ্রকে তাড়াতে,
তুলনা না মিলে লাখে।
শিশুটীর মত দেখিলে কি হয়,
টনক জ্ঞানের নাড়ী,
যেখানে যা ঘটে সব তার জানা,
ফাঁক নাহি কোন বাড়ী।
নাহি কোন গুণ, তবু তিন গুণ,
উপরে সতত থাকে।
একটা বালকে, গোকুল মজালে,
কেহ না আঁটিল তাকে।
পুতনা বধিল, কালীয় দমিল,
পাহাড় ধরিল করে!
সে নহে মানুষ, শুন বিনোদিনী,
দেবেও তাহাকে ডরে।
ছাড়হ তাহার আশ,
তাহাকে ভজিয়া, সাধ না মিটিবে,
ঘটিবে সরবনাশ।

শঠের ঠাকুর, কত মায়া জানে,
ভুলাইতে নর নারী।
তোমার সাহসে, কি ঘটিবে পরে,
কিছুই বুঝিতে নারি।
কি মোহন বাণ, মরমে হানিল,
হইলে আপন-হারা।
ভাবনা আগুনে, রসে ভরা তনু,
শুকায়ে হইল সারা।
সম্বর রাধে, সময় থাকিতে,
ভুলহ তাহার নাম।
সে নহে প্রেমের মানুষ কভুও,
মিঠা না মাটীর আম।
এত ছল, এত কৌশল যাহার
কভু সে রসিক নয়।
ছলের কুহকে, করিও না প্রাণ,
বাচিয়া গরলময়।
লৌহের শিকল কাটে,
হেন বন্য টিয়া বাঁধিতে সূতায়
বাঁধন কভু না খাটে।"
উত্তরে কহিল রাই,

"আমার নয়নে এ তিন ভুবনে
তাঁহার তুলনা নাই।
রূপে ফুল্ল নীল- ইন্দীবর নিন্দে,
গুণে সর্ব্ব গুণময়,
রসে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্যাম,
দ্বিতীয় কে তাঁর হয়?
শঠে সে নিঠুর, সতের ঠাকুর,
আপনে আপন হয়।"
ভুলুয়াও কহে, "যেখানে যেমন,
সেখানে তেমন রয়।"

নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীমতীর বিলাপ

মূলতান—একতালা।

আমার উপায় কি হবে।
যদি না পাই প্রাণনাথ মাধবে॥
মন প্রাণ আমার যে করেছে চুরি,
নিদে জাগরণে যাহায় আমি হেরি,
সে বিনা জীবন- ধারণ অকারণ,
এখন এ ভবে॥
মুনি মনোহর, সে শ্যাম সুন্দর,
রূপে যে নয়ন দিয়েছে,

নিশ্চয় সে জন, জীবনে মরিয়া,
আমারি মতন রয়েছে।
নিত্যানন্দময় শ্যামের তুলনায়,
সংসারের আনন্দে গরল-ধারা ধায়,
ভুলুয়া ও বলে, সুধা অবহেলি,
গরল কে খাবে ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

আমি দাসী তোমার পায়।
এ প্রাণ সঙ্কটে একবার,
দেখা দেও আমায় ॥
সংসার গারদে রহি অবিরাম যাতনা সহি,
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধি রেখেছে আমায় ॥
তোমার মুরলীধ্বনি, নিদে জাগরণে শুনি,
তনু মন চেতনাহারা, মরি যাতনায় ॥
গৃহের করম যাহা, না পারি করিতে তাহা,
জটিলা কুটিলা কটু বচনে শাসায় ॥
কে মোর সুহৃদ হবে, তোমার নিকটে যাবে,
জানাবে তোমাকে আমার যে দুখে দিন যায় ॥
ভুলুয়া আঙুলি বলে, রাখিলে চরণতলে,
এখনি যাইতে পারি মাধব যথায় ॥

বেহাগ—কাওয়ালী

আমার বঁধু শ্যাম।
গোকুল গৌরব নিধি, সদানন্দ ধাম॥
রূপে গুণে আচরণে, তুলনা নাই ত্রিভুবনে,
অধরে মধুর হাসি মধুময় তার নাম।
তার পদে যার মরম বাঁধা, রয় কি তার এ ভবের ধাঁধা,
সে পরের কথায় নিন্দামন্দে বধির অবিরাম।
ভুলুয়া কয় তাইত বটে, শ্যামে প্রেম যার ভাগ্যে ঘটে,
তার, মন ওঠেনা দিলেও তাকে ধর্ম্ম অর্থ কাম।

বিভাস—কাওয়ালী।

এতদিনে জানা গেল, (আমার) আপন কেহ নাই।
আপন কেহ নাই, কোথায় যাতনা জুড়াই॥
কেউ যদি আপনার হত, প্রাণ-মাধবে মিলায়ে দিত,
শীতল করিত হিয়া, তার মহিমা গাই॥
বল্লে কথা হৃদয় খুলে, সবাই উন্মাদিনী বলে,
কেউ বলে শ্যাম-কলঙ্কিনী, কাহার কাছে যাই।
ভুলুয়া গায় সখী যারা, তোমা বই জানে না তারা,
তোমার প্রাণবল্লভ শ্যামে, মিলাবে তারাই॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

বিশাখার কি জ্ঞান!
এ জগতে জ্ঞানময়ী কে তার সমান॥
জ্ঞানময়ী এসে বলে, কৃষ্ণকৃপা তারই মিলে,
এ সংসার ভুলিয়া যাহার, কৃষ্ণগত প্রাণ॥
তবে, যে যা বলে শুনিব না, কে কি করে দেখিব না,
দিবানিশি কর্‌ব কেবল, কৃষ্ণপদ ধ্যান॥
কৃষ্ণপদে বাঁধ্‌ব মরম, কৃষ্ণ ধরম কৃষ্ণ করম,
ভুলুয়া কয় শ্রীকৃষ্ণনাম, করব সদা গান॥

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

—*—

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধেনু চরাইতে চলিল হরি,
কনক-কুসুম নয়নে হেরি,
একহি ধেয়ানে দাঁড়ায়ে রল,
কাঠের মূরতি সমান হল॥
তার ধেনু পশে পরের ধানে,
কহিলেও তাহা না শুনে কানে।
শ্রীদাম তখন সুবলে কহে,
"কানায়া কি হেতু দাঁড়ায়ে রহে।
ধেনুপাল পশে পরের ক্ষেতে,
পরনাশে ভয় না বাসে চিতে।
কেমন রাখালী করয়ে সে,
তার ধেনুপাল ফিরায় কে ?
রাঙ্গা মেঘ দেখি দাঁড়ায়ে থাকে,
কণক চম্পক হৃদয়ে রাখে।

(এ আবার তার কি রোগ হল !)
শোন ফুল তুলি গাঁথয়ে মালা,
খায় না না পেলে সোনার থালা,
নিজ পীতবাস নিজেই দেখে,
কার নাম যেন ভূতলে লেখে।"
ভুলুয়াও কহে এমন হলে,
ধেনুর রাখালী কিরূপে চলে ?

সুবল ডাকিয়া পুছে গোপনে,
"কি বেদনা সখে তোমার মনে ?
রসময় তনু বিরস কেন ?
কেন উনমনা হয়েছ হেন ?
কি ভাবনা বশে নয়ন থির ?
পুলকের তনু কি হেতু ধীর ?
হৃদয় খুলিয়া মরম কহ,
দুখভাগী মোকে করিয়া লহ।
আমা সম সখা সহায় যার,
কিসের অভাব কোথায় তার ?
মিলাইতে পারি বাঘের দুধ,
বনাইতে পারি মঙ্গলে বুধ !

তুলিয়া আনিয়া ঘাটের নীর,
বিকাইতে পারি তপত ক্ষীর !
কাঠের কুঠারে পাহাড় কাটি,
নিরমিতে পারি ঠাকুর বাটী।
এ স্থবলা যদি করয়ে মনন,
ঘটাইতে পারে অঘট ঘটন।
কি না পারি কহ ?” ভুলুয়া কহে,
“কহিছ যা সে কথাই নহে।”

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

অন্তরে কি যন্ত্রণা তা সাধ্য নাহি বলিতে আর !
সন্তাপে তাপিত চিত, রোমাঞ্চিত তনু আমার ॥
তত্ত্ব করি অন্বেষণ, মত্ততার উন্মেষণ,
অন্তরে নিরখি, আঁখি সজল সদা, রোধা ভার ॥
ঘন বিষাদে বুক ভরা, আঁধারে যেন ভরা ধরা,
অন্ধ আঁখি, বন্ধশ্রুতি, বন্ধ ভাষা রসনার ॥
সদা মনে জাগে কিশোরী, জ্যোতি যেন মূরতি ধরি,
ভুলুয়া বলে জ্যোতি সে নহে প্রেমরস মূরতি সার ॥

রূপের বলিহারি যাই !

প্রভাতে সিনানে কাল যমুনার তীরে,
দেখি এক বিনোদিনী আসিতেছে ধীরে।
নবীনযৌবনা, নব রসে গরবিণী,
রসের লোচনপরা, মরাল-গামিনী।
বিজলি বরণ জিনি উজলা সে হয়,
চান্দের কিরণ জিনি শীতলতাময় !
তরুণ অরুণ ভাঙ্গি ননি মিশাইয়া,
সিরজিল বিধি তারে বিরলে বসিয়া।
ঘোমটা খুলিয়া যবে করিল সিনান,
কনক কমল হল জলে ভাসমান।
সে নীরে, উপরে আমি, মুখ ফিরাইল,
নয়ন কমল মোর নয়নে পড়িল !
নয়নে নয়ন তার পড়িল যখন,
স্বভাব সরমে দিল মুখে আবরণ।
আর না দেখিনু মনোহারিণী তাহায়,
তদবধি কেমন হইনু কহা দায়।
প্রেমের মূরতি সেই নাহি তাহে ভুল,
ভুলুয়া ভণয়ে রূপে নাশে জাতি কুল ॥

আহা কি দেখিনু মাধুরী সার,
ত্রিলোকে মিলেনা তুলনা তার।
যে বিধি গড়িল তায় যতনে,
রতন-যতন সে নাহি জানে।
গড়িতে কেবল শিখিয়াছিল,
গড়িয়া রতন ফেলিয়া দিল।
চাঁদ সরাইয়া গগন গায়,
রাখিত যদি সে বিধাতা তায়,
থাকিত তবে সে ধনীর মান,
জুড়াত রূপের পিপাসু প্রাণ।
চাঁদের কিরণ শীতল নহে,
বিরহী-হৃদয় তাহাতে দহে।
শীতল কিরণ সে রূপে রহে,
নয়নে অমিয়া-প্রবাহ বহে।
চাঁদের আসনে বসিলে সে,
নিশিতে ঘুমাতে পারিত কে ?
সেইরূপে সবে নয়ন রাখি।
নিশি পোহাইত বসিয়া থাকি।
বিধি কি অবোধ, করিল কি,
আদাড়ে ঢালিল হোমের ঘি !

মাণিক কিনিয়া রাখিল ঘটে,
রূপের চরম থাপিল পটে।
কনক প্রতিমা ফেলিল মাঠে,
নিরখি কার না হৃদয় ফাটে!
বিধি কি অবোধ!" ভুলুয়া কহে,
"নহিলে কি এত গঞ্জনা সহে!"

"এমন সুহৃদ্ কেহ কি নাই রে,
মিলাইয়া দিবে তায়.
যার লাগি মোর দিবস যামিনী
সমান বিষাদে যায়।
তুষানল জিনি, পরশরানল
হিয়ার মাঝারে জ্বলে,
মরম পুড়িয়া, অঙ্গার হইলে,
নিবায় কে ঢালি জলে!
কোথায় যাইব ব্যথিত পাইব,
মরম দেখাব তারে,
মরমী হইয়া, যতন করিয়া,
যে তায় মিলাতে পারে।
সেই মোর এই দেহের জীবন,
সেই সরবস ধন.

সেই মোর ইহ পরকাল গতি
সেই সুখ-নিকেতন।
মুনি ঋষি হ'লে, তপসা করিতুঁ,
তাহাকে পাওয়ার লাগি।
রাজা হলে রাজ পাট বিকাইতুঁ,
হইতে তাহার ভাগী।
কিছুই যখন নাই ;
বামন হইয়া চাঁদের বাসনা,
তাহার কপালে ছাই।
ডুবিয়া মরিব জলে।"
ভুলুয়া ভাবয়ে "কিশোরী কি মিলে
এমন পণ না হলে।

সুবলের জিজ্ঞাসা।

সুবল সুধায়, "কি তার নাম ?"
শ্যাম কহে, "রূপ রসের ধাম।
কামধনু জিনি যুগল ভুরু।
কেশপাশ পড়ে ঝাঁপিয়া উরু।
কনক কমল সমান মুখ,
সে মুখ দেখিলে থাকে না দুখ !"

সুবল সুধায় "কি নাম তার ?"
শ্যাম কহে, "স্বরে মধুর তার।
সখীর সহিত সিনানে যায়,
দেখিলে নয়ন ফিরান দায় !
পথ আলোকিত করি সে চলে,
পথে যেন রূপে ঢেউ উথলে।"
সুবল জিজ্ঞাসে "কি নাম কহ।"
শ্যাম কহে, "শুন, তাহার দেহ,
মণি মরকতে ভূষিত সদা,
মুনিমনোহরা সেই প্রেমদা।
মণিবিজড়িত কণকহার
শোভিত উন্নত উরস তার।
কোকিল কণ্ঠে কথা সে বলে,
গরবে মরাল গমনে চলে।"
সুবল সুধায় "নাম কি তার !"
শ্যাম কহে, "তায় চাঁদ কি ছার
ললাটে পরে সে সিন্দূর বিন্দু,
বিন্দু নহে তাহা শারদ ইন্দু।
এক ইন্দু জানে জগতে নরে,
দশ ইন্দু তার পদ নখরে।"

সুবল বলে, "যা শুনিতে চাহি,
না কহ এ কথা সে কথা কহি।
নাম নাই শুধু গুণের গীতি।"
ভুলুয়া কহে "তা পিরীতি রীতি।"

সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ।

"নামিয়া যমুনা-জলে,
এ কথা সে কথা, বলিতে বলিতে,
চাহিল কদমতলে।
ছিনু আমি সেইখানে,
নয়নে নয়ন পড়িল যেমন
বিন্ধিল মোহন বাণে।
হাসিল পিরীতি হাসি,
প্রাণ চমকিল, এমন সময়,
তার সহচরী আসি,
কহিল, 'কি লো, ও রাধে!"
ঘোমটায় মুখ তখনি ঢাকিল,
আধ না পূরায়ে সাধে।
নগরে চলিয়া গেল,

চাঁদে আঁধে কোথা সুমিলন সম্ভবে,
সুমিলনে মিলে সমতুল্য।
নিজ-কুল-গৌরব সুবিপুল বৈভব,
পরিহরি রাখাল-প্রেমে ভাসে।
ভুলুয়া ভণয়ে ভাবি, লাখ জন পরখই,
এক নাহি দরশনে আসে।

সুবলের পুনরুক্তি।

মিলন সহজ নহে,
পর্ব্বত উপাড়ি মৃত্তিকা খুঁড়িবে,
সেই খানে মিলন রহে।
প্রস্তর নিঙড়ি, রস আকর্ষণ,
শার্দ্দূল-শাবক ধরা,
সিন্ধু-বিসিঞ্চন অনল ভক্ষণ
তেমতি এ প্রেম করা।
কত বা কৌশলে অন্দরে পশিয়া,
দর্শন পাইবে তার,
কত বা সংশয়, ভঞ্জন করিয়া,
বিশ্বাস জন্মাবে আর!

কত বা আশ্বাস- বচন বর্ষণে,
নির্ভয় করিবে হিয়া,
শেষে, আত্মসমর্পণে, নিত্য সেবার্চ্চনে,
আত্মীয় হইবে গিয়া।
যখন দেখিবে সে,
সরবস পরিহরি, তুমি তার অনুগত,
তখন রোধিবে কে ॥ (১)
অনন্য পিরীতি তাহা,
ভাণু-কুলেন্দুক (২) কান্তি-কমল-মধু
অর্জ্জনমূলক যাহা।
বাঞ্ছা যে করয়ে রাধা,
উচ্চে ভুলুয়া কহে, "অনন্য অন্তরে
তাহার উচিত সাধা" ॥

পুনহি সুবল কহে,
বহ্নি বরণ হেরি, মত্ত পতঙ্গম!
পতন উচিত নহে।

(১) এই পদে পরাপ্রকৃতির উপাসনা-তত্ত্ব প্রকাশিত। পরমপুরুষ পরমাপ্রকৃতির উপাসনা করেন। অন্দরে পশিয়া = ভক্তিযোগের কৌশলে কুলকুণ্ডলীকে জাগ্রত করিয়া। নির্ভয় করিবে হিয়া = স্থির বিশ্বাসে স্থিরচিত্ত হইবে।

(২) ভাণুকুলেন্দুক = ভাণুবংশের চন্দ্রিমার।

তাহে, মরণ-সঙ্কট ঘটে।
ঘটে, সম্পদে বিপদ, বৈর বান্ধবতায়,
(আর) সম্মানে কলঙ্ক রটে।
তুমি, অন্তর অর্পিছ যায়
যদি সে অন্তরে, অপ্রীতি সঞ্চরে,
বহ্নি উগারিবে তায়।
ধৈরয ধর সখে, মর্ম্ম পরখহ,
মর্ম্ম বিনিময় যবে,
হলে, দোঁহে প্রেমোন্মাদ, হৃদয়ালিঙ্গন,
তখন সম্ভব হবে।
তার রূপ দরশনে, তুমি বট উন্মাদ,
কি হল সে তাহা জানি।
এক আকর্ষণে, প্রেম না সংঘটে,
আছয়ে ভুলুয়া-বাণী॥

শ্রীকৃষ্ণ।

"আমি, ধৈরয ধরিব কিসে?
আমার, নয়ন মাঝারে সাপের দংশন,
মস্তক বিদহে বিষে।
বুঝনা কি ভাবে আছি,

কুম্ভীরে ধরিলে, কে পারে বাঁচিতে,
ধরিয়া নৌকার কাছি।
যে সব সান্ত্বনা কর,
তাহা প্রসব-বেদনায় ফোড়ার প্রলেপ,
পৌছেনা অন্তর ঘর।
বাতের টাটানি চন্দন লেপিয়া,
তোমরা সারাতে চাও,
অথবা তরিতে, প্রশান্ত সাগর,
আনিছ ভেন্নার নাও।
উহে কি ধৈরয থাকে,
অন্তর ধরিয়া যে জন টানিছে,
ধৈরয ধরাও তাকে।
আমি, অন্তরে বাহিরে, নিয়ত নিরখি,
তাহারি রূপের ছটা,
দেখি, আকাশে বাতাসে, পাতায়, লতায়,
তাহারি মাধুরী ঘটা।
আর, জীবনে কি মোর কাজ,
সে যদি না মিলে, আকাশ ভাঙ্গিয়া,
মাথায় পড়ুক বাজ।
নয়ন ঠারিয়া, সরবস লুটি,
বুক বিদারিল সে।"

ভুলুয়া ভণয়ে, "এমন হইলে,
ধৈরয ধরিবে কে" ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়।

"সুবল, তাহাকে মিলায়ে দেও।
তাহাকে মিলায়ে, জনমের মত,
আমাকে কিনিয়া লও।
তাকে না পাইলে, হৃদয় ফাটিয়া,
আমার মরণ হবে,
সে পাপের ভাগী তোমরা হইবে,
কলঙ্ক রহিবে ভবে।
পরে যা ঘটিবে, সময় থাকিতে,
তোমাকে বলিয়া যাই,
শেষে যে আমায়, দোষাইবে সবে,
আমি কিন্তু তাহে নাই।
এই যে দেখিছ মোরে,
কাঠের মূরতি, জীবন বিহীন,
বল নাই কলেবরে।
যে সকল কথা বল,
আমার শ্রবণে, কিছু নাহি পশে,
মনে হয় হলাহল।

তুমিই ভরসা মোর।"
ভুলুয়া নিবেদে, "জয় রাধে বলি,
বাড়াও মনের জোর।"

সুবলের উপদেশ।

বিচার যাহার নাই, তাহাকে বা কি বুঝাই
রাই-পিরীতি কি সামান্য ?
অন্তরে থাকিলে "হয়" মুখে "না" বলিতে হয়,
বাঁচাইতে হয় লোক-মান্য। (১)
রাধার পিরীতি সুধাসার,
বিঘন বিপদ তার, দশ দিকে অনিবার,
উত্তীরণ চাহি বার বার।
নব অনুরাগ যবে, সদা সাবধান রবে,
মরম কভু না ফুকারিবে,
নিবসিয়া নিরজনে, নিতি সমাহিত মনে,
জপি নাম রূপ ধেয়াইবে।
করিয়াছ লক্ষ্য যাহা, অলক্ষে রক্ষিবে তাহা,
প্রাণপণে করিবে যতন।

(১) যিনি সাধক হইবেন, তিনি যত লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবেন তত শীঘ্র ইষ্ট লাভে কৃতার্থ হইবেন। নিঃসঙ্গ হইতে হইলে প্রথমে দীন হইতে হইবে। দীন হইতে হইলে লোকের অপেক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে। যেদিন লোকাপেক্ষা যাইবে, সেদিন নিভয়তা আসিবে।

হলে কথা লোকময়, সে কাজ হওয়ার নয়,
সাবধানে রাখহ গোপন।
পড়ে যাহে দশের নয়ন,
সে কাজে সফল হওয়া, সিঁড়িপাতি স্বর্গে যাওয়া,
পদে পদে বহু বিড়ম্বন।
সফল হইতে আশা যার,
মরম গোপন করি, এক মনে পথ ধরি,
গমন বিহিত হয় তার॥
পাষাণে বাঁধিয়া বুক, সহিবে সকল দুখ,
সুখের মাথায় মারি বাজ,
সাপে বাঘে যদি খায়, ভয় না করিবে তায়,
সাধনা ত সাহসের কাজ।
দেখিলে পাগল হলে উহে না পিরীতি বলে,
পিরীতি-ধরম পথ ধর ;
চাও যার সরবস, আগে হও তার বশ,
আগে তার উপাসনা কর।
বিসরি বিষয়-কাম, জপ কর তার নাম,
মন প্রাণ কর নিবেদন,
থাকিলে মনের জোর, সে জন হইবে চোর
আপনি সে দিবে দরশন।

সাধনার কথা নাই, আনন্দরূপিণী চাই,
আছাড়ে কি পদ্মলাভ হয়?
অসাধনে কল্পনায়, শান্তি-নিকেতন চায়,
ভুলুয়ার মত দুরাশয়।

সুবলের প্রতি।

নিন্দিরূপে ইন্দু ধনী ভানুর মণিমন্দির-
-শিখরে সুধা বিকিরণে, আখি পলকহীন থির॥
(আমি আপন চোখে দেখিয়াছি।)
গলিতেন্দু শোভিত শিখি কুন্তলে কালিমাবাস,
পরিধানে রতন-মণি-খচিত পরনীলবাস,
অঙ্গে রতিরঙ্গরস বদনগতি গম্ভীর॥
(আমি আপন চোখে দেখিয়াছি।)
ইন্দুনিভানন ইন্দ্রনীলবরণ বাসমাঝে,
সুনীলাকাশে প্রকাশিত শারদেন্দুসম সাজে।
ভালে সিন্দূরবিন্দু তাও ইন্দু যেন সন্ধির॥
(কেবল ইন্দুর ছড়াছড়ি।)
(আমি আপন চোখে দেখিয়াছি।)
পরমেষ্টরূপিণী সে অষ্টসখী-বেষ্টিতা;
(যেন) চন্দ্রহারে চন্দ্রঘেরা, চন্দ্রমালার দেশ্‌টী তা।
(কেবলই চাঁদের বাজার মেলা।)

আগে জানিতাম একহি চাঁদ,
(এখন দেখি চাঁদের বাজার।)
ভুলুয়া পরমাণে, পরাণে ওহি মূরতি শান্তির ॥

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল।

ভানু-ভবন-মন্দিরে হৃদানন্দ-বিধায়িনী ;
চিত্ত-চির-বাঞ্ছিতা শ্রীরাধিকা নীলাম্বরীপরা ॥
(তুমি গেলেই তায় চিন্‌তে পারবে।)
গতি মরাল-মন্থর, রস-সরস অন্তর ;
অষ্টসখী-বেষ্টিতা শ্রীরাধিকা নীলাম্বরীপরা ।
(তুমি গেলেই তায় চিন্‌তে পারবে।)
টল টল তার সুবদন, ঢল ঢল তার ঢুনয়ন,
(আবার) রতনমণি-মালিকা শ্রীরাধিকা নীলাম্বরীপরা ॥
(তুমি গেলেই তায় চিন্‌তে পারবে।)
ভানু-ভবন-বালিকা, শরণাগত-পালিকা
ভুলুয়া-ভয়-নাশিকা শ্রীরাধিকা নীলাম্বরীপরা ।
(তুমি গেলেই তায় চিন্‌তে পারবে।)

সুবলের অন্বেষণ।

মাধব-হৃদয়-বেদনা শুনি,
সুবল নগরে চলে তখনি।
আধ পথে আসি বিশাখা সনে,
দেখা হল, ঘন তমাল বনে।
বিশাখায় দেখি সুধাল তায়,
"কোথায় চলিছ বল আমায়";
বিশাখা কহিল, "মোদের রাই,
আজ তিন দিন চেতনা নাই।
কি বলে কি করে বুঝিতে নারি,
ঘন হেরি ঘন নয়নে বারি।
ময়ূরের কণ্ঠে চাহিয়া রহে,
আপনার মনে কত কি কহে।
ওষুধ খুঁজিতে যেতেছি আমি,
সুবল, কোথায় চলিছ তুমি?"
সুবল কহিল, "মোদের শ্যাম,
না পারে বলিতে আপন নাম।
জলদে চপলা খেলিতে থাকে,
একহি ধেয়ানে তাহাই দেখে।

সুধাকর পরকাশে আকাশে,
দরশি নিশায় নিদ না আসে।
কনক-কলস যাহার কাখে,
একহি ধেয়ানে তাহাকে দেখে।
রূপ দেখা রোগ এসেছে দেশে,
এ দেখে কনক, নীল দেখে সে।
পাইলে ঔষধ বলিও মোরে।”
শুনিয়া ভুলুয়া হাসিয়া মরে।

সুবলের কপট সংবাদ।

ফিরিয়া আসিয়া, হরি বুঝাইতে,
সুবল কহিল, “শ্যাম,
যা বল তা বল, দুপুরে ডাকাতি,
এ নহে আমার কাম।
যাইয়া দেখিনু তারে,
চন্দনের ফোঁটা ললাটে পরেছে
ধরেছে পূজোপহারে।
আতপ তণ্ডুল, চন্দন কুসুম,
দূর্ব্বা বিল্বদল তায়,

একহি নয়নে সে বররঙ্গিণী
অম্বিকা-মন্দিরে যায়।
উঠিয়া মন্দিরে ভকতি অন্তরে
জুড়িয়া যুগল কর,
বলে, 'মা অম্বিকে! করুণা করিয়া,
চরণে কিঙ্করী কর;
সংসার-সুখের সম্ভোগ-বাসনা,
বিস্মরণ যেন ঘটে;
তব নাম গুণ বিনা আন কথা
রসনা যেন না রটে;
তোমার মহিমা শ্রবণে কীর্ত্তনে
অনুরাগ যেন ফুটে;
যাতনাজনক ভাল-মন্দ-ভেদ
বুদ্ধি যেন যায় ছুটে;
ও পদ-পঙ্কজ অর্চ্চনায় যেন
মোর এ জীবন যায়;
আর বাঞ্ছা মনে এ দেহান্ত পরে
স্থান যেন পাই পায়।'
বলিতে বলিতে বদনমণ্ডল
ভাসাল নয়নজলে,

যে দেখে সে বলে, 'ভক্তি আবির্ভূতা
ভানুর নন্দিনী ছলে।
এ ব্রজমণ্ডল, তীর্থে পরিণত,
তার পদরেণু স্পর্শি।'
প্রধান মণ্ডলী কীর্ত্তনে সদ্‌গুণ,
স্বচক্ষে আসিনু দর্শি।
ধর্ম্মগত প্রাণা, ভক্তি-সমন্বিতা,
সুযশে সংসার ভরা,
রসের কীর্ত্তনে, রাসের নর্ত্তনে,
অসম্ভব তায় ধরা।
মধুপ-গুঞ্জনে পদ্মিনী সন্তোষে,
ধুতুরায় কৈ তাহা শুনে?
সুধাংশু চন্দ্রিমা চকোরে প্রার্থনে,
কাকে অনর্থক গণে।
কাব্য-সুধাক্ষর ঈক্ষণে জর্জ্জর,
মূর্খ-নিরক্ষর-গাত্র।
প্রেম-সুসঙ্গীত সন্ন্যাসী সম্মুখে
ব্যঙ্গের বিষয় মাত্র।
আসক্তিবর্জ্জিতা, তপস্যা-তৎপরা,
কর্কশ নিয়মে চলে,

প্রেমানুবন্ধনে, তাকে নিবন্ধিবে ?
—বৃক্ষে কি পাগল ফলে ?
ছাড় অসম্ভব আশা,
কেতকী-জঙ্গলে, মধু না সম্ভবে,
সেইখানে সর্পের বাসা।
শুন হে উন্মাদ শ্যাম,
মাকাল দর্শিয়া, রসাল চিন্তিছ,
উহে না পূর্ণিবে কাম।”
শুনিয়া ভুলুয়া আগুলি সম্ভাষে,
সম্ভাষে বিনাশী আর্ত্তি।
যত, নবীন বয়সে, সন্ন্যাসী তপসী,
সব কৃষ্ণপ্রেমপ্রার্থী।

সুবলের মুখে সংবাদ শুনি,
অবনত মুখে রহিল মুনি।
উনমত মন যাহার তরে,
যার তরে আঁখি নিয়ত ঝরে।
তার দরশন হইল দায় ;
কি করে, উপায় ভাবি না পায়।
পীতবাসে আঁখি মুছিয়া পুনঃ
কর ধরি কহে, “সুবল শুন,

এত গুণ যদি তার না হবে,
যদি সে গোকুলে যশে না রবে,
দশে যদি তার গুণ না গায়
তার প্রতি মোর মন কি ধায় ?
রূপের সাগরী গুণের নিধি,
করিয়া তাহাকে গড়েছে বিধি।
নিরখি পরখি দেখেছি তারে,
গঠিতা সে চারি ধরম-সারে।
তাহে বৃষভানু রাজার বালা,
পরে অনুপম মতির মালা।
না জানে কলহ না জানে দ্বেষ,
হাসনে ভাষণে রসের শেষ।
তারই যশ বটে প্রবীণে গায়,
তাহার মহিমা ভবে কে পায় ?
এত রূপ গুণ রস যেখানে,
নিরমল প্রেম-খনি সেখানে।
তার নামে অনুরাগ উপজে,
তাপ যায় তার চরণ-রজে,
তনু মন তার বিরহে দহে।"
বরণন শুনি সুবল কহে,

"বলিনু বিরাগ ঘটিবে যায়,
দ্বিগুণানুরাগ বাড়িল তায়।
শুনিয়া ভুলুয়া সুধীরে ছন্দে,
"ভুলানো কি যায় চকোরা চন্দে!"

ঘুরিয়া আসিয়া সুবল কহিল,
"শুন উনমাদ রায়,
যেরূপ দেখিনু তাহাতে বুঝিনু,
সে নাহি তোমাকে চায়।
তুমি ত পাগল তাহার লাগিয়া,
সে ভাবে অন্যের কথা,
উপেখিত হয়ে, চাহে অনুরাগ,
এমন নাবুঝ কোথা?
সারাদিন থাকে দেবীর মন্দিরে,
করে জপ তপ নতি,
তাহাকে লভিয়া, কি রস পাইবে,
সে নারী নীরস অতি।
সে ভজে অম্বিকা, তুমি ভজ তায়,
মরি কি বিধির খেলা।
এরূপ উৎপাতে, সংসার ভরিল,
বাড়িল মন্তের মেলা!

সে সদা অম্বিকা- চিন্তায় তন্ময়,
আবদ্ধা অম্বিকা-পায়।
ব্রহ্মা আসি যদি মন্ত্রে আকর্ষণে,
তাহাকে নড়ানো দায়।
কঙ্কর না ভিজে রসে।
যোগী, ন্যাসী, জ্ঞানী, তপস্বী, করমী,
না আসে পিরীতি-রসে।
রাখালি-গৌরব নাশি,
কিশোরীর তরে হ'লে উনমাদ,
ভুলুয়া মরিবে হাসি।

নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ।

এত কি সুন্দর করি, বিধি তারে নিরমিল,
তুলনা জগতে নাহি পাই।
তার রূপ নিরখিলে, পলকে গলয়ে শীলে,
যমুনা ও উজান বহাই।
এত কি মধুর তার নাম,
"জয় জয় আহ্লাদিনী," "বৃন্দাবন মহারাণী",
যত বলি তত প্রাণারাম।
ভাবিলে তাহার মুখ, দূরে যায় সব দুখ,
হারাণ রতন যেন পাই,

পলক ফিরে না আঁখি, যখনি ধেয়ানে থাকি,
মরমের যাতনা জুড়াই।
প্রতিবাদী বিধি নিরদয়,
প্রেমের মিলন-পথে, বিথারিল নিজ হাতে,
বৃথালাপ লোকলাজ ভয়।
জানেনা সে হীনবোধ প্রেমের ধরম,
গড়িতে শিখিয়াছিল, প্রেমিক গড়িয়া দিল,
তার পরে না বুঝিল কাহারো মরম।
মন খুলি মনের বাসনা বলি যায়,
মরমী না হয়ে মোরে, সেই উপহাস করে,
ধরায় মরমী মেলা দায়॥
বৃথা আশা পরের আশায়।
অনুরাগ বুঝি মনে, আসে যদি নিজ গুণে,
তবে মোর দুখ দূরে যায়।
আকাশ বাতাস তথা যাও,
আমার যাতনা যাহা, তাহাকে বলিও তাহা,
ভুলুয়া তাহার গুণ গাও।

যমুনাতীরে শ্রীমতীকে দূর হইতে দেখিয়া।

ঐ যায় আমার মনের মানুষ
মরাল ধীর গমনে,
গমন-চমকে, রূপের আলোকে,
মোহিত করিয়া ভুবনে।
সৌদামিনী যেন গগন ছাড়িয়া,
চলিতেছে পথ বাহিয়া,
অথবা সোনার প্রতিমা-হাঁটিছে,
চাঁদের মুখোস পরিয়া।
দেখরে সুবল, দেখ
পার যদি হেন অনুপম ছবি
বটের পাতায় লেখ।
যখন যেখানে থাকিব,
অবসরমত আঁকা ছবি দেখি,
মনকে বুঝায়ে রাখিব।
নীরবে বিরলে বসিয়া সকলে
দেখিব ও রূপ-ছটা,
(আর) ভুলুয়াকে ডাকি, রচিতে বলিব,
(ওর) গমন মাধুরী ঘটা।

ঐ ত রে গেল চলিয়া,
নয়নের ঠারে সরবস লুটি,
আমাকে পরাণে বধিয়া।
এমন সুহৃদ কেহ কি নাই রে,
উহার নিকটে যাবে,
বিনয়-বচনে, মিনতি করিয়া,
ক্ষণ দাঁড়াইতে কবে।
দাঁড়াইলে আমি দূরে দাঁড়াইয়া,
দেখিতুঁ কমল-মুখ ;
যে মুখের লাগি এ দেহ জারিল,
সহি নিতি নব দুখ।
নিদে জাগরণে, ভোজনে ভ্রমণে,
যেরূপ হৃদয়ে জাগে,
সে রূপের ঐ স্বরূপ প্রতিমা,
হাঁটিছে আমার আগে।
তিল দাঁড়াইলে, নিরখিয়া আমি,
মিটাই মনের আশ,
তোমরা না পার, ভুলুয়াকে বল,
সে ওর চরণ-দাস।

তখন আপনি ডাকে হাত উঠাইয়া,
"কে যাও সুন্দরি, ফিরি নিরখ আসিয়া,
কেশের কণক-চাঁপা গিয়াছে পড়িয়া,
চোরে না লইতে নিয়া যাও কুড়াইয়া।
তবু ডাকি যদিও না মোর প্রয়োজন,
আমার স্বভাব পরহিত আচরণ।"
শুনি ভানুরাজসুতা ফিরিয়া চাহিল,
মুরলী তুলিয়া পুনঃ দেখাতে লাগিল,
"ঐখানে পড়িয়াছে, ঐখানে ছিল।"
শুনি রাধা পরখিতে সেখানে আসিল।
নিকটে যাইয়া শ্যাম পুছে বার বার,
"যে চাঁপা দেখিনু হেথা তাহা কি তোমার?"
কথা না বলিয়া ধনী চলিতে লাগিল,
হতমান হ'য়ে শ্যাম দাঁড়ায়ে রহিল।
ক্ষণ পরে কহে হরি আপনার মনে।
ভুলুয়া আড়ালে রহি নিজ কাণে শুনে।

অহৈতুকী।

মন যারে ভাল বাস্‌বি,
সে বলুক বা না বলুক কথা, তায় কেন দোষ ধর্‌বি?

যাহাতে তার গৌরব থাকে, তাহাই সদা করবি।
তার, কলঙ্কের পথ বন্ধ করি, যশের নিশান ধর্‌বি॥
সে কি আত্মসুখের জিনিস্‌ রে মন, কু কথা তায় বল্‌বি।
তাহার লাগি সকল প্রকার ভোগবাসনা ভুল্‌বি॥
তাহার শান্তি যাহায় ঘটে, তাহাই সদা কর্‌বি।
তাকে, মলিন দেখ্‌লে মর্‌বি কেঁদে, হাস্‌লে পরে হাস্‌বি॥
মন্দিরের প্রতিমা সে যে, কেবল নয়ন ভ'রে দেখ্‌বি।
তাকে ফুল চন্দনে কর্‌বি পূজা, আর, মাথায় করে রাখ্‌বি।
সাপে বাঘে খায় যদি, ভয়, তাহাতে না কর্‌বি।
প্রয়োজন হয় তাহার লাগি জলে ডুবে মর্‌বি॥
ভুলুয়া গায় এমন পিরীত করিতে যে পার্‌বি।
সে, মানুষ হলেও এই জীবনেই দেব্‌তার উপর উঠ্‌বি।

শ্রীবৃন্দারাণীর

আবির্ভাব।

জয় জয় ভক্তিরূপা বৃন্দা ঠাকুরাণী।
গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়া রাস-রস-খনি।
শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা-মাধুরী-সহায়,
অনুগত অকৃপণা নিত্য করুণায়।

কাম্যবননিবাসিনী কৃষ্ণপ্রদায়িনী।
বৃন্দারণ্যপ্রাণ জয় বৃন্দা মহারাণী॥

সুবল ও বিশাখা।

কুসুম তুলিতে আসিল বিশাখা,
সুবলের সঙ্গে হইল দেখা।
নিকুঞ্জ-কাননে তমাল তলে,
বিশাখায় ডাকি সুবল বলে,
"শুন সহচরী, তোমার ঠাঁই
একটী গোপন শুনিতে চাই।
বলিতে হইবে শপথ করি,"
বিশাখা কহিল, "কহিতে পারি।"
"তোমরা সঙ্গিনী হয়েছ যার,
কি কথা এখন অন্তরে তার?"
বিশাখা সুধায়, "তোমরা যার
সখা, কেন হেন স্বভাব তার?
নব-কুলবধূ সিনানে যায়,
আড়ে আড়ে তার পানে সে চায়।
ছল করি তার নিকটে আসে,
উপযাচি কথা কহিতে বসে।

গায় রাধানাম বাঁশীর সনে,
কলঙ্কের ভয় কিছু না গণে।"
সুবল কহিল, "সে কথা যাক্,
তোমার সখীর গৌরব থাক্।
বিধির কৃপায় পাইয়া রূপ,
না করে গণন গুণের ভূপ।
নয়নের ঠারে বধিল যায়,
সেই একবার দেখিতে চায়।
আসে যদি এই তমালতলে,
শুধু দুটী কথা যাইত ব'লে।"
হেন কালে বৃন্দা আসিয়া দোঁহে,
মধুর মধুর হাসিয়া কহে,—
"কি হেতু গোপনে এখানে আসিস্
বল্ শুনি, তোরা কি কথা কহিস্।"
সুবল কহে, সে সখার তরে
কনক-কমল তলাস করে।
বিশাখা গোপন ভাঙ্গিয়া কহে,
"কনক-কমল কোথায় রহে?
মোরা সহচরী যাহার পায়,
ওর সখা তাকে দেখিতে চায়।

তমাল-তলায় আসিতে বলে ;
থাকিবে কি কুল-মান তা হ'লে ?
কুলশীলমানে যাহারা ভরা,
কৃষ্ণপ্রেম কভু চাহে কি তারা ?"
শুনি বৃন্দা হাসি কহয়ে, "হায় !
গরুর রাখালে বুঝানো দায়।
কি হেতু এখানে আসিবে সে,
কলঙ্ক রটিলে ঢাকিবে কে ?
গোরুর রাখালী করম যার,
এত সাধ কেন মরমে তার ?
রাজার মেয়ে সে হাজারও হলে।"
"রাজারও ছেলে সে," সুবল বলে।
শুনি বলে বৃন্দা, "হলে কি হবে,
রাখালিয়া গন্ধ কিরূপে যাবে।
মনের মতন মানুষ পাই,
যাচিয়া পিরীতি করিতে যাই।
অবোধে গোবোধে পিরীতি করি,
আয়ু না ফুরাতে পরাণে মরি।
বসন্ত কি আসে কাকের ডাকে ?
কে মিশায় ঘৃত কচুর শাকে ?

দুধের বদলে খায় কে কালি
চিনি কে চিবায় মিশায়ে বালি ?
কে খায় পায়স মিশায়ে ঘোলে ?
বীণার সঙ্গত কে করে ঢোলে ?
বেহালার সঙ্গে বাজাব ঢাক,
এমন পিরীতি মাথায় থাক।”
সুবল হাসিয়া কহিল, “বৃন্দে,
কিবা ফল আর কপটে নিন্দে।
রসিকশেখর কিশোর শ্যাম,
নিতি নব রূপ-রসের ধাম।
মদনমোহন জানিও তায়,
রতিপতি মোহ উপজে যায়।
তাহার মুরলী রসের বাঁশী,
শুনি কত রাজা হয় উদাসী।
কত নারী শুনি ভাসায়ে কুল,
উপাড়িছে কুল-লাজের মূল।
তোমার কিশোরী শুনি সে বাঁশী,
বাহিরে কি হেতু দাঁড়ায় আসি ?
দোঁহে মরে দোঁহ বিরহানলে,
বিলম্ব কি ভাল এমন হ'লে !

কিশোরে কিশোরী মিলিত হ'লে,
বিজলী খেলিবে জলদ-কোলে।
সোনায় রসান যখন ধরে,
তখনি বরণ উজ্জ্বল করে।
মণি সোনা মিশি না হ'লে হার,
দোকানী কি করে গৌরব তার?
সে রাজকুমারী, এ রাজকুমার,
মিছরী দানিবে মাখনে সু-তার।"
হাসি কহে বৃন্দা, "তা যদি হয়,
সহজে মিলন উচিত নয়।
কপট কহিও তার অধরে,
সুখের মিলন বিরহ পরে।"
ভুলুয়া অঙ্গুলি বলে, "যা বল,
ফুরাইলে দিন মিলে কি ফল?"

সুবলের কপট সংবাদ

শুনহে না-বুঝা শ্যাম!
আজ হ'তে আর ভ্রমেও কভুও,
না নিও তাহার নাম।
তুমি ত পাগল তাহার লাগিয়া,
সে তোমার নাম শুনিয়া,

বাঘিনীর মত উঠিল গরজি,
আমিত রহিনু মরিয়া।
লম্পট শঠ কত না কহিল,
কত না করিল নিন্দা,
বিশাখা তাহায়, বিশেষণ দিল,
নিষেধ করিল বৃন্দা।
বারে বারে ধনী মোর পানে চায়,
নয়নে ভ্রূকুটি করি।
সাপিনী দরশি ভেকের মতন,
আমি ত তরাসে মরি।
কোন রূপে আমি এনু পলাইয়া,
তবুও সে কটু ভাষে।
কিশোরী লাগিয়া, এত অপমান,
শুনিয়া ভুলুয়া হাসে।

তার সে সকল কথা!
কহিবার নহে, কহিলে কেবল,
মরমে পাইবে ব্যথা।
বিশাখা তাহার প্রিয় সহচরী,
তাহারি সহিত রহে,

মোর অনুরোধে সে তাকে ডাকিয়া,
তোমার বাসনা কহে।
শুনিয়া সে ফিরে কহে,
"এ হেন দুরাশা, আমাকে লালসা,
আপাদ-মস্তক দহে।
কি কহিব তোর ঠাঁই?
এখনি তুমুল বাধাইতে পারি,
মোর কি কেহই নাই?
রাজার নন্দিনী মোরে কটুবাণী—
পরাণে না করে ডর।
কেমন সে কানু শিখাইয়া দিব,
দেখায়ে শমন-ঘর।
ডাকিনী বাঘিনী জটিলা কুটিলা,
শাশুড়ী ননদী যার,
তার প্রীতি সাধ, বলিস্ তাহাকে,
মরণ নিকটে তার!
তাই ঘাটে পথে আমাকে দেখিলে
একহি ধেয়ানে চায়।
শুনিতে চাইনা তবু ঘনাইয়া
দু'কথা বলিয়া যায়।

এতদিন আমি ভাবিতাম ভাল,
নন্দের দুলাল বটে !
এখনে বুঝিনু শঠ-শিরোমণি
ছল তার সর্ব্বঘটে।
ভাল বলি যারে, সদা ভালবাসি,
তার এই ব্যবহার।”
শুনিয়া ভুলুয়া লাজে অবনত,
(হ’ল) রসনা অবশ তার।

কি লাভ ভাবিয়া তায় ?
ভাবিয়া ভাবিয়া মরিলেও সখে
তাহাকে মিলান দায়।
বাঘিনীর দুধ মিলাইতে পারি,
জাগন সিংহের দাঁত।
কিন্তু শুন বলি তাকে মিলাইতে,
দৈবেরও নাহিক হাত।
সে কুলকামিনী, ঘরের ঘরণী,
তাহাতে দশের ঘর।
দিবস যামিনী দশদিকে তার
পহরা কঠিনতর !

তাহাতে আবার নূতন যৌবন,
তাহাতে আদরে ভরা,
তাহাতে রাজার দুহিতা বলিয়া,
অভিমানে গরগরা।
আট সখি তার চরণ-সেবায়,
সতত যতনপরা।
কিছুই সে কভু করে না গ্রাহ্য
ধরাকে গণয়ে সরা।
তাহাতে আবার তোমার পিরীতি,
নাম শুনি লাজে মরে।
তাহাতে বাঘিনী- সমান ননদী
ঘরে গরজন করে।
বলিয়া বুঝানো দায়,
লোহার গারদে, লোহার শিকলে,
বাঁধা সে সরব গায়।
লাজ-ভয়-হীন, কুল-মান-নাশা,
প্রেমের ধরম যাহা,
ধন-জন-রূপ- কুলাভিমানীর
গ্রহণীয় নহে তাহা।
মহা বেগবতী প্রবাহিণী সম,
উধাও হইয়া যায়,

প্রাণ ছুটি যায়, কুলের বাঁধন,
ছিঁড়িতে শকতি তার।
হয় হোক্ সেই, রাস-রসবতী,
তাতে বা কি হবে ফল ?
তীর দেশ ভাঙ্গি, বাহির হইতে,
পারে কি বিলের জল ?
অন্দরে বসিয়া এখনে ভাবে সে,
কুলের ধরম শুধু।
ভুলুয়া ও কহে, "কুলের ধরমী,
না চাহে মাধবে বঁধু।"

সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ।

জাননা, জাননা, তুমি জাননা !!
শুনিয়া সুবলে কহে অনুরাগী শ্যাম।
বাধা-বিনাশক অনুরাগ যার নাম ;
তুমি জাননা ॥
কত পরবত ভাঙ্গি মিশায় ভূতলে,
পথ করি পিরীতি বঁধুর কাছে চলে,
তুমি জাননা।
জটিলা কুটিলা বটে পথের জঞ্জাল।
অনুরাগ বাঘ ঠাঁই তারা ফেরুপাল,

তুমি জাননা॥

ধন জন রূপ কুল গরব যা রহে,
অনুরাগানলে সব তৃণ সম দহে;
তুমি জাননা॥

কেন সে না মোর হবে আমি যদি তার,
মোর মত উনমত সেও অনিবার।
তুমি জাননা॥

সে নাহি টানিলে কেন টানে মোর মন,
ভুলুয়া কহিল আর রোধ অকারণ,
তুমি জাননা॥

সুবল কহিল, "শ্যাম!
নিতান্তই যদি, রহিতে না পার,
কর তবে এক কাম।
যখন, ধরমে তাহার মন,
ব্রাহ্মণ হইয়া, প্রভাতে সিনান,
কর তুমি আচরণ।
চূড়া ফেলাইয়া, বাবরী ছাঁটিয়া,
শিরোপরি রাখ শিখা,
অগুরু চন্দন, অঙ্গে না মাখিয়া,
মাখ গঙ্গামিরতিকা।

তসর পরিয়া, তিলক করিয়া,
নামাবলি বাঁধ শিরে,
পৈতা পর গলে, চণ্ডী বাঁ বগলে,
পথ চল ধীরে ধীরে।
ব্রতের মন্তর, কথার তন্তর,
শিখ এ রাখালী ছাড়ি,
নগর ভ্রমিয়া, দুই চারি দিন,
পাঠ কর বাড়ী বাড়ী।
তার পরে পাঠে সুযশ রটিলে,
অম্বিকা-মন্দিরে যাবে,
নিতি সে কিশোরী সেইখানে যায়,
সেই খানে দেখা পাবে।
শুনহে কাজের কথা,
অতি মনোযোগে, প'ড় চণ্ডী তথা,
ঘন ঢুলাইয়া মাথা।
চণ্ডীপাঠ সারি প্রণাম করিবে,
দণ্ডের মতন পড়ি,
কাঁদ কাঁদ স্বরে "দয়াময়ি" বলি
দিবে তিন গড়াগড়ি।
ভণ্ডের মতন ভকতি দেখাবে,
বলিহারি দিবে সবে,

কেহ বা বলিবে, "সাধু, মহাসাধু!"
কেহ পদধূলি লবে।
উপদেশে মন দেহ,
এমনি হইবে, শঠের ঠাকুর,
ধরিতে নারিবে কেহ।
রাধা-প্রেম হৃদে গোপন করিয়া,
শিবনাম মুখে লও;
বাহিরে শিবের ভকত; অন্তরে
রাধা-অন্বেষণে রও।
সাধু আচরণে, সাধু বলি যবে,
সুনাম রটিবে দেশে,
এ ব্রজ নগরে, যত নর নারী,
আসিবে তোমার পাশে।
আসিবে সে রাধা সাধু দরশনে,
লুটাইবে পদমূলে,
তুমি যে রাখাল, রাজার নন্দিনী,
সে কথা যাইবে ভুলে।
তখন কপাল, খুলিতেও পারে,
শুনিয়া ভুলুয়া ভাষে,
"মনের মতন সখাটী গড়িয়া,
বিধি বসাইল পাশে।

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

—*—

মিলনোদ্যোগ।

বিশাখা কহিল রাই,
ভাবিয়া দেখিনু, এবার তোমার,
ভাগ্যের অবধি নাই॥
মিলে কি না মিলে ভাবিতেছিলাম,
কি করুণা কৈল বিধি,
যাচিয়া আসিয়া কৌটায় উঠিল,
ব্রজের মঙ্গল-নিধি।
বন পশু পাখী যার দরশনে
ভোজন শয়ন ভুলে,
ধেনুপাল তৃণ- ভোজন ভুলিয়া,
চেয়ে থাকে মুখ তুলে,
কুশল মানুষে রতি যাহে করে,—
নিত্য প্রিয় জ্ঞান করি,
তোমার কপালে, মিলিয়াছে সেই,
ব্রজের মঙ্গল হরি॥ (১)

(১) কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্।
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদি ভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্। ইত্যাদি।
শ্রীশ্রীভাগবত।

লাখ লাখ যুগ তপস্যা করিয়া,
লভিতে না পারে যাহা
অন্দরে বসিয়া, অনায়াসে তুমি
লভিলে এবার তাহা।
বিধি কি সদয় তোমা,
নিরখি পরখি, দেখিনু গোকুলে
কেহ নাই তব সমা।
এখন যা বলি কর,
যতন করিয়া, হিয়ার মাণিক,
হিয়ার উপরে ধর।
তুমি রসবতী, শ্যাম রসময়,
সমানে সমান হল,
যেখানে যা সাজে, বিধি তা সাজায়,
আর কেন দুখ বল ?
শুভ দিন যদি এল,
রসময় শ্যাম, স্মরিয়া এখন,
রসের নগরে চল।
তোমার বল্লভ যে,
ভুলুয়া নিবেদে তমাল-তলায়,
আছে দাঁড়াইয়া সে।

বংশীবটে বসি শ্যাম মুরলী বাজায়,
বৃন্দাদেবী সেই পথে চলে যমুনায়।
মাধব ধাইয়া তাকে জড়াইয়া ধরি,
বলে, "আর কত দিনে পাইব কিশোরী!"
কোলে ধরি প্রাণমনময় শ্রীগোবিন্দে
ঝরে আঁখি বৃন্দাদেবী অতুল আনন্দে,
বলে, "মিলাইলে তুমি দিবে কোন্ দান?"
হরি কহে, "প্রদান করিব এই প্রাণ।"
বৃন্দা কহে, "প্রাণে মোর নাহি প্রয়োজন
মন প্রাণ লহ মোর, এই নিবেদন।
যুগল হইয়া যবে দাঁড়াবে দুজন,
মোর শিরে রাখ যদি তখন চরণ।
রাখিয়া চরণ ছাড়া কভু না করিবে,
শপথ করহ তবে মিলিতে পারিবে।"
কহে হরি "তোমা ছাড়া আমি কভু নাই,
তোমার পরশে আমি শরীর জুড়াই।" (১
আর না কহিতে পারি নীরবে রহিল,
নীলেন্দু-বদন যেন মেঘে আবরিল।

(১) ছপ্পান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি॥

প্রেমের মূরতি দূতী কহিল তখন,
"কাল পরভাতে দোঁহে করাব মিলন।
নিভৃতে নিকুঞ্জে কাল থেকো দাঁড়াইয়া,
বিশাখা আসিবে তার কর ধরি নিয়া।"
ভূমে পড়ি বৃন্দা হরিপদ বুকে ধরে,
ভুলুয়া নিরখি নিভিরিতে আঁখি ঝরে।

শ্রীমতীর প্রতি বিশাখা।

বিশাখা কহিল' "ধনি, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি,
সে বর নাগর শ্যামরায়,
কত না সাধনা করি, তোমা লাগি সুন্দরি
আনিয়াছি তমাল-তলায়।
এখনে যদি না যাবে, পেয়ে মণি হারাইবে,
কাঁদিলেও আর না মিলিবে,
সখীর শকতি যাহা, বিশাখা করিল তাহা,
ইহ পরে আর কি করিবে।
জটিলা কুটিলা যারা, এবে আনমনে তারা,
ত্বরিতা হইয়া চল যাই;
বিলম্বে ঘটিবে গোল, আছে ভুলুয়ার বোল,
সুযোগ ছাড়িতে কভু নাই।

বিশাখার মুখে সংবাদ শুনি,
অবনতমুখে রহিল ধনী।
সরমে শুকাল কমল মুখ,
বিজলি চমকে কাঁপিল বুক।
ঘূর্ণীর মতন ঘুরিল মাথা,
সমুঝি না পারে কহিতে কথা।
ঊরু নিতম্বে করিয়া ভর,
বসিয়া পড়িল ভূতলোপর।
ললিতা আগুলি করিল কোলে,
বিশাখা বুঝায় মধুর বোলে।
"সুন্দরি, অন্তরে না কর ভয়,
মাধব-পিরীতি অমৃতময়।
আমরা দুজনে যাইব সঙ্গে,
ভাসিও সুখদ রস-প্রসঙ্গে।
রসিক-শেখর নাগর শ্যাম,
সাগর জিনিয়া রসের ধাম।
রসবতি! চল তাহার ঠাঁই,
এমন সুযোগ ছাড়িতে নাই॥
জীবনে মরণে মাধব গতি,
মাধব জীবন-বল্লভ পতি।

পাসরি সংসার, কুলের মান,
মাধবচরণে বাঁধহ প্রাণ।
জগত ভরিয়া মানুষ রয়,
রসময় শ্যাম ক'জন হয়?
এমন শ্যামে যে পাইয়া ছাড়ে,
দূরুবা জনমে তাহার হাড়ে।
তাহার জীবন জনম বৃথা,
অভাগিনী তার সমান কোথা?"
শুনিয়া কহিল তখন রাই,
"রে সখি, কি কহি তোমার ঠাই?
চলিতে শকতি না আছে অঙ্গে,
কিরূপে যাইব তোমার সঙ্গে?
হিয়া কাঁপে, পদ অবশ হ'ল,
সহচরি, মোর কি হবে বল?
কুলবধূ হ'য়ে কুলের ধর্ম্ম,
ছাড়িতে ফাটিয়া যাইছে মর্ম্ম।
কুলের সম্মান বিদলি পায়,
কোন্ কুলবধূ এ পথে যায়?
আজ কৃষ্ণপদে সঁপিলে প্রাণ,
কাল নিন্দাবাদে ফাটিবে কাণ

ভাসাইলে কুল হাসিবে মুখ,
এমন ধরমে কি হবে সুখ?
কাজ নাই যেয়ে আজিকে থাক্,
আজ না হয় বঁধু ফিরিয়া যাক্।
কাল যাব তাতে না হবে আন।
আজ গেলে যাবে ফাটিয়া প্রাণ।"
শুনিয়া ভুলুয়া ভাবিয়া রটে,
নূতন পথিকে সন্দেহ ঘটে।

বিশাখা কহিল, "রাই,
অন্তরে বাসনা, মুখে কর মানা,
একাজে আমরা নাই।
সে ভাল মানুষ, মোর অনুরোধে,
আসিল তমাল-তলে,
তোমার উঠিল, সরমের ঢেউ,
এ কোন্ ধরম বলে?
"হা মাধব" বলি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কত নিশি পোহাইলে,
সে মাধব যবে, উঠানে আসিল,
মুখ ফিরাইয়া র'লে।

তোমার মতন, সরম যাহার,
তাহার কপালে ছাই,
রাঁধি বাঁটি শুধু হাত কালো তার,
কপালে ভোজন নাই।

আনন্দের ধাম, রসময় শ্যাম,
যাচিয়া আসিল তোরে,
এখনও পাপ, লাজ ভয় নিয়া,
লুকায়ে রহিবি ঘরে!

ছি ছি কি করিস্ কাজ?
রাধিকা হইয়া আরাধনা-শিরে,
হানিতে চাহিস্ বাজ?

প্রেমের ধরমে, মাধব-চরণে,
জীবন বিকায় যারা,
বেশ্যার উপরে রাগানুগা যদি,
সতীর উপরে তারা।

সুখের সাগর ছাড়ি,
সংসার-যাতনা, যতনে যে সহে,
না আছে তাহার নাড়ী।

কাঞ্চন ফেলিয়া, কাচের আদর,
তোমার ঘটিল তাই,

অগুরু চন্দন মুছি, কলেবরে,
মাখিলে আখার ছাই।”
ভুলুয়া আগুলি কহে,
ও নহে সরম, নূতন মিলনে
মনে মন্দাকিনী বহে।

তবু না চরণ চলে,
দূতী আসি কহে, “ইহাকে আবার,
কেমন পিরীতি বলে!
পিরীতি সাধিয়া, মিলন-সময়,
ধরম-বিচার হেন,
বিবাহের পরে, বাসরে বসিয়া
বরের বিচার যেন।
মরম ভাঁড়ায়ে, সরম বাড়িল,
ধরম থাকিল কোথা?
আর না বলিও, আমাদের কাছে,
তোমার মরম-ব্যথা।
মাধবে বাসনা যার,
সংসারের মুখে, আগুন জ্বালিয়া
সৈকতে বসতি তার।

বাঘিনীর দুধে, মৃগ সে পুষিবে,
মিলায়ে সিংহের মেলা,
জলে ঝাঁপ দিবে, অনলে পশিবে,
বিশোয়াসে তার খেলা।
"হে প্রাণবল্লভ, দেখা দেও," বলি,
কত না কাঁদিলি তুই ;
সে কাঁদন কোন্ ধরণের তাহা,
এবে সে বুঝিনু মুঞি।
ভুরভাগ যত, হরিনাম করি,
তোর মত কত কাঁদে।
মুখে বলে,"হরি কিছু নাহি চাই,"
কাজে ঘর বাড়ী ছাঁদে।
মুখের কথায়, কে কাহার বশ,
প্রাণ দিলে, প্রাণ দিলে ;
"হে মাধব"বলি, মরিতে যে পারে,
তাহারি মাধব মিলে।
বলিলেই হয়, শ্যামে যদি তোর,
প্রয়োজন নাহি থাকে।
এত ধাওয়া ধাই, কি লাগি মোদের ?"
ভুলুয়াও তাহা কহে।

বিশাখা বুঝায়, "রসবতি, এত
সরম করিবি কার ?
সরম থাকিলে, রসের দোকানে,
পশার মিলানো ভার !
হেন দুরলভ, রসের জীবন,
মিলাইল যদি বিধি,
রসময় শ্যামে, সরবস সঁপি,
আহরণ কর নিধি।
কুলমান এত, ভাবিলে কি হবে
যাঁহা মান তাঁহা দুখ ;
দুদিনের তরে, কুলের খিয়াতি,
কুল তেয়াগিলে সুখ।
সুখের লাগিয়া, দুখ-বরধক
কূলে বসি রহে নর,
কূল না ছাড়িলে, অকূল উতরি
পায় কে সুখের ঘর ?
ত্যাগে শান্তি যদি, শান্তিময় শ্যাম,
ত্যাগ বিনা কে বা পায় ?
লোকাপেক্ষা ত্যাগ, ত্যাগের প্রধান,
লোক নিন্দা আগে যায় !

নিন্দা যার নাই, নিন্দা স্তুতি হয়,
কিরূপে সমান হয় ?
নিন্দা স্তুতি যার সমান না হয়,
মাধব তাহার নয়।
ভুলুয়াও কহে তাই।
কুলের খিয়াতি, স্মরণে থাকিলে,
মাধব-চরণ নাই॥

সুখের হাটের, মালিক হইয়া,
দুখের দোকান করে,
তেমতি করিছ, তুমি রসবতি !
বৃথা সরমের ভরে।
গোলা-ভরা ধান, কোলা-ভরা ঘৃত
থাকিতে উপসি রহে,
যাচা ধন পায়ে, ঠেলিয়া ফেলিয়া,
দীনের যাতনা সহে।
তেমতি এবার, ঘটিল তোমার,
ইহা দুরগতি ঘোর,
রসের কলস, সম্মুখে রাখিয়া,
পিয়াসে রহিলে ভোর।
এখন, অন্তরে করিয়া বল,

রসের খেলায়, রঙ্গিণী সাজিয়া,
আমার সহিত চল।
আমি মিলাইয়া দিব,
কলঙ্ক রটিলে, শপথি বলিনু
আমি তা' মাথায় নিব।
মাধব-চরণে, মন সমর্পিলে,
সরমে ফেলিবে যে,
স্বজন থাকিতে, এ তিন ভুবনে,
কভু না জন্মিবে সে।
গোকুল-মঙ্গল, যার প্রাণ-বঁধু,
আমরা সহায় যার,
তাহার সহিত, আঁটিতে পারিবে,
এমন শকতি কার?
শ্যাম দরশনে, যাওয়ার সময়,
সরম করিবে যে,
ভুলুয়া গঙ্গা পরশি কহিল,
"বিফলজনম সে।"

রাই কহে, "যাও সখি, তাহাকে তুমি বলিও
কি যেন হইল মোর বুঝিতে না পারি

রমণীস্বভাবদোষ ছাড়িবারে নারি,
তুমি বলিও।
যমুনা, তুলসী, তিল, পরশ করিয়া,
তাহাকে জীবন মন আছি সমর্পিয়া,
তুমি বলিও॥
মোর অনুরোধে তুমি আরবার যাও
সবিনয়ে মোর অপরাধ ক্ষমা চাও।
তুমি বলিও॥
আবার আসিলে আর না যাবে ফিরিয়া।
তমাল-তলায় আমি মিলিব যাইয়া।
তুমি বলিও॥
তোমা সবে পরমাণ রাখিয়া তথায়,
জীবন যৌবন সমর্পিব তার পায়,
তুমি বলিও॥
ভুলুয়া কহিল, তুমি বলিও তাহায়,
তায় যে নিরখে তার ঘরে থাকা দায় গো,
তুমি বলিও॥

কিশোরী বচনে সখী নিকুঞ্জে যাইল,
ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ কহিতে লাগিল,
"রাধে চল্ চল্"॥

নিকুঞ্জে যাইয়া আমি দেখিলাম তায়,
নীরবে বসিয়া আছে তমাল-তলায়,
"রাধে চল্ চল্" ॥
উন্মাদিনী তুই যেমন তাহার লাগিয়া,
ততোধিক সে হয়েছে, দেখিবি যাইয়া,
রাধে চল্ চল্ ॥
সাহসে বাঁধিয়া বুক দৃঢ় কর হিয়া,
জ্ঞান যেন না হারায় তায় পরশিয়া,
রাধে চল্ চল্ ॥
ভুলুয়া ভনয়ে, পরশন দূরে, তার,
নাম নিলে নিজ পর জ্ঞান থাকা ভার ॥

মিলনের সময় শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

শ্রীরাধা গোবিন্দে আজ প্রথম মিলন।
পরিমল গন্ধে আমোদিত বৃন্দাবন।
গুঞ্জরে মধুপ ফুল্ল কুসুমে বসিয়া,
মলয় মন্থর চলে কুঞ্জ-পথ দিয়া।
অচল হইয়া বসে চঞ্চল বানর,
ময়ূর ময়ূরী নাচে, নাচে বনচর।
তরু লতা অবনত ফল-ফুলভরে,

নাচ বীচি যমুনার জলে খেলা করে।
দেবী সহ দেবগণ আগত গগনে,
ভুলুয়া যুগল-করে সজল নয়নে।

মিলনোদ্যোগ সমাপ্ত।

মিলন।

পৌর্ণমাসী যোগমায়া সময় বুঝিয়া,
নিকুঞ্জে কনকগৃহ দিল নিরমিয়া।
মণি মরকতে বিজড়িত গৃহখানি,
মর্ম্মর পাথরে গড়া হইল উঠানি।
নানাজাতি সুবাস কুসুম চারিপাশ,
নিকুঞ্জ নন্দন-বনজিনি পরকাশ।
মন্দির মাঝারে দিব্য রত্ন-বেদী'পর,
বিরচিল সুখময় শয্যা মনোহর।
তদুপরি শ্যামরূপ ভুবন মোহন,
রূপের মন্দিরে নীল চন্দ্র সুশোভন;
রসবতী কর ধরি বিশাখা আনিল,
রসিক শেখর শ্যাম কোলে বসাইল;
নিবেদিল নয়ন সলিলে বঁধুয়াকে,
"এ মিনতি মো সবার মুখ যেন থাকে;

গুণের সাগর তুমি পুরুষ রতন,
অঘটন ঘটিলে করিও নিবারণ।
আমাদের সরবশ দিনু তব পায়,
জীবন মরণ এবে সকলি তোমায়।
রাজার নন্দিনী রাই রহে বহুমানে,
জনম অবধি অনাদর নাহি জানে।
আজ নব সমাগমে যেরূপ যতন,
রহে যেন এই ভাব যাবত জীবন।
আমরা চরণ-দাসী কি কহিব আর,
জীবন উপেখি সেবা করিব দোঁহার।
রাই অনাদর যদি তিল নেহারিব,
ভুলুয়াও কহে জলে ডুবিয়া মরিব।

যুগলমূর্ত্তি

বৈঠল রসবতী রসরাজ কোলে,
নবীন জলদে থির বিজলি উজলে।
কনক প্রতিমা নীল গিরিবর কোলে
শীতলি নয়নমন ধীরে বালমলে।
বিজড়িত নীল-তরু কনক-লতায়,
কনক কমল নীল-মণির থালায়।

আবেশে সরব অঙ্গে বাহিরিল ঘাম,
আমরিল লজ্জাবতী-লতার সমান।
গুরু দুরু হিয়া কাঁপে, মরম ফুকারি,
কহিতে না পারি রহে বদন আবরি।
শান্তি নিকেতন শ্যাম করয়ে সান্ত্বনা;
সখীগণ নয়ন সলিলে ভাসমানা
পরম পুরুষসনে পরমা প্রকৃতি
মিলিত হইল, এই নিরগুণ গতি।
যতক্ষণ সগুণ বচন ততক্ষণ
মিলিত হইলে মহাযোগে নিমগন।
না সরে বচন মুখে, না শুনে শ্রবণ,
চেতনা থাকিতে হয় যেন অচেতন।
ব্রহ্মভাবে ভাবে জ্ঞানী, যোগী যোগধ্যানে,
মুনি ঋষি তপসী ভাবয়ে নিরবাণে।
যুগল মূরতি রতি রসে নিমগন,
ভুলুয়া বাসনে, রূপ নিরখি মরণ॥

মিলন সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

—✱—

গঞ্জনা।

বিষয়াসক্তের নিকটে, ভক্তগণ কি গঞ্জনা
সহ্য করেন, তাহার আভাস।

কেহ যদি সংসারের নশ্বরত্ব বুঝি,
ভগবানে ভক্তিমান হয়,
তুচ্ছ সুখ-পিপাসা করিয়া পরিহার,
বৈরাগ্য সাধনে রত রয়,
মিথ্যা নিন্দা হিংসা ছাড়ি, ছাড়ি জন সঙ্গ,
ভাগবত পরসঙ্গে রহে,
জটিল কুটিল বুদ্ধি ইতর যাহারা,
তাহার বিরুদ্ধে কত কহে॥
"সাধু হ'ল" বলি অগ্রে করে উপহাস,
অসম্মান করে সর্ব্বক্ষণ।
মিথ্যাসাক্ষী নাহি দিলে আরম্ভে শত্রুতা,
নানারূপে করে নির্য্যাতন।

সঙ্গে মিশি কলহ করিতে ঘন ডাকে,
না যাইলে প্রথমে শাসায়,
করে এক ঘরিয়া করিয়া দলাদলি,
শেষে ঘর আগুণে পোড়ায়।
আদর্শ দৃষ্টান্ত তার বৃন্দাবন ধামে
গোবিন্দ লীলায় দৃশ্যমান,
কৃষ্ণগতপ্রাণা ভানুনন্দিনী রাধায়
চিন্তি যদি সাধক সমান,
জটিল কুটিল তুল্য জটিলা কুটিলা
অষ্টউচ্চবৃত্তি অষ্টসখী,
সাধক হৃদয় প্রেমবৃন্দাবনধাম,
—অনুক্ষণ গঞ্জনা নিরখি।
যথায় সাধক তথা বৃন্দাবন লীলা,
গঞ্জনার গৃহ পরিপাটী।
অনুভবি অন্তরে, নয়ন নিমিলিয়া,
উত্তরে ভুলুয়া ইহা খাঁটি।

নীলবসন খানি পরিধান করি,
দরপণ কাছে আসি দাঁড়াল সুন্দরী।
তাহা দেখি জটিলা গরজে খর মুখে,
"নিরজনে নীল শাড়ী পরিয়া কি দেখে।"

কুটিলা গরজি কহে, "কি দেখে জাননা,
বঁধু কোলে বসি রূপ দেখিতে পারে না।
নীল শাড়ী পরি তাই দরপণে চায়,
যুগল মিলন দেখি জীবন জুড়ায়।
নীল শাড়ী সে নীল বঁধুর সম ধরে,
মধুর অভাবে গুড় খায় কত নরে।
শুনি ধনী নীরবে নয়ননীরে ভাসে,
ভুলুয়া কুটিলা ভয়ে পলায় তরাসে।

অস্তাচলে ভানু, গমন করিছে,
দেখিয়া ভানুর ঝি ;
ভাবিল এখন, যমুনার জল,
আনিয়া রাখিয়া দি।
সময় থাকিতে দূরের করম,
আগে যে সারিয়া রাখে ;
অশেষ করমে, ভরা এ ভবনে,
সেই পরে সুখে থাকে।
এত ভাবি বৃষ- ভানুর কুমারী,
কলসী লইয়া চলে,
কুটিলা দেখিয়া কহে, "লো পাপিনি
ইহাকে কি খেলা বলে !

বেলা দ্বিপ্রহর, তপন প্রখর
একাকিনী কুলবধূ
তেয়াগি সরম, যাস্ কোন্ বনে,
ভজিতে রসের বঁধু।
বাজিয়াছে বাঁশী, অমনি কলসী,
লইয়া চলিছ জলে,
কালার পীরিতে দিলি জাতি কুল,
যে শুনে সে "ছি ছি" বলে।
লোহার শিকলে, হাত পা বাঁধিব,
রাখিব লোহার ঘরে,"
বিনা দোষে রাই, যাতনা নিরখি,
ভুলুয়া শিহরে ডরে।

কুটিলায় কহে, "শুন, ননদিনি,
খর দিবাকর করে,
বাহিরে না গিয়া সুখদ শয়নে,
বিরাম লভহ ঘরে।
কমল জিনিয়া, অতি সুকোমল,
তব মনোহর কায়া,
মুনি দূরে রহে, শিবে গৌরী ছাড়ে,
দেখিলে তোমার ছায়া।

খর দিবা করে, ও তনু গলিয়া,
বাহিরায় যবে স্বেদ,
মরমে আমার, বজর আঘাতে,
অস্ফুরণ হয় খেদ।
তুমি, আরাম করহ ঘরে,
শ্বশুরের ঘরে, আমি আছি দাসী,
তোমার সেবার তরে।”
কুটিলা কহিছে, ‘নহে কহ মিছে;
ঘুমে রই যদি আমি,
বঁধুকে লইয়া, ঢলিয়া পড়িতে,
বাহিরিতে পার তুমি।
সেয়ানা বচনে, সাধুতার ভাণে
ভুলাইও আন জনে,
কুটিলার হাত এড়াতে পারিবে,
কভু না ভাবিও মনে।
মোকে ঘুম পাড়াইয়া, কুল মজাইবি,
এই ত মনের আশা?
দাদাকে বলিয়া, মাথা মুড়াইয়া,
ভাঙ্গিব পোকের বাসা।
কালার পিরাতি, ভাব দিবারাতি,
থাক অবসর আশে,

কর যত ভাণ, সেয়ানা প্রধান,
হাত পা বাঁধিব পাশে।”
শুনিয়া শ্রীমতী-মনে,
খর গরলের, প্রবাহ বহিল,
নয়ন-সলিল সনে।
হিত বুঝাইতে, বিপরীত বুঝে,
মরমে আঘাত করে,
ভুলুয়া ভনয়ে, “কৃষ্ণ দাসী-দশা,
এরূপই কুটিলা-করে।”

কুটিলা উঠানে দিল মটর মেলিয়া,
মাঠের ময়ূর লোভে আসিল নাচিয়া।
দুই এক দানা তারা ভোজন করিল,
পেখম ধরিয়া শেষে নাচিতে লাগিল।
উঠানে ময়ূর নাচে, দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
হাসি ভরা মুখে রাই দরশন করে।
জটিলা গরজি কহে, “ময়ূর নাচিছে,
তা দেখি নিলাজ বধূ দাঁড়ায়ে হাসিছে।
ঘরে ঘরে কুলবধূ কত আছে আর,
কার আছে এমন নিলাজ ব্যবহার!”

কুটিলা উঠিয়া কহে, "আছে যত জন,
কানুর পিরীতে কার ঘুরে দুনয়ন ?
তোমার বধূর মত বধূ আছে কার,
কূল ছাড়ি অকূলে যে ধরেছে সাঁতার
শ্বশুর কুলের মুখে আগুণ জ্বালিয়া,
—কুল শীল মান যত চরণে দলিয়া
"হা কৃষ্ণ পরাণ-বঁধু" বলি অনিবার,
কার বধূ বহায় সতত আঁখি-ধার ?
কার বধূ লোক-নিন্দা চরণে দলিয়া,
দাঁড়ায় কানুর পাশে হাসিয়া হাসিয়া
কার বধূ ঘরের করম পরিহরি,
কানুর ভাবনা ভাবে দিবাবিভাবরী ?
কানুর মুরলী বাজে কোথায় কখন,
কার বধূ তার লাগি পাতিয়া শ্রবণ ?
কার বধূ কানুরূপ নিরীখন তরে,
আপন স্বজন দরশন ত্যাগ করে ?
শুধু কি ময়ূর নাচা দেখে দাঁড়াইয়া ?
জুড়ায় বিরহ জ্বালা ময়ূর দেখিয়া।
ময়ূরের কণ্ঠে প্রাণ বঁধুর বরণ,
বরণে বরণ দেখি জুড়ায় জীবন।"

শুনি বিনোদিনী মুখ হইল মলিন,
রাই দুখে ভুলুয়া বচন-বোধ-হীন।

আঁধার নিশিতে, শয়ন পাতিয়া,
বিজন বিরল ঘরে;
কান্ত যদি আসে, চিন্তিয়া সুন্দরী,
বিরাজে ধেয়ান ভরে।
ভাবিতে ভাবিতে, তন্ময়ী হইল,
না আছে তাহার জ্ঞান,
ধেয়ানে হেরিয়া, গোবিন্দ মূরতি,
আনন্দে ডুবিল প্রাণ।
এমন সময়, আসিল জটিলা,
দেখিতে কি করে বধূ;
মাধব ভাবিয়া, কিশোরী কহিল,
"এস এস প্রাণ বঁধু!
তোমারি ধেয়ানে, যাতনা ভুলিয়া,
আনন্দে ডুবিয়া আছি,
ভয়, পাছে দেখে পাপিনী জটিলা,
না দেখিলে প্রাণে বাঁচি।
পাপের মূরতি, জটিলা কুটিলা,
কেবল কলহ করে।

প্রেমের পীযূষ, পরশে না করে,
পিয়াসে যদিও মরে।
সুখময় তুমি তোমার স্মরণে
সকল দুখের লয়,
শঙ্খিনী পাপিনী জটিলা কুটিলা
তাহা শুনিবার নয়।
সারাদিন আছে, কুল কুল নিয়া,
অকূলে তরিবে যে,
ভুলিয়াও তার নাম নাহি করে,
তাদিগে বুঝাবে কে ?
বঁধু রে কি কব আর,
জীবনে মরণে, তোমা বই মোর,
কেহ নাহি আপনার।
যেমন স্মরণ অমনি এসেছ,
এতই করুণা মোরে,
এ রূপ যৌবন, জনমে জনমে
তোমারি সেবার তরে।"
জটিলা অমনি কহে, "লো পাপিনি !
বঁধু তুই কা'কে পেলি ;
মজাইলি কুল, কাটি নাক চুল,
আয় তোকে পায় ফেলি।

তাই তাই সদা, মোর মনে হয়,
না জানি বঁধু কি করে ;
ভাবিতে ভাবিতে, তাই এ নিশিতে,
দেখিতে আসিনু ঘরে ;
এত বলাবলি এত ঢলাঢলি,
কিছুই ত জানি নাই.
তারিণী হইয়া তাপিনী হইলি,
এখন কোথায় যাই !
কুলের খোয়ারী "যত তোর সখী,
কার কথা কে বা বলে !"
ভুলুয়াও কহে, যত কৃষ্ণদাসী,
সবে একমতে চলে।

বঁধুর লাগিয়া, পরাণ কাঁদিল,
বিশাখার কর ধরি,
কহিল পিয়ারী, "পরাণ বঁধুকে
আনি দেহ ত্বরা করি।"
বিশাখা ধনীর, বেদনা জুড়াতে,
পরবোধে মধু বোলে ;
সুখময় শ্যামে, খুঁজিয়া আনিতে,
উরধ শোয়াসে চলে।

আধ পথে আসি, দেখিল বিশাখা,
জটিলা কুমতি ভরে,
একহি নয়নে করিছে গমন
কিশোরী আছে যে ঘরে।
বিশাখা তখন, পরমাদ গণি,
ফিরিল তাহার সঙ্গে ;
রাধার বেদনে, বিষাদিত মনে,
বিষাদে অবশ অঙ্গে।
এদিকে পিয়ারী, বঁধুর লাগিয়া,
শোভন শয়ান পাতে ;
স্কুসুম হারে, চন্দন মাখিয়া,
ধরিয়া রাখিল হাতে।
কি ভাবে বঁধুকে, যতন করিবে,
কলপনা করে মনে,
কিরূপে করিবে, অভিমান পুনঃ,
তাও সুখে অনুমানে।
আসার আশায় পাগলিনী প্রায়,
উঠে বসে বারবার ;
মাধবের কোলে, কি ভাবে বসিবে,
ভাবনাও ভাবে তার।

সহসা বাহির, দুয়ারে সখার,
গলার শবদ শুনে,
বঁধু এল ভাবি, কপটাভিমানে,
শয়ন করিল ভূমে।
নয়ন মুদিয়া, রহিল সুন্দরী,
হার ধরি নিজ বুকে,
পুলকে শরীর, অবশ হইল,
বচন টুটিল মুখে।
বঁধু না সাধিলে, উঠিবে না ধনী,
করিয়া রাখিল পণ,
দৈবের বিপাকে, বিশাখার সাথে,
আসিল কুটিলা যম!
কুমতি কুটিলা, কপাট খুলিয়া,
পশিয়া হেরিল ঘরে,
সুবাস কুসুমে, চন্দন মাখিয়া,
মালা গাঁথি ধরি করে,
সুবাস পরিয়া, আঁখি নিমিলিয়া,
সে মালা থাপিয়া বুকে,
বঁধুর আশায়, শুইয়া ধরায়,
আছে কল্পনার সুখে।

কুটিলা অমনি, আঁচল ধরিয়া,
টানিয়া কহে,“এ কি ?
কার তরে হার, হিয়ার উপরে ?”
চমকে ভানুর ঝি !
সুখের স্বপন, নিমিষে ভাঙ্গিল,
উঠিল চোরের মত।
ভুলুয়া ভনয়ে, সুখাশার রীতি,
ঐছন অবিরত।

গঞ্জনার পরিণাম।

বৃথা গঞ্জনায় ধনী উন্মাদিনী হল,
গেল শ্রদ্ধা সংসারের প্রতি ;
শাশুড়ী ননদি প্রতি সম্মান যা ছিল,
না রহিল তার একরতি।
গঞ্জনায় ঘটাইল বিরক্তি-বৈরাগ্য,
ঘটাইল দুর্জ্জয় সাহস,
ঘটাইল শ্রীগোবিন্দে পূর্ণ অনুরাগ,
সম্ভোগিতে পূর্ণ প্রেমরস।
জটিলা কুটিলা যত করিত চীৎকার,
যত নিন্দা করিত বসিয়া।
গ্রাহ্য না করিত ধনী, জীবন-বল্লভ
শ্রীগোবিন্দ-চরণ স্মরিয়া।

কৃষ্ণ নাম নিতে আর না করিত ভয় ;
শ্রীঅঙ্গে লিখিয়া কৃষ্ণনাম,
শীতল করিত অঙ্গ নিদাঘের দিনে,
কহিত শ্রীকৃষ্ণে গুণধাম।
নির্ভয়ে ময়ূর কণ্ঠে কিম্বা নব ঘনে,
দৃষ্টি রাখি ঝরিত নয়ন।
নির্ভয়ে সঙ্গিনী-সঙ্গে, শুনি বংশীধ্বনি,
যমুনায় করিত গমন।
নির্ভয়ে সঙ্গিনীগণ সঙ্গে নিধুবনে,
পশিয়া গাইত কৃষ্ণনাম।
অর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণ-পদ, ধরি চিত্রপট,
পুষি পক্ষী পড়াইত "শ্যাম"।
কৃষ্ণপদে ভক্তি যার, নিরখিলে তারে,
অতি যত্নে কাছে বসাইত,
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ গুণ, কৃষ্ণনাম গান,
অতি যত্নে বসিয়া শুনিত।
গঞ্জনায় ক্রমে ক্রমে গেল লজ্জা-ভয়,
ক্রমে হল অচঞ্চল হিয়া।
ভুলুয়া সিদ্ধান্তে, ভক্তে ঘটা'য়ে গঞ্জনা,
করে কৃষ্ণ প্রতিকূল দয়া॥

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

বাক্‌চাতুর্য্য।

যমুনা-তীরে শ্রীমতীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ।

সৌদামিনী নিন্দি রূপসী কে গো তুমি সুন্দরি ?
শারদ পূর্ণ ইন্দু-বদনা, চন্দ্রমাময়ী মাধুরী ॥
মুরলী গঞ্জি, ভূষণ শিঞ্জি, খঞ্জন-গতি আমরি !
কাহে, ক্ষর কটাক্ষে, বক্ষ বিদর, চরণ-ক্ষেপ সম্বরি ॥
কক্ষে গাগরী, বক্ষে গিরীশ, রক্ষিবে তনু কে ধরি ?
যদি, আজ্ঞা করহ, রূপসী-রাজ্ঞি বক্ষে ধরিয়া আদরি ॥
তোমার, মধুবর্ষণ রূপ দর্শনে, উন্মাদ আজি বিশ্ব।
রূপ-গর্ব্বিতা, রতি-খর্ব্বিতা, নিরখি তোমার আস্য ॥
আবার, মধুর হাস্যে, অমৃত বর্ষে, চন্দ্রমা, যেন ফাটিয়া
কত, নবীন সূর্য্য, শ্রীপাদপদ্মে, জ্যোতি বিস্তার করিয়া ॥
নব যৌবনা, গর্ব্বিত-মনা, সঙ্গে অষ্ট কিঙ্করী।
ভুলুয়া বর্ণে, বৃন্দাবনেশী, হ্লাদিনী ঐ ঈশ্বরী ॥

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

সঙ্গিনী হের, আজি অনঙ্গ, রতির সঙ্গ ছাড়িয়া,
আপন-অঙ্গ-কান্তি ছড়ায় প্রান্তর-পথ জুড়িয়া।
অথবা ফুল্ল, নীল কমল, যমুনার তীর-প্রান্তে।
(আগে জানিতাম, জলে কমল ফুটে)।
সুবাসে মন্থি, কান্তি বিথারি, বিমোহিত করে পান্থে।
বিজলী-শূন্য ঘন অম্বুদ, ধরায় কি অবতীর্ণ,
মুরলী নিন্দি, অম্বুদ নাদে, তাঁর শোকে লোকাকীর্ণ।
সুনীলাম্বরে তারকা তুল্য, উজ্জ্বল দুই নয়ন,
ভুলুয়া অঙ্গুলী, সঙ্কেতে কহে, তোমায় ও শির-দর্শন।

ললিতার উত্তর।

রে সখি, অপূর্ব্ব দর্শন কর,
কজ্জল মূরতি উজ্জ্বলতর।
কৌশলী বিধি কি এতই জানে,
কিসে কি বাহির করিয়া আনে।
কুড়ায়ে পথের অঙ্গার যত,
গুড়াইয়া তাহা মনের মত,
পাথরের তৈল মিশায়ে তাতে,
এ রূপ গড়েছে আপন হাতে।

কদম্ব তলাটী আঁধার করি,
দাঁড়াইয়া আছে আমরি মরি !
তিন ভাঙ্গা তনু দাঁড়ায়ে আগে
ঋষি অষ্টবক্র কোথায় লাগে !
কুড়ায়ে দুখানি ময়ূর পাখা,
মাথায় বেন্ধেছে মোহন শিখা।
ললাটে অলকা তিলকা ঘটা,
খোলার হাঁড়ীতে চূণের ফোঁটা !
সাদা ফুলে গাঁথি পরেছে মালা,
পুণ্যাহে সাজানো ঘোলের কোলা !
কালো ঘটে এত রস উথলে,
যাচিয়া রসের কথাটি বলে।
তব নাম নিয়া বাজায় বাঁশী,
আ মরণ, আর কব কি বেশী !
নন্দের গো-পাল যার প্রাণাধিক,
এই নাকি সেই আঁধার মাণিক।
মানায় দাঁড়ালে কালীর ঘরে,
কালিই ত বলে ভুলুয়া ওরে !

শ্রীকৃষ্ণ।

গুরু নিতম্ব ঘন সঞ্চারি, খর কটাক্ষে ছলিয়া।
বঞ্চি রসিকে, কাঞ্চন-তনু, কে গো যাইছ চলিয়া ?
পিরীতি পূর্ণ রসেরি মূর্ত্তি, চলিছ স্ফূর্ত্তি করিয়া,
দর্শনে তনু মন শিহরয়, (যায়) আঁখি স্পন্দন ভুলিয়া।
নব যৌবনে, গর্ব্ব কি এত, চলয়ে বিশ্ব দলিয়া,
পর্ব্বত যদি সম্মুখে পড়ে, পদাঘাতে যায় ফেলিয়া।
সুনীলাম্বরা বিজলী বর্ণা, দর্শনে আছি মরিয়া,
সঞ্চর প্রাণ, বেষ্টিয়া ভুজে, মুখচুম্বন করিয়া।
ঐ, নির্জ্জন বনে, তোমার জন্য, রেখেছি কুঞ্জ গড়িয়া।
ভানু-নন্দিনী লজ্জাবনতা, ভুলুয়া নিন্দে শুনিয়া॥

ললিতার উত্তর।

একে জন প্রাণ হীন, যমুনার এ পুলিন,
আসিয়াছি মোরা একাকিনী।
উত্তম মানুষ যারা, সরিয়া দাঁড়ায় তারা,
দেখে যদি কুলের কামিনী।
নিলাজ অভদ্র যত, ব্যবহারে অসংযত,
তারা দেখি আসে ঘনাইয়া,

যে কথা কহার নয়, সেই কথা সমুদয়,
কহে দাঁত বাহির করিয়া।
সে কথা কে শুনে কাণে, কে চায় তাদের পানে,
আপনার মান কে খোয়ায় ?
জ্বালিয়া হৃদয়াগুণ, জ্বলিয়া সে হয় খুন,
জল নাহি পায় পিপাসায়।
সাহসের বলিহারী, পরের বণিতা হেরি,
ঘনাইয়া চলে পাছে পাছে,
ভুলুয়া ভণয়ে,"ভবে, হেন জন অসম্ভবে,
যার পাছে ও না ঘুরিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ।

নিতি নিতি কেন, কুলবধূ হই,
সলিল লইতে আসি,
রসেভরা দুটী নয়ন ঠারিয়া,
মোকে যাও উপহাসি।
তোমাকে না হয়, কনক কমল,
সমান বিধাতা গড়িল ;
আমাকে না হয়, নিরদয় বিধি,
কজ্জ্বল মাখি রঙিল।

বয়সের বধূ, বসনে ভূষণে,
তোমাকে না হয় সাজায়ে,
শাশুড়ী ননদী, আদরে যতনে,
লইয়া বেড়ায় নাচায়ে।
আমাকে না হয়, গোপের ধরমে,
ধেনু চরাইতে কাননে,
মা বাপে পাঠায়, না যদি পাঠায়,
গোচারণ শিখি কেমনে।
একে ত রূপসী, তাহে বয়সিনী,
তাহাতে আদুরে বধূ,
তাই কি এমতি, আসি নিতি নিতি,
উপহাসি যাবে শুধু।
তোমার নিকটে, কিসে অপরাধী,
এত অপমান কর,
আর কি রূপসী, এ গোকুলে নাই,
কিসে এত গর গর ?
তোমার আছয়ে, শাশুড়ী ননদী,
আমার আছয়ে বাঁশী ;
ভুলুয়াও কহে, ফুকারিলে কত,
গরবিণী যাবে ভাসি।

ললিতার উত্তর।

রূপের বা কি বাহার,　　　যেন ঘন অন্ধকার,
হাসিলে কালের ভয় পাই।
একবার যে নেহারে,　　　জন্মে না ভুলিতে পারে,
ঘুমালেও উঠে চমকাই।
সর্ব্বগুণ করি চূর্ণ,　　　করেছ উদর পূর্ণ,
চাকুরি ত গরুর রাখালী!
কখনো বসন চুরি,　　　কখনো মাখন চুরি,
মারে মায় আথালি পাথালি।
এত যে খাওয়ায় মায়,　　　উদর ভরেনা তায়,
বনে যেয়ে অনল ভক্ষণ,
হেন মুখে রসিকতা,　　　না শুনিলে পাব কোথা,
তুমি কি রসিক সুলক্ষণ!
তোমার মানুষ যারা,　　　তোমার মতন তারা,
তারা ভুলে তোমার কথায়,
কুলের বধূ যে হয়.　　　সে কোথা তোমার হয়,
তব ডাক শুনে সে কোথায়?
সে তোমায় উপেখিয়া,　　　কুলের ধরম নিয়া,
রাখে মান করিয়া যতন,
তবু তুমি নানা ঠারে,　　　ডাক তারে বারে বারে,
নিলাজ কে তোমার মতন,

যে তোমাকে নাহি চায়, কেন পড়ি তার পায়,
চাহ তুমি আপন বিলাস?
যোগাতে তাহার মন, নিতি তব আয়োজন,
তোমার স্বভাবে আসে হাস।
না হোক যা হয় কর, পরের কথায় পর,
কভু নাহি হয় উচাটন,
আমরা তোমার নই, আমরা "আমার" হই,
অনুচিত মোদিগে বচন।
অনাথা কাঙ্গালী নয়, রাজার দুহিতা হয়,
দশে ঘেরা সকল সময়।
শাশুড়ী ননদী যারা, বাঘিনী সমান তারা,
কে না করে তাহাদিগে ভয়?
আজি আগে যাই ঘরে, দেখিও কি ঘটে পরে,
ননদীকে কব সমুদয়!
ভুলুয়া কহয়ে "ধনি, রাধার যে ননদিনী,
উহার ওষুধ সেই হয়"।১

১। এই পদে ব্যজ স্তুতি। তোমার মানুষ যারা = ভক্তগণ। যাঁরা ভক্ত তাঁরা ভগবানের কথায় ভুলেন। যারা কুলধর্ম্মী, বিষয়ী, তারা শ্রীভগবানের করুণার আহ্বান শ্রবণ করে না। শ্রীভগবান তবুও নির্লজ্জের মত তাহাদিগকে সর্ব্বদা করুণা করেন। আমরা "আমার" হই = আমরা তোমায় আত্মমন সমর্পন করি নাই; আমরা 'আমার" "আমার" রবে সংসার ধর্ম্ম লইয়া আছি। ইত্যাদি।

মিলন।

তখন বসিয়া হরি কদমতলায়,
"মরিনু মরিনু" বলি করে হায় হায়।
কহে "মোর পদতলে লাগিল আঘাত,
এমন কে আছে মোরে করে দৃষ্টিপাত।"
শুনিয়া শ্রীমতী প্রাণে বিষম বাজিল
সখী সনে ধাওয়াধাই নিকটে আইল।
"কি হল, কি হল" সবে বলে বার বার,
মুদিত-নয়ন হরি. কথা নাহি আর।
শ্যামকোলে করি রাই বসিল তখন,
"হা নাথ" বলিয়া ভয়ে সজল নয়ন।
সময় বুঝিয়া হরি উলটি বসিল,
গলা জড়াইয়া মুখ চুম্বন করিল।
জলদ শোভিল থির বিজলীর গায়
ভুলুয়া কহয়ে রূপ কে দেখিবি আয়।

ভজন।

জয় জয় অনুপম বৃন্দাবন ধাম,
শান্তি-নিকেতন থির।
জয় জয় বরজ কুলজ রসবতী কুল,
জয় সুখ যমুনাক তীর॥
দিন যামিনী নাহি ভেদ, খেদ নাহি,
ছেদ বিহীন লীলারঙ্গ।
থান থান বসি, তাল মান সহ,
গীত মাধব-পরসঙ্গ॥
মাঠ, ঘাট, তীর, তরুতল, জঙ্গল,
মঙ্গলানন্দে জীবন্ত।
হেন সুন্দর সুখময় নিকেতন ছাড়ে,
দুর্ম্মতি ভুলুয়া কি ভ্রান্ত॥

(প্রভাতী—ঠুংরী।

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

আক্ষেপ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্দেশে শ্রীমতী।

আমি ত ছিলাম, কুলের কামিনী,
সরম ধরম নিয়া,
তুমি ত আমাকে, বাহির করিলে,
মোহন মূরলী দিয়া।
মূরলীর রবে, মোহিত করিয়া,
তুমিত ঘটালে ভুল,
চতুরালী খেলি বসন কাড়িয়া
তুমি ত নাশিলে কুল।
নয়নের ঠারে পাগল করিয়া
রহিতে না দিলে ঘরে,
তুমিই ত মোর যশের নিশানে,
কালি দিলে নিজ করে।
কুলের কামিনী বাহির করিয়া,
তুমি ত হাসালে মুখ
সরবস নিলে, কেবল নারিলে,
লইতে আমার দুখ।

"সুখময় তুমি" জগভরি কহে ;
তোমায় ভজিয়া যদি,
দুখে দুখে সদা, নয়নে বহয়ে,
বরষার মহানদী ;
তবে কি ভরসা, তোমাকে ভজিয়া
হা নাথ করুণাময় !
ভুলুয়াও কহে, "দুখ না বুঝিলে
ভরসা কোথায় রয় !"

কি আর কহিব হায় !
তোমাকে ভজিয়া, এই মোর হল,
এখন পরাণ যায়।
এ গোকুলে আর, কেহ না সম্ভাষে,
হেরিলে ফিরায় মুখ,
জটিলা কুটিলা, সদা উপহাসে,
দুখের উপরে দুখ।
রাজার নন্দিনী, বলিয়া যাহারা,
আদর করিত আগে,
সম্মুখে পড়িলে, আন দিকে মুখ,
ফিরায়ে তাহারা ভাগে।

কৃষ্ণদাসী বলি, জগতের লোক,
কত বদি ছদি কহে।
কৃষ্ণদাসী হলে, এত অপমান,
ইহা কি পরাণে সহে।
ভুলুয়া নিবেদে, "দুখ অপমান,
তাহে কোন দুখ নাই।"
জীবনে মরণে, মাধব চরণে,
মতি গতি যদি পাই।

দুদিনের তরে, ধরায় বসতি,
প্রিয় পরিজন নিয়া,
দুদিনের তরে, ক্ষণ সুখ ভোগ,
আগুণের ঘরে গিয়া।
দুদিনের তরে, এ রূপ যৌবন,
দুদিনের তরে ঘর,
দুদিনের তরে, হাটে বিকি কিনি,
গোয়ালার ক্ষীর সর।
দুদিনের তরে, এ আপন-পর,
নহে চির সাথী কেহ।
তুমি একা চির, সুখময় সাথী,
শুনিয়া বাড়িল লেহ।

বিশাখা তাহায়, বিশেষণ দিল,
কাঁদিয়া কহিল বৃন্দা।
তাই সব ছাড়ি, তোমায় ভজিনু,
না গণিয়া লোক-নিন্দা।
আমি ত তোমার, তরে হে মাধব!
তেয়াগিনু ইহ সুখ,
তবু ও ত তুমি, সমুঝিতে নার,
আমার মরম-দুখ।
সদা প্রাণ কাঁদে, দেখিতে তোমায়,
তুমি তা বুঝিতে নার,
আমিই না হয়, গারদে আটক,
তুমি ত আসিতে পার।
কৌশল করিয়া, তুমি ত আসিয়া,
মোয় দরশন দিয়া,
বিরহ জ্বালার অবসান করি,
জুড়াইতে পার হিয়া।
নিতি অপমান, নিতি নব দুখ,
তোমাকে ভজিয়া হবে,
তবে কি দেখিয়া "সুখময় তুমি"
এ কথা বিশাখা কবে।

পাইয়াছ বটে, যশের কপাল,
তাহাতে সন্দেহ নাই,
ভুলুয়া নিবেদে, "তাই কৃষ্ণ নাম,
যত করি দুখ পাই।"

বিশাখাকে জিজ্ঞাসা।

সুখতরে তোরা প্রেম করাইলি,
নন্দের দুলালে ডাকি,
সুখের বদলে, দুখে দিন যায়,
মরমে মরিয়া থাকি।
এ গোকুলে সেই, গৌরবের নিধি,
প্রাণ সরবস ধন,
প্রাণাধিক বলি ভালবাসে তারে,
আবাল বিরধ গণ।
হেন জনে প্রাণ, সমপণ করি,
মোর কেন এত দুখ।
নানা কথা বলি, ভুলাইয়া মোকে,
হাসাইলি মোর মুখ।
বিনাশিলি মোর সুখ,
কি বাদ সাধিতে, বজর হানিয়া,
ভাঙ্গিলি আমার বুক।

মোর কান্ত যদি, শান্তি-নিকেতন,
মোর শান্তি কোথা তবে ?
ভুলুয়াও চিন্তে, নাম যত শুন্‌তে ;
ভজি প্রায় ভ্রান্ত সবে।

সখি, এই কি ছিল এ ভালে,
মরমের দুখে, ফুলিয়া মরিব,
ভজিয়া যশোদালালে।
কভু ভয়ে মরি, কভু অনুতাপ,
কভুও কলঙ্ক ডর,
কভু মনে ভাবি, কি হল কি হবে,
আমার দশের ঘর। (১)
যে দশের সনে, বসতি আমার,
তাহারা আমার বাদী,
খর কহে তারা, তাহাদের সেবা,
তিল কম পড়ে যদি।
এত যে যোগাই, তাহাদের মন,
তবুও ধমকে তারা।
বঁধু বা কোথায়, আমি বা কোথায়,
ভাবিয়া হইনু সারা !

(১) দশের ঘর = দশেন্দ্রিয়।

জটিলা কুটিলা, ঘরের সঙ্গিনী,
গর্জ্জিয়া কুকথা রটে।
ভুলুয়া ভাবয়ে, "কি জানি কপালে,
আরো বা পরে কি ঘটে!

সখি, গোপন কি আছে আর!
আমি যে মাধব— প্রেম কলঙ্কিণী
কে না জানে সমাচার।
কৃষ্ণ মোর পতি, কৃষ্ণ মোর গতি,
কৃষ্ণ মোর ধন মান,
কৃষ্ণের ধেয়ানে রহি অবিরত,
কৃষ্ণ এ দেহের প্রাণ।
সব হল জানাজানি,
তবুও কথার, নূতন গেল না,
নিতি নব কাণাকাণি।
তবুও সকলে বসিয়া বিরলে
মো দোহার কথা কহে।
সাধুরাও নাকি মোদোহার কথা
শুনি পুলকিত রহে।
মোর নামে শ্যাম নাম মিশাইয়া,
শুক সারি দোহে ডাকে।

সে ডাক শুনিয়া, ময়ূর ময়ূরী,
পেখম ধরিয়া থাকে!
তারা কাননের পাখী,
মো দোহার নামে, কি লাভ তাদের,
তাই ভাবি দেখ দেখি।
কেবল জটিলা কুটিলা মানুষ,
ধরিয়া না করে নিন্দা,
যে আছে যেখানে, করে আলোচন,
সব বলি যায় বৃন্দা।
এতই কি মন্দ গোবিন্দের প্রেম,
নিন্দাবাদ নাহি ছাড়ে,
ভুলুয়া নিবেদে, "নিন্দা না করিলে
পরচার কিসে বাড়ে?"

সখি,
ব্রজের মঙ্গল- নিধি যে মাধব,
পুতনা-পরাণ হরে,
কালীয় দমন, করিল যে জন,
গিরিবর করে ধরে।
যখনি বরজে, ঘটে অমঙ্গল,
তখনি তরায় যে।

তাহাকে ভজিতে, যে জন যাইবে,
কলঙ্কে ডুবিবে সে।
তাহার স্থনাম, গান যদি করি,
তাহাও হইবে মন্দ,
যে পথে সে যায়, চাহিলে সে দিকে,
মানুষের মনে সন্দ।
তার প্রতি প্রেম, দেখাইবে যারা,
তারা অপরাধী হবে,
তার রূপে আঁখি, দিলে তার মত,
নিলাজ নাহি এ ভবে।
ব্রজের বিচার দেখ।
জীবনে মরণে এ পাপের কথা,
স্মরণ করিয়া রেখ।
যত কৃতঘ্নে বরজ ভরিল,
আপন চিনিতে নারে।
মানুষ মজিল, পশুর কলহে,
এ দুখ কহিব কারে।
কি আর কহিব তোরে,
শ্যামের পিরীতি, বাসনা যাহার,
সে যেন সংসার ছাড়ে।

যে দেশে মানুষ, মাখন ফেলিয়া,
যতনে গোবর খায়।
সলিল ফেলিয়া, অনল খাইয়া,
পিপাসা জুড়া'তে যায়।
কনক ফেলিয়া, কনক-বরণ
কাচ করে অলঙ্কার।
আমের বদলে, আমড়া খাইয়া,
কত করে অহঙ্কার।
মাধব-পিরীতি পিয়াসী মানব,
সে দেশে রহিবে যদি,
ভুলিয়া শপথে, তাহার নয়নে,
বহিবে দুখের নদী॥

সখি, বিধির বিচার নাই!
তাই, মস্তক-নিধি মুক্তায় দিল,
শুক্তি মাঝারে ঠাঁই॥
রবির, কিরণ-সিন্ধু- মন্থন করি,
গড়িল গগন-চাঁদে।
শেষে, রাহুর গরাসে, অপি রাখিল,
নিরখি কে বা না কাঁদে॥

বিধি, নির্ম্মল-মুখ পঙ্কজ গড়ি,
কণ্টকে বেড়ে তায়,
রাখে, সর্প কবলে, দুর্লভ মণি,
দর্শন পাওয়া দায় ॥
যেখানে অর্থে নাহি সদর্থ,
নিতি অনর্থ উদ্গারে,
সেই খানে বিধি যত্নে আনিয়া,
বসায় অর্থ সাগরে।
যত, উচ্চ হৃদয়, উন্নত জ্ঞানে,
লোক হিতার্থে ব্যস্ত,
বিধি-নির্দ্দেশে, তাহারা বিশ্বে,
দীন দরিদ্র দুস্থ।
মর্ম্ম না জানে, নির্ব্বোধ বিধি,
নির্ম্মাণপটু বটে!
তাই, যোগ্যে যোগ্য মিলনে অজ্ঞ,
যত বিভ্রাট ঘটে।
নির্ম্মল-নীল- রতন-কান্তি,
উজ্জ্বল রস ধাম,
নির্ম্মিল বিধি, নির্জ্জনে বসি,
প্রাণবল্লভ শ্যাম।

শেষে, নির্দ্দেশে সেই, দেবদুর্লভ,
গোরক্ষণ কর্ম্ম !
শালগ্রাম দিয়া লঙ্কা পেষণ
বিধির স্বভাব-ধর্ম্ম।
কঙ্কর-পথে, পদ-পঙ্কজ
ছিন্ন ভিন্ন সতত,
করুণাশূন্য নন্দ যশোদা,
না হ'লে রাখাল রাখিত।
প্রান্তর ক্লেশে, তপ্ত-তপনে,
ক্লান্ত যখন হয়,
মুরলী উচ্চে, চরণাশ্রিতা,
কিঙ্করী নাম লয়।
তখন, ধাইয়া যাইয়া, প্রাণবল্লভে,
ধরিতে না পাই উরে।
নির্দ্দয় বিধি- বিধান দর্শি,
ভুলুয়া মর্ম্মে মরে।

সখীরে কি কব, পেয়েছে যে জন,
মাধব-পিরীতি-গন্ধ,
যত দিন যায়, তত তার যায়,
সংসারের অনুবন্ধ।

জগতের রীতি বিপরীত বলি,
তাহার নিকটে নিন্দ্য,
তাহার মতন কৃষ্ণদাস যারা,
তারা শুধু তার বন্দ্য।
জগতের লোকে, দেশাচার-ত্যাগী,
তাহাকে বলয়ে ধৃষ্ট।
সে ও দেশাচার লোকাচার, তত
উপেখে হইয়া হৃষ্ট।
সমাজে বসিয়া, সমাজের সনে,
কে কত করিবে দ্বন্দ্ব।
তাই, একার একাকী, হইয়া সে রহে,
নাহি চাহে ভাল মন্দ।
মাধব-চরণ, এ তিন ভুবনে,
কেবল তাহার ইষ্ট
তারই গুণ গায়, তারই রূপ ধ্যায়,
তারই কাজে সে নিবিষ্ট।
বলিহারি যাই, সাহসে তাহার,
বলিহারি তার বুদ্ধি।
ভোজন যা করে, তাও মাধবের,
নাম নিয়া করে শুদ্ধি।
ভুলুয়া আরও বর্ণে

মরণ সময়ে মাধবের নাম,
বিনা নাহি শুনে কর্ণে।

সখি, তাহাতে নাহিক সন্দ,
প্রেমিক হইলে, আমরণ সহে,
সমান দুখের দ্বন্দ্ব।
প্রেমের কাঙ্গালী, কবিতা যা রচে,
তাহে দুখময় ছন্দ।
প্রাণ যাহা চায়, পায় না বলিয়া,
সদাকাল নিরানন্দ।
প্রথমানুরাগ, জাগন সময়ে,
ভোজন শয়ন বন্ধ।
যত দিন যায়, দুখের জ্বালায়,
খসে তনু-মণি-বন্ধ।
কোটি অসহন সহিয়া সহিয়া,
যদিও মিলয়ে বন্ধু,
দুদিনের পরে, বিরহ ঘটিয়া,
উথলে দুখের সিন্ধু।
মিলনেও যদি বিরহ আগুন,
সে মিলনে কোন্ শান্তি!
প্রেমের ধরমে, সুখের বাসনা,
কেবল মনের ভ্রান্তি!

ভুলুয়া নিবেদে, "প্রেমের প্রেমিক,
না চাহে আপন সুখ,
পর-সুখে তার, পরম উল্লাস,
সহিয়া সকল দুখ।"

পিরীতিক রীত কেন এত বিপরীত।
হিতে বিপরীত ইথে কেন ঘটে নিত রে
কেন ঘটে নিত॥
সুখময় ভাবি ইথে ডুবাইনু চিত।
এবে দেখি ইহা দুখময় সীমাতীত রে
দুখ-ময় সীমাতীত॥
বিশেষতঃ পিরীতি যা শ্যামের সহিত,
তাহা শুধু যাতনা-শিকলে বিজড়িত রে
-শিকলে বিজড়িত॥
যারে সরবস দিনু সে ত বিসরিত।
অতল সাগরে আমি হ'নু নিমজ্জিত রে
হ'নু নিমজ্জিত॥
অনুগত-মন নাহি বুঝে যার চিত,
ভুলুয়া সুধায় তার প্রেমে কোন্ হিত রে
প্রেমে কোন্ হিত॥

সখি, আর ত সহিতে নারি।
আমি বা কোথায়, কোথায় বা আর,
আমার মুরলী-ধারী।
কেন, দিবস যামিনী, ছায়ার মতন,
না রহিনু তার সাথে!
তাহা অসম্ভব যদি, কেন সে অম্বর,
ভাঙ্গিয়া পড়ে না মাথে।
কেন সর্ব্বনাশি, দেখাইলি মোরে,
সে মোহন মূর্ত্তি ধরিয়া।
কোন্ সুখ পেলি, কি বাদ সাধিলি,
মোকে উন্মাদিনী করিয়া।
হা মাধব প্রাণ- বল্লভ আমার,
একবার যাও দেখিয়া,
পলের বিরহ, সহিতে না পারি,
প্রাণ যায় বুক ফাটিয়া।
মরণই মঙ্গল মোর,
শুনিয়া ভুলুয়া, হা গোবিন্দ বলি,
ফেলায় নয়ন-লোর।

বিশাখার সান্ত্বনা।

বিশাখা কহিল রাই,
বুঝিয়াও যদি না বুঝ, তোমাকে-
বুঝাতে শকতি নাই।
তুলসীর সনে, যমুনা পরশি,
সপথি বলিতে পারি,
তোমা ছাড়ি এক, পল নাহি রহে,
তোমার মুরলী-ধারী।
এ গোকুল যার, অনুরাগ ভরে,
উন্মাদ জ্ঞানহীন,
সেই তব প্রেমে, "রাধে রাধে" বলি,
উন্মাদ সারাদিন।
মিলি মনে মনে, স্মরণে মননে,
কি হেতু হারাবে শান্তি,
ভুলুয়াও কহে, মনেই মিলন,
বাহিরে মনের ভ্রান্তি॥

আবার বিশাখা কহে,
গলায় পরিয়া হার, হারাবার
ভয়ে কে ব্যাকুল রহে!

যাহার চিন্তায়, তন্ময় মন,
তার নাম ভুলে কে ?
কে সহে তাহার বিরহে যাতনা,
অন্তরে বাহিরে যে।
গোকুল-গৌরব মাধবে করিয়া,
পরমানুরাগে বশ,
কে কোথায় গণে, লোক-লাজ-ভয়,
আর যশ অপযশ !
দুধ, ঘৃত, ভাত, দুবেলা যে জন,
উদর ভরিয়া খায়,
কাঙ্গাল-কলঙ্ক, রটিলে তাহার,
তাহাতে কি আসে যায়।
চারি বেদ পড়ি, পণ্ডিত যে জন,
মিলিয়া পাড়ার লোকে,
হিংসায় জ্বলিয়া, মূরখ বলিলে,
বেশী কি করিবে তাকে !
সুধাপান করি, অমর হইনু,
মর মর সদা বলি,
আমাকে মারিবে, এ তিন ভুবনে,
কে আছে এমন বলী !
সে বরনাগর শ্যাম,

ছোট বড় হোক্, এ ব্রজ নগরে,
কে না জানে তার নাম।
কে আছে তাহার সমান রসিক-
—রতন পুরুষ বর, ?
তার সোহাগিণী তুমি বিনোদিনী,
কি আছে ইহার 'পর !
শুন হে ভানুর ঝি,
শ্যামের সোহাগ, পাইলে যখন,
নিন্দায় করিবে কি ?
আকাশের চাঁদ, অঞ্চলে বান্ধিলে,
পর্ব্বতে বান্ধিলে ঘর।
বাণের প্রবাহে কি করিবে তোমা ?
কেন মনে এত ডর ?
ফণীরাজ-শিরে, বসতি যাহার,
কেন সে ডরাবে বিষে,
দিনকর কোলে, বসিতে পারিলে,
আঁধারের ভয় কিসে ?
গোকুল গৌরব যে,
বিভোর হইয়া, তোমার গৌরব,
মুরলীতে গায় সে।

গজরাজ-শিরে, যে করে বসতি,
কুকুরে কি ভয় তার ?
শৃগালের ডাকে, মূরছে কি সেই,
মৃগেশ বাহন যার ?
লোকের কথায়, তোমার কি ভয় ?
বলুক যার যা মনে,
তুমি রহ তব অনুরাগ নিয়া,
প্রাণ মাধবের সনে।
জটিলা কুটিলা, মাধব-সেবায়,
চিরকালই সাধে বাদ,
ভুলুয়া সুধায়, "প্রেমিক কে হয়,
না সহিয়া অপবাদ ?"

বিশাখার প্রতি শ্রীমতী।

সখি, এমনি কপাল মোর,
সুখ-নিকেতনে, পশিলে আমার,
দুখের না থাকে ওর।
হিতের লাগিয়া, করম করিলে,
বিপরীত ঘটে ফল,

ওর = সীমা।

দুনো মূলে দুধ, কিনিয়া পানের
সময় নিরখি জল।
শত সাবধানে, খনির কনক,
কিনিলেও হয় তামা,
তিন পুরুষের, হীরকের হার,
পরখিলে হয় ঝামা।
নইলে, সুখময় শ্যামে, ভজন করিয়া,
কার দিন দুখে যায়?
জাহ্নবী তীরে, আসিয়া কে মরে,
প্রাণনাশা পিপাসায়!
আমি, ভুজগ-ভূষণে, ভবতোষ ভাবি,
ভজিনু ভকতি ভরে,
ভবের বদলে, ভুজগ নামিয়া,
আশীষে গরল ধরে।
(ভব এলেন না, ভুজগ আস্‌ল।)
(বলে আশীর্ব্বাদ লও গো।)
(হলাহল নিয়া বলে, আশীর্ব্বাদ লও গো॥)
সখি, সকলি কপালে করে,
খণ্ডাইতে পাপ, গঙ্গায় নামিলে,
হাঙ্গরে আসিয়া ধরে।
শুনি, ভুলুয়া নিশ্বাস ছাড়ে!

দুখের কপালে, সুখ বাসনায়,
কেবলি যাতনা বাড়ে।

সখি, ব্রজের মঙ্গল- নিধি যে মাধব,
নির্ম্মল যশের তারা,
নির্ম্মল স্বভাব, নির্ম্মলানুভব,
নির্ম্মল বচনে ভরা,
নির্ম্মল নয়নে, নির্ম্মল চাহনি,
নির্ম্মল প্রেমের সিন্ধু,
নির্ম্মল অধরে, নির্ম্মল মুরলী,
নির্ম্মল-মানুষ-বন্ধু।
আমি, অর্পি সরবস, অর্চ্চিনু তাহায়,
আর্ত্তি-বিনাশন লাগি,
আমার, মর্ম্মের বাসনা, মর্ম্মে হ'ল লীন,
হইনু কলঙ্ক-ভাগী।
কি মোর অদৃষ্ট, নিত্য দুখ কষ্ট,
অর্চ্চি কষ্ট হারি পায়।
ভুলুয়া ও কহে, "সর্ব্বদা অঘট
ঘটন সহন দায়।"

বিধাতা কি নিরদয় শুধু দুখ দিতে,
সিরজি এবার মোরে আনিল মহীতে।
সুখ দুখ যবে মোর জ্ঞান নাহি ছিল.
শৈশবে তখন দুখ মোরে দেখা দিল।
ধূলা খেলা করি সুখে বিদায় করিনু,
সুখের মরম আমি যৌবনে বুঝিনু।
যখন বুঝিনু সুখ হায়রে কপাল,
সুখে যত ডাকি, দুখ আসে পালে পাল।
রসের পরাণ দিয়া আনিয়া ভূতলে,
বসাইল আমাকে নীরস তরুতলে।
যদি বা রসিকবর শ্যামে মিলাইল,
নিবান আগুণ পুনঃ জ্বালাইয়া দিল।
দিবস যামিনী তাহা জ্বলিছে সমান,
পুড়িয়া মরিনু তবু না গেল পরাণ।
বিধি হয়ে ধরমের ভয় না করিল,
অধরমে অনুপায়া অবলা বধিল।
সুখময় মাধব যাহার দূরে রহে,
তার দুখ অফুরণ ভুলুয়াও কহে।

মানুষ না হয়ে যদি হইতাম পাখী
সারাদিন তবে কি এমন দুখে থাকি !

যেখানে মাধব মোর রহিত যখন,
যাইতাম উড়ি উড়ি সেখানে তখন।
নয়ন ভরিয়া রূপ করি দরশন,
দেখিতাম কত দরশন চাহে মন।
কুটিলার ভয়ে ফুকারিতে নারি নাম।
গগন ভেদিয়া বলিতাম "শ্যাম, শ্যাম।"
চঞ্চু দিয়া ধরিয়া দিতাম আনি ফল,
পিয়াসে দিতাম আনি মন্দাকিনী জল।
স্বাধীনা না হলে প্রাণ-নাথের সেবায়,
ভুলুয়াও কহে কেবা অধিকার পায়।

সখি,
শান্তি নিকেতন, মাধবী-কানন,
শান্তিময় তার পথ!
সে পথে যাহার, পদ চলে তার,
শান্তিময় মনোরথ।
শান্তিময় বনে, যতনে রোপিত,
শান্তিময় তরুলতা।
তাহে বিনির্ম্মিত, শান্তিময় গৃহ,
শান্তি তাহে বিরাজিতা,
শান্তিময় পাখী, শান্তিময় স্বরে,
শান্তিময় শ্যাম নাম,

শান্ত তরু-শাখে, শান্তিতে বসিয়া
গান করে অবিরাম।
শান্তিময় ফুলে, শান্তির সুবাস,
শান্তির বাতাসে বহে,
পশিলে সে বনে অঙ্গ সুশীতল,
শান্তির সীমা না রহে।
শান্তি-নিকেতন, শান্তির মূরতি,
মাধব যখন তায়,
শান্তির কিরণ করে বিকিরণ,
পরশে সন্তাপ যায়।
মাধবী সমান শান্তি নিকেতন,
সংসারে কোথায় পাব,
ভুলুয়া ভাবয়ে, সংসার ভুলিয়া,
সে বনে কখন যাব।

সখি, রবনা সংসারে আর,
যাব আমি, দেখি, মোয় নিবারিতে,
কতই শকতি কার!
জটিলা কুটিলা, আসিলে বলিস্,
তাহাদের মুখে ছাই

দিয়া, গৃহ ছাড়ি, কৃষ্ণ দরশনে,
চলিয়া গিয়াছে রাই।
যে দেশে শ্রীকৃষ্ণ- চরণ অর্চ্চনা,
সেই দেশে ঘুরি ঘুরি,
নয়ন সফল করিতেছে রাই,
আর না আসিবে ফিরি।
কৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ- দাসী যে নগরে,
সে নগরে যাবে সে,
কৃষ্ণপ্রেম-রসে ভাসিবে সে, আর,
না আসিবে ফিরে দেশে।
যা পারে করুক তারা,
ভুলুয়া ভনয়ে, "গরমে নরম,
জটিলা কুটিলা যারা।"

সখি, "হা মাধব" বলি বাহির হইব,
লোকালয় ছাড়ি যাব।
ক্ষুধার বেলায়, অমৃত বাহিনী,
যমুনার জল খাব।
সারাদিন আমি, হা কৃষ্ণ বলিয়া,
কাঁদিব পরাণ ভরি,

কাঁদনের পথ শীতল করিব,
নয়নের জল ঝরি।
আসিলে যামিনী "হা মাধব" বলি,
শুইব তরুর তলে,
শীতল করিব শয়নের থান,
ফেলিয়া নয়ন জলে।
নয়নের জলে অঞ্জলি ভরিয়া
অর্পিব মাধব-পায়।
ভুলুয়া ভাবয়ে, এমন নৈবেদ্যে,
অর্চ্চিতে কে তারে পায় ?

বিশাখার সান্ত্বনা।

কাহে এত চঞ্চলা, হওবি রাজনন্দিনি,
বৃন্দাবনচাঁদ যবে বাঁধলি নিজ অঞ্চলে।
কান্ত-মণি-মালীক হওলি যবে কাঙ্গালিণী,
তোকে, মন্দ বলি কি করিবে, জটিকুটিলা চঞ্চলে॥
তুঙ্গ গিরি-শিখরে বসি নিম্ন ঝোপ জঙ্গলে,
ভালুকভয়ে কম্পিত কে কহত ব্রজমঙ্গলে।
ভুবন-জীব-মঙ্গল পুরুষবর শ্যামকোলে,
বসতি করি, বিষাদ কাহে, পাপ জটিলা-কোন্দলে।

লাখ যুগ তপসা করি কাহা এমন সম্ভবে,
গোপনারী কান্ত করে মাধব জগবল্লভে!
ভাগ্যে ছিল মিলিল তাই, রহবি এবে গৌরবে।
ভুলুয়া-নতি, ভাগ্যবতী তোমাসমা কে ভূতলে ॥

ললিতার সান্ত্বনা।

শুন গো ভানুর ঝি!
কে কোথায় তোমা, করিছে নিন্দা,
ভাবিয়া করিবে কি?
করিবর যবে, নগরে বেড়ায়,
ঘেউ ঘেউ করি যত,
গ্রামের কুকুর, দূরে সরি ডাকে,
দেখা যায় অবিরত।
তাহাতে কি রোধে, করিবর গতি!
ফিরেও সে নাহি চায়;
কৃষ্ণপদে মতি যার, তারও গতি,
সেইরূপ এ ধরায়।
আপন ধরমে, সে চলে সতত,
না শুনে পরের কথা?
—পরের কথায় কান রাখে যারা,
তাহারা সফল কোথা?

যদি সফলতা চাও,
প্রাণ পণ করি, ধরিয়া লক্ষ্য,
এক মনে চলি যাও।
গুরু জন যারা, হোক্ প্রতিবাদী,
রোক্ পথ রোধ করি,
বলুক্ মন্দ, জগতের লোকে,
ঠিক রহ পথ ধরি।
ভুলুয়াও কহে, "যার,
পরের কথায়, মন বিচলিত,
কৃষ্ণ সুদুর্লভ তার॥"

ললিতা কহিল রাই,
এ কথা সে কথা, যত কহ তুমি,
আমি তা কিছুতে নাই।
সুনাম কুনাম, এখনে গণিছ,
ইহাতে হাসিবে মুখ,
ধরমের ঘরে, আটক পড়িবা,
পরকালে হবে দুখ।
এখন জাগিল, লোক লাজ ভয়,
তনু অনুতাপময়,

মাধব প্রিয়ার হেন আচরণ,
কখনো উচিত নয়।
মোরা কৃষ্ণদাসী, কৃষ্ণ নামে মোরা,
গরব করিয়া চলি।
ঝঙ্কারে জগত, স্তম্ভিত করিয়া,
কৃষ্ণ গুণ মোরা বলি!
যার যা ইচ্ছা, বলুক, তা মোরা,
শুনিব কিসের জন্য?
মান অপমান, যা ঘটে তাই বা,
কি হেতু করিব গণ্য?
বহুত জনম, তপসার ফলে,
বসিয়া মাধব কোলে,
কে কোথায় কবে, না হাসিয়া কাঁদে,
ভুলুয়াও তাহা বলে!

ললিতা কহিল, "শুন বিনোদিনী,
মাধব-চরণ স্মরি
জীবনে মরণে রব এক মন,
হয় বাঁচি, নয় মরি!
ছাড়িয়াছি যাহা, আর তার প্রতি,
কি হেতু ফিরিয়া চাব,

ধরিয়াছি যাহা, প্রাণ যতক্ষণ,
কি হেতু ছাড়িয়া যাব।
সদানন্দময়, শ্রীগোবিন্দ নাম ;
গোবিন্দ-পিরীতি-ধীর ,
—গোষ্পদের জলে, সিনান কে করে,
তেয়াগি জাহ্নবী নীর !!
পরের নিন্দায় কি বা আসে যায়,
না ভাবি, জীবন নিলে ?
ভুলুয়াও বলে, "এমন না হলে,
গোবিন্দ কি আর মিলে ?"

বিশাখা বুঝায়, "শুন বিনোদিনি,
মাধব পরমানন্দ,
বোধ যার, তারে বলুক না লোকে,
কতই বলিবে মন্দ !
বসতি যাহার, দিবস যামিনী,
সুখময় শ্যাম কোলে,
দুখ এলে দুখ, লাগে কি তাহার,
—জলে কি আগুন জ্বলে ?
যে বিকায় শ্যাম- নামে মন প্রাণ,
শীতল তাহার দেহ,

ত্রিতাপ সে দেহ, পরশ করিয়া,
হয়, সুশীতল অহরহ ।
সুখময় শ্যাম নাম,
স্মরণে মননে, অন্তরে তাহার,
সুধা ঢালে অবিরাম ।
পরশ-রতন, অঞ্চলে যাহার,
কাঙ্গাল কে করে তারে !
স্বরগে যে রহে, নরকের জ্বালা,
তায় পরশিতে নারে ।
সম্মানের শৈল অধিকার করি,
তাহার উপরে যে,
ঝোপ জঙ্গলের, মান অপমান,
গ্রাহ্য করে কি সে !
সুখের মিলন, না ঘটে, না হলে,
দণ্ডের বিরহ হেন ।”
ভুলুয়া ভনয়ে, “মাধব-বিরহে,
দণ্ডে লাখ যুগ যেন ॥”

বিশাখার প্রতি শ্রীমতী ।

সখি, বিষবৃক্ষ মরি, মৃত্তিকা হইল,
গরল ঢালিয়া তাহে,

বিষ-উগারক, বাঁশ আরজিল,
মুরলী হইল যাহে।
শঠ শিরোমণি- অধর-বাতাস,
পশিয়া তাহার মাঝে,
ভুবন ভরিয়া, গরল ছিঁটায়.
সমানে সভেরে সাঝে।
সময়াসময় না করে বিচার,
নিয়ত মুরলী ধ্বনি,
ধরম করম কে পারে রাখিতে
—মুরলী নাশক শনি !!
জটিলা কুটিলা এত যে গরজে,
তবু তা না হয় বন্ধ,
দেশে কি এমন, কেহই নাই যে,
বুজায় তাহার রন্ধ্র !
মুরলী কাড়িয়া, পোড়াইলে কেহ,
নিবিত প্রাণের জ্বালা,
ভুলুয়া সুধায়, "তা হলে কিরূপে,
বুঝিতে কোথায় কালা ?"

বিশাখার উত্তর।

অমৃত ছানিয়া তাহে উঠাইল সার,
নিরমিল তাহে মন্দাকিনীর কিনায়।
তাহে আরজিল বাঁশ অমৃত ঢালিয়া,
ধীরে ধীরে সযতনে নিল বাড়াইয়া।
সেই বাঁশ কাটিয়া গড়িল শ্যাম বাঁশী,
উগারে অমৃত যায় তিন লোক ভাসি।
সে অমৃত ধারা পশে যাহার শ্রবণে,
ডুবি সে মধুর ভাবে হারায় চেতনে।
শ্যামরূপ নয়নে নিরখে অনিবার,
অবিরাম শ্রবণে বাঁশীর ধ্বনি তার।
কুলশীলমান বোধ রবে কিসে তার,
আধা উনমাদ সম তার ব্যবহার।
ধন জন যৌবন সুখে সে বোধহীন,
ভুলুয়া পূজয়ে মোর হবে কি সে দিন!

বিশাখার প্রতি শ্রীমতী।

সখি, কি আর বলিব তোরে,
কোটী রূপ সিন্ধু উথলি উঠিছে,
নবীন জলদোপরে।

নব ঘন শ্যাম, বরণে নয়ন,
যে জন অর্পণ করে,
নয়ন সম্মুখে, অনন্ত রূপের,
ভাণ্ডার সে জন ধরে।
আজ, নির্জ্জনে বসিয়া, ধেয়ানে দেখিনু
প্রাণকান্ত-কলেবরে,
তরুণ অরুণ- ভাতি তরঙ্গিত,
ত্রিলোক-মোহন করে।
দেখিতে দেখিতে, আবার দেখিনু,
গগন-শোভন-চাঁদ,
নিঙড়ানো রূপ অমিয়া বিথারি,
তাহাতে পাতিল ফাঁদ।
আবার দেখিনু, চপলা পুলকে,
সে নীল বরণে হাসে,
সে হাসিতে কত, জ্যোতির্ম্ময় রবি-
শশীর কিরণ নাশে !
সখি, কি কব রূপের ছটা,
দেখিনু তাহাতে, সুবাস বিথারি,
কনক-কমল-ছটা।
কি কহিব তোরে, কত কি হেরিনু,
নিরখিতে এক শ্যামে,

নিরখিয়া রূপ, মনে হয় যেন,
পশিনু রূপের ধামে।
মরি কি অনন্ত রূপের ভাণ্ডার,
জলদ-কান্তি শ্যাম,
ভুলুয়া চিন্তে, মহাভাবান্তে,
কজ্জ্বলে কনকধাম।

সখি, আর না রহিল কুল! ছিঁড়িল কুলের মূল;
বৃন্দাবন-চাঁদ নিরিখনি,
নয়ন ফিরে না আর, আমি কি করিব তার,
শ্যামরূপে মোহিত এমনি?
আন রূপ এ নয়ন, নাহি করে দরশন,
যাহা দেখে তাহে শ্যাম বোধ।
তা পরে মূরলীরব, নিল শ্রবনীয় সব,
করিয়া করণ অবরোধ।
পদ না শুনিয়া কথা, চলে সে মূরলী যথা,
শিকলেও রোধ নাহি মানে।
গৃহের করম করে, বলিলেও নাহি ধরে,
মোর দশা কি বুঝিবে আনে!
আন কথা এ রসনা, জিদ করি কহিবে না,
কেবল করিবে নাম তার,

মন তাহে তনময়, এমন হলে কি হয়,
কুলের ধরম রাখা আর !
বচন লোচন গেল, শ্রবণ বধির হল,
এ কর চরণ বশে নাই,
বিপরীত মনোরথে, কার সাথে কোন্ পথে,
কুলের ধরমে আমি যাই।
যা বলে বলুক লোকে, স্বরূপ বলিয়া তোকে,
আমার মতন আমি যাই।
ভুলুয়া শুনিয়া বলে, "দেহ মন না চলিলে,
কুলদায় কি দিয়া যোগাই।"

তখনি ত সহচরি, কহিয়াছিলাম তোরে,
এ পিরীতি বিষম হইবে,
যদিও মিলন ঘটে, অনল উঠিবে তাহে,
পরিণামে পরাণ যাইবে।
বলিয়াছিলাম যাহা, এখনে ঘটিল তাহা,
জীবন হইল বিষময়,
কি বা ছিনু কি হইনু, জীবনে মরিয়া র'নু,
বিদগধ নিয়ত হৃদয়।
শয়নে যখন যাই, এ নয়নে নিদ নাই,
সারা নিশি জাগিয়া পোহাই।

গৃহকাজে যবে যাই, শরীরে না বল পাই,
ভোজনে বসিলে নাহি খাই।
যার লাগি মোর মন, নিরবধি উচাটন,
না পারিলি মিলাইতে তায়,
একদিন মিলাইয়া, বিরহ-আগুন দিয়া,
পোড়াইয়া রাখিলি আমায়।
জটিলা কুটিলা দোঁহে, তার পরে অহরহ,
কাটাঘায়ে লবণ ছিটায়,
যে ভাল বাসিলি মোরে, তাহে প্রাণ গেল প'রে,
পরমাণ ভুলুয়া তাহায়।

বৃন্দাদেবী রাই-মন-বেদনা জুড়াতে,
কুসুম তুলিতে চলে সাজি নিয়া হাতে।
হেথা শ্যাম রাই-দরশন-লালসায়,
যমুনার ঘাটে ঘাটে ঘূরিয়া বেড়ায়।
যাতনায় তনুমন জর জর তার,
বদন নয়ন পরকাশে দুখ-ভার।
বৃন্দাকে দেখিয়া শ্যাম আসিল ধাইয়া,
—শোয়াস নাশায় বহে ঝড় উঠাইয়া।
সম্মুখে দাঁড়াল আসি পথ আগুলিয়া,
চমকিয়া বৃন্দাদেবী দাঁড়ায় সরিয়া।

উনমত সম ঘুরে নয়ন তাহার,
"কেমন আছে সে", বলি পুছে বার বার।
নাড়ি মুখ, বৃন্দাদেবী কহে, "কি জঞ্জাল!
তোমার না আছে যেন সকাল বিকাল!
সময়াসময় কিছু না করি বিচার,
"রাধে, রাধে," বলি ডাকে মুরলী তোমার!
পিরীতি সবাই করে, হেন কোন্ ঠাঁই!
ধরম সরম গেল, কারো মুখ নাই।
কুলের কামিনী রাই জগভরা যশে,
রটিল কলঙ্ক তার তোমার পরশে,
গুরু জনে গঞ্জনা দি'ছে অবিরাম,
ভ্রমেও না মুখে আর নিও তার নাম।
সে কভু ছিল না রাজি, বলিয়া কহিয়া,
মোরা তাকে এই কাজে মজাই আনিয়া।
অনুতাপে এবে রাই বিষম এমন,
বিষপানে দুই বার করে আয়োজন।
করে ধরি জটিলা করিল নিবারণ,
—হাজার হলেও তার শাশুড়ীর মন!
বলিয়া দিয়াছে রাই মোসবার নাম,
আমাদেরই ছাড়িতে হইবে ব্রজধাম।

তুমি ত রাজার বেটা, কি হবে তোমার ?
আমাদেরই ললাটে দুখের নাহি পার।
সাবধান হয়ে এবে শুন উপদেশ,
যা ছিল কপালে তাহা ঘটিল অশেষ।
রাই লাগি ঘাটে ঘাটে আর না ফিরিও।
এ গোকুলে আর মুখ নাহি হাসাইও।"
পরিবাদ শুনি হরি মুখ শুকাইল,
"হা ভানুনন্দিনী" বলি মূরছি পড়িল।
বৃন্দাদেবী কোলে তুলি করিয়া যতন,
পরবোধ দিতে কহে মধুর বচন।
"সুচতুর চূড়ামণি রসিকেশ হও,
রসের কথায় কেন চেতনা হারাও ?
বিনোদিনী তোমা বই আন নাহি জানে,
সতত মগনা তব রূপ গুণ ধ্যানে।
চল নিধুবনে, বসি রহ তরুতলে,
এবে বাহিরিবে রাই ভানুপূজাছলে,
মিলন করাব দোঁহে নাহি হবে আন।
শপথিয়া কহিনু, ভুলুয়া পরমাণ।"

শ্রীমতীর প্রতি বৃন্দা।

বৃন্দা আসি কহে ধনি,　　তোমার হৃদয়মণি,
　　বসাইয়া এনু তরুতলে।
প্রেমে উনমত শ্যাম,　　জপিছে তোমারি নাম,
　　আর না ভাসিও আঁখিজলে!
যখনি বাসনা হবে,　　আমায় ডাকিয়া কবে,
　　আমি দাসী চরণে যাহার,
শ্রীগোবিন্দ দরশনে,　　তার মত এ ভুবনে,
　　কার বা সুবিধা আছে আর?
আমি যা বাসনা করি,　　তাই আগে করে হরি,
　　হরি ত আমারি কেনা ধন। (১)
যে তাঁরে নাচাই তারে,　　নাচে সে তেমনি তাঁরে,
　　না জানে গোকুলে কোন্ জন?
তোমার শাশুড়ী ঠাঁই,　　আমি গিয়াছিনু রাই,
　　ভানুদেবে আরাধনা ছলে,
আনিয়াছি অনুমতি,　　চল নিরভয় মতি'
　　বসিতে পরাণনাথ কোলে।"

---

(১) বৃন্দাদেবী=ভক্তি। ভক্তিদেবী—বলিতেছেন, "হরি ত আমার কেনা ধন। আমি হরিকে নাচাই" ইত্যাদি, অর্থাৎ হরি ভক্তের অধীন—ভগবানের ইচ্ছায় জগৎ চলে, ভগবান ভক্তের ইচ্ছায় চলেন।

ভগবান ভক্তের করে নাচের পুতুল। তাঁরে বান্ধিয়া পুতুল নাচায়। ভক্তিরূপ তাঁরে বান্ধিয়া ভক্ত ভগবানকে নাচান।

সহচরীগণ সঙ্গে, রঙ্গিনী চলিলা রঙ্গে,
নিধুবনে মিলিতে মাধবে ;
ভুলুয়া নীরবে ভাবে, মোর দুখ কবে যাবে,
কবে বৃন্দা করুণা করিবে !

মিলন।

নিধুবনে যবে আসিল সুন্দরী,
দোঁহে দোঁহ মুখ হেরি,
চপলা নিন্দি চঞ্চল গতি,
শ্যামে মিলায়ল প্যারী।
দোঁহ ভুজে দোঁহে বেষ্টি ধরিল,
প্রেম-বিহ্বল অন্তরে।
নির্গুণ দশা, দর্শি ভুলুয়া,
নির্ব্বাণ-নীরে অন্তরে। (১)

(১) প্রকৃতি পুরুষ যখন একত্র হন, তখনই ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা।

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।

মান।

মানের শ্রেষ্ঠত্ব।

যে জন আমার প্রাণ সরবস ধন,
আমা বিনা তিলে যার জীবনে মরণ,
আমারি সুখের তরে যার মন প্রাণ,
পর-সুখোদয় হয় সে করিলে মান।
সে মান ভাঙ্গিতে যদি ধরি তার পায়,
সে ধরায় আনন্দ-তরঙ্গ মনে ধায়।
চন্দ্রাবলী আত্মসুখ তরে ভজে শ্যাম,
আত্মসুখ বাঞ্ছা যাহা তার নাম কাম।
কৃষ্ণ-সুখ-তরে আত্মসুখ বলিদান-
কারিণী যে, কাম গন্ধে তার অভিমান।
কৃষ্ণ অঙ্গে নখচিহ্ন করি দরশন,
অভিমানে রাধিকার অশ্রু বরষণ।
অভিমানে কৃষ্ণপ্রতি কহে কটু ভাষ,
তবু অশ্রু মুছয়ে টানিয়া পীতবাস।

হেন মানে প্রেমের উৎকর্ষ অতিশয়,
হেন মান বিনা প্রেমে মাধুর্য্য না হয়।
সে নহে কমল, যাহে নাহি পরিমল,
সে নহে জলদ, যাহা না বরষে জল।
সে নহে সাগর, যাহে না রহে রতন,
মাখন না উঠে যাহে, তা নহে মথন।
সে নহে রমণী, যার সতীত্ব না রহে,
ত্যাগ নাই যার, তাকে সন্ন্যাসী না কহে।
তাহা নহে কাব্য, যাহে নাহি অলঙ্কার,
তা নহে পাণ্ডিত্য, নাহি আচরণ যার।
সে নহে প্রবীণ, যার ন্যায়ে নিষ্ঠা নাই,
চরিত্র বিহীন গুণ আদাড়ের ছাই।
দায়িত্ব বিহীন নর কভু নহে ইষ্ট,
অলবণ ব্যাঞ্জন কভু না হয় মিষ্ট।
অলঙ্কারে কি সৌন্দর্য্য বস্ত্র নাহি যার,
সত্য না থাকিলে ধর্ম্ম কে করে স্বীকার।
বুদ্ধি না থাকিলে বিদ্যা বিড়ম্বনাময়,
দয়াহীন মানুষ মানুষে গণ্য নয়।
চক্ষুহীন রমণীর রূপের বড়াই,
মান না থাকিলে প্রেম ঠিক জানি তাই।

কান্ত দুঃখ দেখিয়া উপজে অভিমান,
ভুলুয়া ভণয়ে প্রেম-হেম তার নাম !!

মানের অপকর্ষ।

শুদ্ধ সত্ত্বগুণময় পরম পুরুষ,
শুদ্ধা ভক্তি বলে পারে ধরিতে মানুষ।
দম্ভ দর্প অভিমান থাকে যে অন্তরে,
শুদ্ধা ভক্তি তথা নাহি কভুও সঞ্চারে।
এমন কি আমি ভক্ত, কৃষ্ণ একা মোর,
হেন দর্পে ঘটায় বিপত্তি মহা ঘোর।
ভক্তিরূপা গোপীও এমন অভিমানে,
হারাইল অঞ্চলে বাঁধিয়া ভগবানে।
অন্তরের অষ্ট উচ্চ বৃত্তি অষ্ট সখী,
আরাধনা তত্ত্বে সদা অন্তরঙ্গ দেখি।
এই অষ্ট সখীর অনুগ যেই জন,
সেই পায় রসময় ব্রজেন্দ্র নন্দন।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম পূর্ণ তত্ত্বে অলঙ্কৃত,
মানের দ্বিবিধ তত্ত্ব তাহে প্রকটিত।
অহৈতুকী প্রেমিকের মান সুখময়,
দাম্ভিকের মানে মাত্র দুঃখ উগারয়।

প্রেমহীন ভুলুয়া করিয়া অভিমান,
জগভরি হারাইল আপন সম্মান।

মানের শ্রীগৌরচন্দ্রিকা।

নদীয়া গগনচান্দ বদনচান্দ আজি,
আবরিল ভাবনা-বিষাদ-ঘনরাজি।
জাগিয়া যামিনী হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে,
আপনা পাসরি রহে শ্রীবাস-অঙ্গনে।
কত বা ধূলায় গড়াগড়ি প্রেমাবেশে,
প্রতি অঙ্গে চিহ্ন ভাসে অশেষে বিশেষে।
প্রাণপ্রিয়তম তনু হেরি ধূলাময়,
মনোদুখে গদাধর অভিমানে রয়।
কি যাতনা নদীয়া-নাগর-বর মনে,
ভুলুয়া হেরিল, ধারা কমল-নয়নে।

চন্দ্রাবলী-বিলাস কুঞ্জে—রসিকেশ্বর নাগর,
রসপ্রসঙ্গে বঞ্চে রজনী—হরষাবশ অন্তর ॥
শর্ব্বরী শেষে, নিদ্রা পরশে, বিগত চিত্ত-চেতনা।
উদয়-শৈলে অরুণোদিত, তবু জাগ্রত হল না ॥
কর্ণে বিহগ-সঙ্গীত পশি জাগ্রত যবে করিল,
ভানু-সূতা-ভয়ে কম্পিত-মতি, লম্ফ মারিয়া উঠিল

চাহে চৌদিঠি, চঞ্চল মতি, মুরলী ধরিল করে,
আত্ম পাসরি, আপন বস্ত্র পরিহরি আন ধরে।
আধ কটীতটে বান্ধল, আধ গড়ায় ভূতলোপরে।
ধাবল রাধা-কুঞ্জাভিমুখে, ভুলুয়া ভাবিয়া মরে॥

চলিল উনমত সম নাগরবর শ্যাম রে।
অপরাধে অবশ মন অধরে রাধা নাম রে॥
বিগতা হেরি বিভাবরী, আপনা বিসরিত হরি,
শ্রীমতী ভয়ে ভীত মন, নয়ন আঁধারি,—
কহয়ে, "হিতে বিপরীত আজিই মোর ঘটাল,
বহু যতনে পাওয়া রতন আজিই মোর হারাল,
আজিই সুখ নিকেতন হল গরল-ধাম রে॥"
চলিত পথ পরিহরি, সোজা যত চলিল হরি,
কাঁকরে পদতলে তত, বেদনা বিথারি,—
তবু ও নাহি ব্যথা বোধ, ভয়ে না মানে পরবোধ,
তনু শিহরে, হিয়া বিদরে, বদনে বহে ঘাম রে॥
কভুও দ্রুত কভুও ধীরে, চলিল ভাসি আঁখি নীরে,
ভুলুয়া কত ডাকিল তবু, চাহিল না ফিরে,—
তরাসে অনুতাপিত তনু, ভাবিল বিধি বাম্ রে॥

সুবাস কুসুম-সাজে শয়ন পাতিয়া,
শ্যাম-সোহাগিনী সারা যামিনী জাগিয়া।
পরভাতে পরখর অভিমান ভরে,
কর থাপি কপোলে বসিয়া আঁখি ঝরে।
সারারাতি রাইসহ করি জাগরণ
রাই-দুখে দুখিনী সকল সখীগণ।
সরবস মাধবের পদে সমর্পিল,
তবুও আপন করি বাঁধিতে নারিল।
ভুলুয়া ভণয়ে, "ইথে বিস্ময় না মানি,
বিশ্বনাথ কাহারো আপন নহে জানি॥

তখন, আপন আপন আবেগ ভরে,
সব সখী কহে সমান স্বরে।
"ঘটিবার যাহা ছিল কপালে,
শ্যামে প্রেম করি ঘটিল কালে।
পিরীতি এখন মাথায় থাক।
রসের তরণী ডুবিয়া যাক।
আবার যদি সে এখানে আসে,
কেহ না দাঁড়াবি তাহার পাশে।

থাপি—স্থাপন করিয়া

বসিতে আসন কেহ না দিবি,
সুধালেও কেহ কথা না কবি;
কেহ না চাহিবি তাহার পানে,
তার কথা কেহ না নিবি কাণে।
মোহন মুরলী বাজালে পরে,
শ্রবণে অঙ্গুলী রাখিবি ভরে।
তার প্রতি প্রেম যার যা আছে,
তপত সলিলে ফেলাবি মুছে।”
সে রূপ দেখিলে, ভুলুয়া ভাবে,
সকল শপথ উলটি যাবে।

পরভাতে পরিতাপে তনুমন জারি,
কুঞ্জের দুয়ারে আসি দাঁড়াইল হরি।
নীরস বিরস নীল সুধাকর মুখ,
নয়নক নিরীখন-ভরা গুরু দুখ।
ধবল চন্দন মাখা আথালি পাথালি।
গলে বন ফুল মালাহীন বনমালী।
খরনখে আচর উরসে শোভমান,
পীত-বসনের নীল শাড়ী পরিধান।
হেরি হরি-রূপ রাই তনু চমকিল,
ভুলুয়া আনত মুখে আঁখি আবরিল।

মনে মনে শ্রীমতী।

নয়নে হরিরূপ হেরি নীরবে বলে, "হায় হায়!
কে বিভূতি বিলেপিল নীল সুধাকর গায়!!
পরশি তুলসী তিল আর যমুনা জীবন,
সরবস করি যায় সমর্পিনু এ জীবন,
যে তনু সেবার লাগি, হ'নু সরবস ত্যাগী,
তাহার এমন সাজা অন্তরে কি সহা যায়॥
যে করে আমার কান্তে এক বিন্দু শান্তি দান,
তাহার মঙ্গল চিন্তা করি অর্পি মন প্রাণ
সানন্দে সেবিকা হয়ে, থাকি তার ভোজনালয়ে,
স্বজন জনমাঝে সে জন, জীবনোপম তুলনায়॥
সুকোমল কমলজিনি কোমল যেই কলেবর,
তরুণারুণবরণ-রেখা খর নখরে তদুপর,
নিরখি আঁখি মুদিত করি, মন দুখে বসিল প্যারা,
ভুলুয়া দূরে রহি হেরে নয়নে প্রবাহিনী ধায়॥

ঝিঝিট—ঠেকা।

উদ্যানে দাড়ায়ে হরি পরমাদ গণে,
কেহ না সুধায় সবে ফিরে আন মনে।
অনাদর নিরখিয়া আদরিণী-বাসে,
নাগরের মনপ্রাণ শুকায় তরাসে।

ধাইয়া ধরিল রাই চরণ কমল,
বসনে ঢাকিল মুখ সহচরীদল।
তখন, নিজ দোষ ঢাকিতে কহয়ে ছলবাণী,
"দুরন্ত ঘুমের ঘোরে পোহাল রজনী।
সুবলের সঙ্গে ছিনু করিয়া শয়ন,
নাহি মান যদি, তাকে পুছ বিবরণ।"
ভুলুয়া ভণয়ে "ইহা না অলীক কথা।
যদিও এমন নীল শাড়ী নাই তথা॥"

নিজ অপরাধ ক্ষমা চায় রে নাগর শ্যাম॥
শির অবনত করি, চরণকমল ধরি,
পর বোধ না মানি হিয়ায়।
ধৈরয ধরিতে নারে, ভাসে দুনয়নাসারে,
ধরণী লুটায় রে, নাগর শ্যাম॥
পাষাণ হৃদয় যার, মাধব, যাতনা তার
নিরখি পরাণ ফাটি যায়।
নীল কমল জিনি কলেবর করায়ল,
ধূসর ধূলায় রে, নাগর শ্যাম॥
কিশোরী ত আঁখি মুদি, নীরবে নয়ননীর,
ফেলিয়া রহিল উপেখায়।

ভুলুয়া হেরিল হীন, মূল তরুবর সম,
বিহীন উপায় রে নাগর শ্যাম ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়।

কর দয়া কর হে পায় ঠেলনা ॥
কুসুম হইতে যবে কোমল পরাণ,
আচরণে হবে কেন পাষাণ সমান
হে পায় ঠেলনা ॥
করুণায় উপেখিলে পদানত জনে,
অযশ রটিবে রাধানামে ত্রিভুবনে
হে পায় ঠেলনা ॥
শরণাগত-পালিনী কহে তোমা সবে,
কাতরে কঠিনা হলে ধরম কি রবে ?
হে পায় ঠেলনা ॥
সুখময়ী তুমি সুখ আজীবন দিয়া,
বধিবে কি আজ দুখ সাগরে ডারিয়া,
হে পায় ঠেলনা ॥
হারায় যে রাধারাণী-চরণ-কমল,
ভুলুয়া-বিচারে তার মরণ মঙ্গল।
হে পায় ঠেলনা ॥

পতিত হইল শ্যাম চরণকমলে,
ক্ষমা উপজিল যত সহচরীদলে।
নিমিলিত-নয়না কিশোরী মান ভরে,
দূরে রহি সব সখী কাণাকাণি করে।
কেহ কহে, “ঘাট করি ধরে যদি পায়।
সতের স্বভাবে ক্ষমা সমুচিত তায়।
অনুতাপে তনুমন দহিল যাহার,
কৃতপাপ সাজা বাকী কোথা রহে তার।
বিশেষতঃ যার পদে বিকাইল প্রাণ,
এ কোন্ ধরম তায় এত অপমান।
ভুলুয়াও কহে “যথা অতিশয় মান,
অতিশয় দুখময় তার পরিণাম।”

যত মিনতি মাধব করে তত উপেক্ষা করিয়া,
নতবদনে রহিল ধনী নয়ন দুটি মুদিয়া॥
অনাদরিত নাগর, নয়নে বহে দর দর,
মরম যাতনা-ধারা ভাদর জিনিয়া,—
কতবার চাহিল ক্ষমা মিনতি করি জোড় করে,
পশিল না তা মানে পাষাণময়ী করণ-কুহরে,
করুণা কর বলিয়া কাঁদে, মরমে মরিয়া॥
এ ভুবনে এ জীবনে যাহাকে সরবস জ্ঞান,

অতি মানিনী হয়ে যদি করিল সেই হতমান,
ধিক্ দিয়া জীবনে, বলে "কি লাভ বাঁচিয়া" ॥
বিধি-বিচার-বোধবিহীন বহায়ে দুনয়ন ধার,
"ক্ষমা কর হে করুণাময়ী" কহয়ে হরি বার বার,
তবুও রাই না ক্ষমিল, সখী সকলে উপেখিল,
হীনের মত বাহিরিল হেরিল ভুলুয়া ॥

বাহির হইল রে হতমান শ্যাম ॥
যাতনা-পীড়িত মনে চলিতে লাগিল,
নগন তরণী যেন সাগরে ভাসিল রে,
হতমান শ্যাম ॥
অভিমানে অপমানে নাহি জ্ঞানলেশ,
বসনে মুছিয়া আঁখি নাহি পায় শেষ রে
হতমান শ্যাম ॥
ঘুরি ঘুরি চলে পথ পরিহরি যায়,
ধৈরয ধরিতে নারি কভুও দাঁড়ায় রে,
হতমান শ্যাম ॥
মনে ভাবে কোন সখী আসে বা ডাকিতে,
আসে কি, না আসে ফিরে লাগিল দেখিতে রে
হতমান শ্যাম ॥

কাহাকেও না দেখিয়া অধিক কাতর,
যমুনা সৈকতে আসি বসিল নাগর রে,
হতমান শ্যাম ॥
কভু বসে কভু উঠে চারি দিকে চায়,
কি করে কোথায় যায় বুঝিতে না পায় রে,
হতমান শ্যাম ॥
প্রভাতী বালুকাভূমে শয়ন করিল,
তবুও না জুড়া'ল প্রাণ ভুলুয়া দেখিল রে
হতমান শ্যাম ॥

যমুনা সৈকতে বসি বিতাড়িত রায়,
বুকে হাত দিয়া মুখে করে "হায় হায়।"
নিশোয়াস ছাড়ি বলে আর কি করিব,
'জয় রাধে রাধে' বলি কান্দিয়া ফিরিব।
ভাবিব তাহার রূপ মুদিয়া নয়ন,
ভাবিতে ভাবিতে হব তাহার বরণ।
চিনিতে নারিবে কেহ দেশে দেশে যাব।
'জয় রাধে' বলি মাধুকরী মেগে খাব।
ভুলুয়া আগুলি কহে গোপন করি বা,
বচনে লোচনে ধরা আপনি পড়িবা ॥

কপাল কি মোর এতই মন্দ,
দশদিক হেরি কেবলি দ্বন্দ্ব!
চাঁদের কিরণে গরল জ্বালা,
উগারে অনল মতির মালা!
কুসুমের ঘাতে বরষে বাণ,
সুধা সরবতে বিনাশে প্রাণ।
অরুণ কিরণে শুকাল সিন্ধু,
চাঁদে উপেখিল সিন্দূরবিন্দু।
দশদিকে শুধু দুখের ছবি,
যমুনা-সলিলে মরিব ডুবি।
যে জন কিশোরী-করুণা-হারা,
ভুলুয়া ভাবে সে জীবনে মরা॥

ভানুকুল চন্দ্রিমা পূর্ণ প্রেমানন্দরূপা॥
ভানুকুল চন্দ্রিমা ঘন-তামস-খণ্ডনা,
বরজ-ভানু-কুলজ-সরোজিনী সরোজবরণা
গোকুলগুণগৌরব বিপুল-যশ-সৌরভ-
আধার; আরাধনার দেবী রাধা মূরতি নিরুপমা॥
বৃন্দাবন-মহারাণী তাপসাগর-তারিণী,
পাপ-সাগর উদ্ধারিণী সিদ্ধমনপ্রাণরমা॥

তুচ্ছ মণিরত্ন তরে, তুচ্ছ নরে যত্ন করে
(সেই) উচ্চভানু জাত-মণি পরশমণি-খনি-সমা ॥
মৃদুমধুর হাসনা, রসমধুর ভাষণা,
সদা-করুণ-নয়না সতী এক বরজে বরাননা ॥
বৃন্দাবন-মহারাণী, শান্তিসুধা মন্দাকিনী,
পরানন্দ-প্রদায়িনী ভুলুয়া ভয়-ভঞ্জনা ॥

(ঝাঁপতাল-ভৈরবী)

আর বার বলে "আমি না মরিব
মরিয়া কোথায় যাব,
প্রেমের প্রতিমা প্রেমময়ী রাধা
মরিলে কোথায় পাব ?
সে না হয় মান করেছে না বুঝি,
তাহাতে কি আসে যায়,
বুঝমান হয়ে না বুঝ করম
আমি কি করিব তায় !
ভাবিয়া দেখিলে মান বই আর,
বেশী কিবা করিয়াছে,
প্রেমের নগরে মান না থাকিলে
প্রেমে কি গৌরব আছে ?

মোকে অনাদর নিরখি তাহার
অন্তরে উপজে মান,
এ তিন ভুবনে এমন মানের
নাহি তুলনার থান।
তিল না দেখিলে আপনা হারায়,
মূরছি মূরছি পড়ে,
উনমাদ সম অধীর হইয়া,
ভোজন শয়ন ছাড়ে।
প্রেমের মূরতি, রাধা রসবতী,
মহাভাবে তার মান,
ভুলুয়া ভণয়ে সে মান বুঝয়ে,
মহারাসময় শ্যাম।

আর বার বলে, "আর নাহি যাব,
উহু কি কঠিন প্রাণ!
চরণে ধরিয়া কাঁদিলাম কত,
তাহে না ভাঙ্গিল মান।
চরণে ঠেলিল, ফিরে না চাহিল,
সখী সবে উপহাসে,
নাহি পরখিলে, নাহি যায় জানা,
কে যে কত ভালবাসে।

প্রিয় প্রিয় বলি এত অপমান
কোথা করে কোন্ জন ?
মরণ অধিক অযশ রটিল,
হাসিল এ ত্রিভুবন !
আর নাহি যাব, উদাসীন হব,
রব নিরজন বাসে।
এ ধরম ছাড়ি তপসা করিব ;"
শুনিয়া ভুলুয়া হাসে।

আর বার বলে হায় রে,
তার অপমান, অমৃত সমান,
তায় কি পাসরা যায় রে।
জীবনে মরণে সে সাথী আমার,
প্রেমের প্রতিমাখানি,
করুণা নয়নে সে চাহিলে মোরে,
ধরাকে স্বরগ মানি।
উদাসীন হব, তপসা করিব,
বাঁশীটী রাখিয়া দিব।
নিরজনে বসি বিমোহন সুরে,
তার গুণরাশি গাব।

যে দেশে যাইব মানুষ ডাকিব,
রাধা নাম দিয়া কানে,
জপিতে বলিব, জপিয়া দেখাব,
কথায় যদি না মানে ।
এ নাম রতন, জপিবে যে জন,
মরণ তারে না ছুঁবে,
চারি ফল নাম, লইতে মিলিবে,
এ নাম অতুল ভবে ।
এ মধুর নাম যতন করিয়া,
যে করিবে অঙ্গীকার,
শপথি কহিব, মহাভাবে তার,
জনমিবে অধিকার ।
পরম আনন্দে, অধিকার পাবে,
নিরানন্দ দূরে যাবে ।
এ নাম-সাধনে ত্রিতাপ সাগরে,
নিমিষে কিনার পাবে ।"
ভুবন-মঙ্গল-নাম ।
এ নাম পাসরি এক পল নারে
জীবন ধরিতে শ্যাম ।
কাননের পাখী, ধরিয়া পুষিব,
তাহাকে শিখাব নাম ।

"জয়-রাধে" বলি উড়িয়া বেড়াবে,
শীতলি' ধরণী-ধাম।
শুনিয়া সে নাম, পরম পুলকে,
নাচিব মনের মত।
তার মানে মোর অভিমান যাহা,
নিমিষে হইবে গত।
পথের মাঝারে পাথর পুতিয়া.
তাহাতে আঁকিব নাম।
যাইতে আসিতে পথিকে পড়িবে,
যে নাম রসের ধাম।
শুনিয়া ভুলুয়া, নয়নের জলে,
ভাসিয়া আসিয়া কহে।
হেন অকৈতব প্রেমের তুলনা,
তিন লোকে নাহি রহে।

এমন সময় তরুশিরে শুকসারি,
জয় রাধে শ্যাম বলি উঠিল ফুকারি।
রাধা নাম শুনি শ্যাম উঠে চমকিয়া,
অবশ অন্তরে শুনে নয়ন মুদিয়া।
নামের সহিত জাগে মূরতি অন্তরে।
ধ্যান ভরে ভুবাহু পসারি শ্যাম ধরে।

অনুভবে ধেয়ানে মধুর আলিঙ্গন,
অনুভবে ভুলুয়া কয়য়ে নিরীখন।

মানের প্রথম অংশ সমাপ্ত ॥

মানের দ্বিতীয় অংশ।

হতমান হয়ে শ্যাম করিলে পয়াণ,
মানিনী নয়ন মেলি তুলিল বয়ান।
বদন তুলিয়া দেখে প্রাণবঁধু নাই,
কোথা গেল বলিয়া পড়িল মূরুছাই।
বিশাখা ধরিয়া কহে সে কেমন কথা,
খেদাড়িয়া দিয়া বঁধু এবে পাবি কোথা?
গোকুলগরব গুণসাগর সে জন,
মিলাইতে তাহাকে করিনু প্রাণপণ।
কি যাতনা জানে তাহা বিশাখার প্রাণ,
পায়ে ঠেলি তাহাকে করিলি হতমান।
হল না মনের মত দিলি তাড়াইয়া।
আবার কাঁদন কেন তার নাম নিয়া।
বঁধু চেয়ে মান তোর মরমী যখন,
মোরাও মানের পূজা করিব এখন।
আরতি করিব মানে যতন করিয়া,
মান ধরি শোয়াইব তোর কোলে নিয়া।

শুইয়া মানের কোলে কত সুখ পাবি,
পুরাণো বঁধুকে দিয়া আর কি করিবি।
বিশাখা ভাষণে ভানু-কুমারী উতলা,
ভুলুয়া ভাবয়ে বসি মিলনের ছলা।১

শ্রীমতীর রোদন।

আমার বঁধুকে মিলাবে কে!
বঁধুর বিরহে, মাথায় অনল বহে,
হৃদয়ে চপলা চমকে॥
এই ত আমার বঁধু আমার কাছে ছিল
নয়ন মেলিতে কোথা লুকাইল,
অথবা জনমের মত তেয়াগিল,
দোষিণী বলিয়া দাসীকে॥"

১। এই পদের তাৎপর্য্য—জ্ঞানরূপিণী বিশাখা কৃষ্ণপ্রিয়া রাধাকে তিরস্কার করিতেছেন। বস্তুতঃ আমরা কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া যে অনুতাপ ভোগ করি, তাহা জ্ঞানেরই তিরস্কার। যার জ্ঞান নাই, তার অনুতাপ নাই। জ্ঞান হইলে মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে সাধনা করে। অথবা ভগবানকে লাভ করিতে বিশাখা সাহায্য করে। তাই বিশাখা বলিতেছেন, আমি প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণ মিলাইয়াছিলাম। তুই মান করিয়া অহঙ্কার করিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলি। দম্ভ দর্প অভিমানাদি অসুরের লক্ষণ। মান করিলে ভগবান থাকেন না। অথবা—

প্রাণ সরবস মাধব বিহনে,
এ প্রাণে ধৈরয ধরিব কেমনে,
কিছুই না শুনি শ্রবণে নয়নে,
আঁধার নিরখি আলোকে ॥
এবে গালি দিতে পারিস শত মুখে,
নারিলি ধরিয়া রাখিতে বন্ধুকে,
না হয় বলিতি ডাকি ভুলুয়াকে,
সে রাখিত বুঝায়ে তাহাকে ॥

বেহাগ—একতালা।

যাচিয়া ললিতা ধীরে ধীরে কহে,
"কি তোমা বলিব আর,
সাধনায় যায় নাহি পাওয়া যায়,
তায় মানে রাখা ভার।
রসিকামণ্ডলে রসময় শ্যামে,
কার প্রাণ নাহি চায়,
কৌটার মাণিক করি রাখে তারে,
দেবে যদি কেহ পায়।
সাগর সেঁচিয়া, রতন আনিয়া,
দিলাম তোমার করে,

সে রতন তুমি, হেলায় ফেলিয়া,
দিলে অভিমান ভরে!
কাঁদিলে কি হবে আর?
না থাকিলে সুখ কপালে, এমতি
দুর্ম্মতি হয় সার।
বহুদিন তোমা বলিয়াছি রাই,
অতিশয় কিছু ভাল নয়,
অতি মনথনে অমিয়া-সাগরে,
খর গরলের সমুদয়।
অতিশয় টানে লোহার শিকল
ছিঁড়িয়া যখন দুই হয়,
মানের ঝাকুনি প্রেমের কোমল
বন্ধনে আর কত সয়।
পরাণ বঁধুরে চোরের মতন,
বাঁধিয়া রাখিতে হবে,
এ বিধান শুধু তোমারি দেখিনু
আর দেখি নাই ভবে।
দুখ দিলে দুখ পেতে হয় রাই
এ বিধান বিধাতার,
ভুলুয়া ভণয়ে প্রেমের জগতে
মান প্রেম মূলাধার।

বিশাখার তিরস্কার।

ছি, ছি রাই হেন করম করিলি,
মুখে আনিবার কথা নয়,
যে শুনিবে সেই সরমে মরিবে,
হইল অযশ জগময়।
কাল যারে তুই ঠাকুর করিয়া,
সরবস সঁপি দিলি পায়,
আজ তারে পায় ঠেলিয়া ফেলিলি,
লোকে মুখ রাখা হল দায়।
এত যদি পরে কাঁদিবি, সে মান
করিলি কিসের লাগিয়া,
এখন, কেন বা কাঁদিস কাঁদিয়া মরিস্,
পথের মানুষ ধরিয়া।
হাঁড়ী ভরা ভাত ভাসাইয়া জলে,
উপবাস করি কাঁদিবি,
ভুলুয়াও পুছে, হেন কাঁদনের
সাথী কোন্ দেশে পাওবি॥

কেহ কি এমন করে,
প্রাণেশ হইয়া, চরণে ধরিল,
ঠেলিয়া ফেলালি দূরে।
কাঙ্গালের মত কত বা কাঁদিল
তিতিয়া নয়ন জলে,
তুই বলি রাই সহিয়া রহিলি,
ভাঙ্গিত পাষাণ হলে।
সুখ পেলে সুখ চরণে ঠেলিবি,
সুখের কি দোষ বল্‌।
তোর ব্যবহারে শুকিয়ে শুকিয়ে,
আগুন হয়েছে জল!
সুখের লাগিয়া, পিরীতি যে করে,
সাবধানে রহে সে,
বঁধুয়ার মন যোগাইয়া চলে,
কলহ করয়ে কে?
প্রাণনাথ যেই লাখ লাখ দোষ,
যদি লো তাহার রহে,
পতিপরায়ণা রমণী যে হয়,
নীরবে সকল সহে।
এ কি রোগ হল তোর,

কথায় কথায়, কলহ বাধাবি,
শুনিয়া ভুলুয়া চোর।

বৃথা, ভাবিয়া কি আর হবে!
গোড়া কাটি জল আগায় ঢালিয়া
গাছ কে বাঁচায় কবে।
হতমান করি, তাড়াইয়া দিয়া,
পাছে "আয় আয়" বলে,
সে ডাকে কি আর মরম জুড়ায়,
আসে কি মানুষ হলে!
কষে কি রসের পিপাসা জুড়ায়,
জলে কি প্রদীপ জ্বলে?
বেতের বেঁকন সেকনে কি খাটে,
কাঠে কি আঙ্গুর ফলে?
কমলে কি সহে লাঠির প্রহার,
ভাঁটিতে কি রয় মধু?
ভুলুয়াও কহে দূরে দাঁড়াইয়া
মানে কি মানায় বঁধু।

রাধে, আমরা অবলা নারী,
উঠিতে বসিতে, শ্যামের করুণা,
বিহনে বাঁচিতে নারি।

তরুবর ছাড়ি, লতা যদি রহে,
ছাগ মেষ আসি খায়,
যূথপতিহীনা, করিণী হরিণী,
যে পায় মারিয়া যায়।
মানুষ হইয়া, জগদেকনাথে,
বিসরি যে জন রহে।
সংসার তাড়নে, মরণ অধিক,
যাতনা সে জন সহে।
এ ব্রজনগরে, বসতি করিয়া,
শ্যামে অনাদর করা,
মাথার উপরে দুহাতিয়া বাড়ি,
অপঘাতে প্রাণে মরা।
ধনী জনে জানে, মণির আদর,
ইতরে কি জানে তার,
ইতরতা দিয়া গুণময় শ্যামে
বাঁধিতে শকতি কার।
হৃদয় যাহার, আকাশের মত,
সাগরের মত প্রাণ,
আর অকপট অনুরাগ যার,
তাহার সুহৃদ শ্যাম।
কোনটাই নাই যার,

ভুলুয়ার মত, শ্যামের করুণা,
পাইতে দুরাশা তার।

মানিনি, কি বুঝাব তোমায়?
করি বহু পরিশ্রম, নিঙড়িয়া মধুক্রম,
মধু আনি খাদে কে ফেলায়!
যে যার মরমী নয়, তাকে তার বিনিময়,
উচিত কি হয় কোন দেশে?
বাঘিনী বাঁধিয়া ঘরে, যে জন পিরীতি করে
নিচয় মরণ তার শেষে।
মর্কট বৈরাগী-করে, যদি কেহ দান করে,
পরম পুরাণ ভাগবত।
বেণিয়া দোকান ঘরে, ছিন্ন কাগজের দরে,
সে তাহা বেচিয়া দেখে রথ।
রূপ যৌবনের মোহে যে জন ডুবিয়া রহে
শালে করে তৃণ সম গণ্য,
মোরে যদি নাহি মান, ভুলুয়াকে ডাকি শুন,
কৃষ্ণপদ নাহে তার জন্য।

রাই কহে সহচরি, আর ত সহিতে নারি,
নাহি বুঝি তোমরা কি কহ,

বিরহ যাতনা ঘোরে, বাঁচাইবি যদি মোরে,
পরাণবঁধুকে আনি দেহ।
কেন তাকে না রাখিলি ধরি,
না হয় আমারি দোষ তোরা কি করিলি তোষ,
—তোরা সাত জনমের অরি।
সকলে যুকতি করি, মোর ঘাটে বাঁধা তরি,
ভাসাইলি সে নীলসাগরে,
নিতি নব নব ঢেউ, তাহা না ভাবিস্ কেউ,
এখন অভাগি ডুবে মরে।
যে ভালবাসিলি তোরা, তাতেই হইনু সারা
পরমাণ জগত রহিল।
ধূলায় লুটায় রাই, ধরিল ললিতা ধাই,
ভুলুয়া গোবিন্দ নাম নিল।

ললিতা কহিল, শ্যামে প্রেম করি,
আরম্ভ করিলে মান,
সুধার কলসে মুখ ফিরাইয়া,
গরল করিলে পান।
আছে বহু জন তোমার মতন,
বিপরীত বুঝে সার,

মণি কোহীনুর দূরে ফেলাইয়া,
অঙ্গারে গড়ে হার।
সুরধুনী-নীরে, মুখ ফিরাইয়া,
খানায় সিনান করে,
কত ঐরাবতে বিলাইয়া দিয়া,
গাধার উপরে চড়ে।
চন্দন ফেলি যত্ন করিয়া,
অঙ্গে গোবর মাখে,
হর্ম্ম্য হেলিয়া, বৃক্ষ কোটরে,
বর্ষণ সহি থাকে।
ধন-সম্পদে অন্বিতা হয়ে
যত্নে কাঁদন যথা,
দুর্জ্জয় মানে বন্ধু বর্জ্জিয়া
সন্তাপভোগ তথা।
প্রাণনাথ দিয়ে চরণে ধরা'বে,
ইহা কি প্রেমের চিহ্ন ?
ভুলুয়া সুধায় প্রেম কোথা হয়
চরণধারণ ভিন্ন।

হতমান হয়ে শ্যাম কোথায় যাইল,
জানিতে বিশাখা ধীরে বাহির হইল।

ঘুরি ঘুরি যমুনার কিনারে আসিল,
বালুকার মাঝে শ্যামে শায়িত দেখিল।
উপেক্ষিত কুসুম সমান ম্রিয়মাণ,
ধড়া চূড়া বাঁশী পড়ি আছে থান থান।
বিষাদে মগন হরি বিশাখায় হেরি,
দাঁড়াইয়া ডাকে মুখ হাসিভরা করি।
মনে দুখ অনুতাপ, মুখ হাসি হাসি,
ভুলুয়া ডাকয়ে রূপ দেখ সবে আসি।

চতুরা বিশাখা শ্যামে করি নিরীখন,
বসন টানিয়া দিল আধাবগুণ্ঠন।
যেন কত সরমে সে মুখ ফিরাইল,
হরি যত ডাকে যেন চিনিতে নারিল।
হেরি পর পুরুষ চমকে কুলবতী,
পথ পরিহরি করে সরি সরি গতি।
হেরি ভাব হরি ভাবে, একি বিপরীত।
ভুলুয়া শিখায়, যাও, নিকটে ত্বরিত॥

তখন সখীর নিকটে আসিয়া,
আপনা আপনি কহিছে,
"কুঞ্জ কুশল কহ সহচরি!
তারপর সে কি করিছে।

আমাকে ভুলিয়া কতক্ষণ মানে
ছিল সে নয়ন মুদিয়া,
মান দূর হলে, কহিল কি কিছু,
আমাকে স্মরণ করিয়া ?
আমার মরম পরখিয়া আমি,
সমুঝি মরম তার,
হতমানি মোয় অন্তরে তাহার
ঘটিয়াছে গুরুভার।
না বুঝিয়া মোকে মান অপমান
যাহা করে করিয়াছে,
আমি তাহা দোষ ধরি নাই কহি,
শপথি তোমার কাছে।
চল তবে আর বিলম্বে কি লাভ,
আসিয়াছ যদি লইতে।
ভুলুয়া নিরখে নীরবে বিশাখা,
চলিল সে দেশ হইতে।

মাধব বচন উপেখি বিশাখা
আপনার মনে চলিল,
বিদগধ শ্যাম ধাইয়া যাইয়া,
বসন টানিয়া ধরিল।

মুখভার করি ভণয়ে বিশাখা,
জগতের লোক যারা,
হেন আচরণ ইতর করম
সকলেই বলে তারা।
কোন্ অধিকারে পরশ আমারে,
আমি কুলমানে ভরা,
আপনার মত জগত নিরখে
তোমার মতন যারা।
আমরা কুলের কুলবধূ হই,
কুলের ধরম জানি,
কুল ভাসাইয়া কৃষ্ণপ্রেমের
ধরম নাহি মানি।
দোষলেশহীন বাপ-শ্বশুর-
কুল আমাদের হয়,
পরপুরুষের (১) দরশ পরশ
মোদের স্বভাব নয়।
কে তুমি, আমরা তোমায় না চিনি,
কি কহ বুঝিতে নারি,
কুলমান কাছে পরশিতে চাও,
পরশি পরের নারী।

(১) পরপুরুষ—পরম পুরুষ।

মোরা, গো দ্বিজ দেব উপাসনা করি,
পতিসুত হিত তরে,
তুমি কাহাকে ভাবিয়া, কাহাকে ধরিছ,
শুনি, ভুলুয়া হাসিয়া মরে।

— —

"উপেখিত কহে সখি নিঠুরা না হইও,
অসহায় হতমানে কঠিন না হইও।
কঠিন কহিবে তাহা অসম্ভব নয়,
পড়েছে যখন মন্দ আমার সময়।
অসময় আসিলে আপন হয় পর,
সুধা হয় গরল, গারদ হয় ঘর।
সুশীতল যমুনা সলিল হয় তাপ।
বৈরীর সহিত মিশে আপনার বাপ।
ব্রজের ঈশ্বরী যারে নিকরুণা হয়,
বরজে বসতি তার বিড়ম্বনাময়।
পুনঃ ফিরে তুমি যদি উপেখা করিবে,
তবে এ গোকুল মোরে ছাড়িতে হইবে।
অনুতাপে তনু মন জর জর যার,
কঠিন বচনে দুখ বেশী কি তাহার।
মরণ শয়নে যেই উরধ নয়নে,
"মর" বলি তায় গালি পাড়ে কোন্ জনে।

সখীর অনুগা রাই সব লোকে বলে,
তার দয়া পাই তুমি দয়া প্রকাশিলে।”
এত বলি বিশাখার কর চাপি ধরে’
আগুলিয়া ভুলুয়াও অনুরোধ করে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশাখা। (১)

তুমি ত বড় নির্ব্বোধ হে ছাড়হে ছাড় কর
মাঠ ঘাট মানুষে ভরা নয়নে তাহা দেখ কি ॥
নিন্দা ভয় নাহি করা রাজকুলের কুলধারা।
যারা বিনয়গুণে ভরা তারা সে ধারা ধরে কি ॥
বন্দ্যকুল জাত যারা নিন্দ্য পথে চলি তারা।
ইচ্ছা করি তুচ্ছ কাজে নিন্দা তারা সহে কি ॥
মান্যে মান গণ্যে মান শূণ্যে সম মানামান,
খর্ব্ব জ্ঞানগর্ব্ব সদা বর্ব্বরেতে নহে কি ॥
যায় না রাখালিয়াছাট, না আছে জ্ঞান ঘাট মাঠ।
না আছে কুলমহিলা জ্ঞান, তোমাকে আর কব কি
যার যেমন সঙ্গে বাস তার তেমনি রঙ্গে আশ,
সখীবচনে ভুলুয়া হাসে সম্বরিতে পারে কি ॥

---

(১) ঝাঁপতাল

শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়।

তবে, আমি কি এমতি রব!
(আমার কি হবে গো কহ সহচরি!)
বৃন্দাবন-মহারাণী পদে আমি
অপরাধী অসম্ভব।
আমার, অসম্ভব অপরাধের ক্ষমা আর,
আমি পাব কি না পাব॥
ভাল মন্দ যাহা হই তাত আছে,
বিদিত তোমরা সব।
মন্দ হলে কেউ কি বন্ধুকে তাড়ায়,
এ দুখ কাহাকে কব॥
দোষে গুণে ভরা এই বসুন্ধরা,
শুধু গুণ কোথা পাব!
নির্গুণ বলিয়া, উপেক্ষা করিলে,
আমি কোন্ দেশে যাব॥
ক্ষমাহীনা যদি দয়াময়ী তবে
সে দয়ার কি গৌরব।
ভুলুয়াও কহে, ক্ষমা না করিলে,
আর কত দুখ সব॥

মাধব নয়নে, নীরধারা হেরি,
বিশাখা কহিল শ্যাম।
বলিবার কিছু থাকিলে তাহাকে,
যাচিয়াই বলিতাম।
গিয়াছিল তাকে বলিতে দুকথা
ললিতা তোমার লাগিয়া।
তখনি তাহাকে কুঞ্জ হইতে
দিয়াছে বাহির করিয়া।
সকলে মিলিয়া ললিতার তরে,
বহু অনুনয় করিল,
রাজার কুমারী ন্যায়ের অধীনা
তবু নাহি তাকে ক্ষমিল।
রাইপদহারা হইয়া ললিতা
কোথায় যাইল চলিয়া,
রহিল কি ম'ল যমুনায় ডুবি,
দেখিতেছি আমি খুঁজিয়া।
করিয়াছে রাই কঠিন শপথ,
পরশিয়া নীর যমুনার,
ভ্রমেও তোমার নাম যে করিবে
দেখিবে না আর মুখ তার।

নাম দূরে শ্যাম- বরণ হেরিলে
নয়ন মুদিয়া রহে,
এই বৃন্দাবনে ময়ূর যা আছে,
সব তাড়াইতে কহে।
"পাছে দেখি নীল জলধরে" বলি,
চাঁদ পানে ফিরে চায় না।
বলিব কি, শ্যাম তরুতলে আর
যমুনায় এবে যায় না।
শ্যামা নাম ছিল যার যার আজি
সব উলটিয়া দিয়াছে,
শপথ করিয়া প্রিয় নীল শাড়ী
পরিধান ত্যাগ করেছে।
এখন তাহার লোচন-আগুনে
লোহার কটাহ-ফাটে,
ভুলুয়াও কহে, এমন হইলে,
উপরোধ নাহি খাটে।

শুনিয়া মাধব-আঁখি সজল হইল,
নিরখি সখীর প্রাণ চমকি উঠিল।
কহে তুমি গুরু অপরাধে অপরাধী,
কি বলি বুঝাই রাই কি বলি বা সাধি।

দেখিলে তোমার দশা মনে দয়া হয়,
কিন্তু কি করিব দশ দিক্ বাধাময়।
যাহা হয় এক রূপ অবশ্য করিব।
তোমার নয়নধারা সহিতে নারিব।
যত পারি কর ধরি বুঝাব তাহায়,
না শুনিলে না হয় ধরিব তার পায়।
না হয় বলিব তারে সে আসিতে চায়,
চন্দ্রাবলী কুঞ্জে যে সর্ব্বদা আসে যায়।
শুনিলে সে কথা তার মান দূরে যাবে,
লইতে তোমায় মোকে অবশ্য পাঠাবে।
ধাইয়া আসিব আমি এবে যাই ফিরি,
ভূলুয়া ভণয়ে বলিহারি সহচরী।

শুনিয়া মাধব নীরবে রহে
দুখের শোয়াস নাসায় বহে।
দুপদ চলিয়া বিশাখা ফিরে
দাঁড়াইয়া কহে মাধবে ধীরে।
রাধানাম জপ ভকতি ভরে।

মাধব বিরহে রাই গড়াগড়ি যায়,
বেগে মন্দাকিনী ধারা দুনয়নে ধায়।

কোথা প্রাণনাথ মোর বলে বার বার,
সখীগণ পরবোধে বসি চারি ধার।
বলে রাই যদি ফিরে শ্যামে না পাইব,
দে মোরে গরল আমি খাইয়া মরিব।
মানিনীর দুখ দেখি ললিতা কহয়ে
অদূরে দাঁড়ায়ে তাহা ভুলুয়া শুনয়ে।

ললিতার সান্ত্বনা।

কাঁদিস্‌না কাঁদিস্‌না
তুই আর কাঁদিস্‌না ॥
এখনি যাইব আমি তোর বঁধু কাছে।
মিনতি করিব যত মোর মনে আছে।
তুই আর কাঁদিস্‌না ॥
ধরিয়া দোহাই নিব তোর নাম নিয়া,
শুনিয়া নিশ্চয় সে আসিবে দৌড়িয়া।
তুই আর কাঁদিস্‌না ॥
বলিব, "যে পদাঘাতে খেদাড়ে তোমায়,
চল চল সেই তোমা দেখিবারে চায়।"
তুই আর কাঁদিস্‌না ॥
ধাওয়া ধাই আসিবে সে হইয়া অধীর।

ভুলুয়া ভণয়ে, লীলা-মাধুর্য্য সখীর।
সখীর বলিহারি যাই ॥

ললিতাবচনে রাই শ্রবণ না দিল,
নয়নের জলে ভাসি কহিতে লাগিল।
"কৃষ্ণবিলাসিনী রাই কৃষ্ণকলঙ্কিনী,"
এই অপযশ শুনি দিবস রজনী।
অপযশ লোকে বলে, সুযশ বলিয়া
মনে মনে রহিতাম গৌরবে ডুবিয়া।
এ গৌরব-মরম মরমী জনে জানে,
—দেবতা সে জানে কত সুখ সুধা পানে।
আজি সে গৌরব গেল, মোর নিজ দোষে।
অপযশ বরতিল আজ অপযশে।
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী, কৃষ্ণ যাইল ছাড়িয়া
শুধু কলঙ্কিনী আমি রহিনু পড়িয়া।"
বলিতে বলিতে বোধ-বচন হারায়।
ভুলুয়া দেখয়ে, দুখ সহন না যায়।

ললিতার কপট সংবাদ।

তোমার রোদন সহিতে না পারি,
ঘুরিনু সকল দেশ,

বসনহরণ ঘাট পরখিতে
আসিনু সকল শেষ।
শুনিনু সেখানে আসিয়া,
গৌরবের নিধি বৃন্দাবন চাঁদ,
যমুনায় গেল ভাসিয়া।
কত না যতনে ধরি কত জনে,
নিষেধ করিল তায়,
শপথ করিল মিলাইয়া দিতে,
তা'পরে ধরিল পায়।
কারো অনুরোধ কানে না শুনিল,
নিজ অপমান স্মরিয়া,
নয়নে সলিল- ধারা বহাইয়া
স্বকরে মুরলী ধরিয়া,
শেষ বচন বদনে তাহার
"ক্ষম অপরাধ রাধে!"
শেষে, ঝাম্প মারিয়া, যমুনা বক্ষে,
সাধিল মনের সাধে।
জনমের মত গিয়াছে ভাসিয়া
নন্দকুলজ কমল।
ভুলুয়াও কহে "এ কথা সত্য,
সাক্ষী ললিতা কেবল।"

এমন সময় বিশাখা আসিয়া,
বলিতে লাগিল "রাধে!
একবার মন ভাঙ্গিলে কি আর,
জোড়া যায় উপরোধে।
বিশেষ মানীর মান
মাননাশ চেয়ে প্রাণনাশ ভাল,
বাখানে বেদ পুরাণ।
হাজার হলেও রাজার তনয়,
যেখানে যখন যায়,
ছোট বড় এই, গোকুল নগরে,
রাজার খাতির পায়।
ধেনু চরাইতে কাননে যাইয়া
রাখালের রাজা হয়,
রাখালের প্রেম তার প্রতি যাহা,
তাহা কহিবার নয়।
বনফুলে মালা গাঁথিয়া সাজায়,
খাওয়ায় বনের ফল,
পিপাসা জুড়ায়, ধাইয়া যাইয়া,
আনি যমুনার জল।
এ গোপ নগরে কে না জ্ঞান করে,
প্রাণ সরবস ধন।

বাঁশী যে বাজায়, বাজনের রাজ
না স্বীকারে কোন্ জন!
যে যেমন জানে, সে তেমন মানে,
সকলি চূড়ান্ত করে,
চূড়ান্ত করিয়া জটিলা কুটিল,
বাপান্ত করিয়া মরে।
তোমারি শাশুড়ী ননদী তাহার,
নিতি করে হতমান,
বাকী যাহা ছিল, তুমি সমাধিলে,
পাতিয়া পিরীতি-ফাঁদ।
হতমান হয়ে গিয়াছে চলিয়া,
আর না আসিবে ফিরি,
পিরীতিকরণ সহজ, তাহার,
শেষ রাখা দায় ভারি।
সুখময় হয় প্রেম যদি করে,
মানীর সহিত মানী।
ভুলুয়া আঙুলি কর-জোড়ে কহে,
আমিও সে কথা জানি।

রে সখি কঠিন আর, কেন বল বার বার,
সে যে এই দেহের জীবন।

তিল না দেখিলে তারে, বোধ বচন হারে,
আঁধার নিরখি ত্রিভুবন।
সমানে সমান হয়, তাহে হয় মানোদয়,
নিকড়িয়া দাসীর কি মান,
না শুনি আমার কাছে, যাহার যা মুখে আসে,
বলিতেছ পাষাণ সমান।
অঘটন সময়ে ঘটয়,
মান কভু করি নাই, তবে যে বসিয়াছিনু,
শুন বলি তার পরিচয়।
সরবস সঁপি পায়, ভজন করিনু যায়,
দূরে ঠেলি কুলের ধরম,
না পাইনু তার মন, তাই মুদি দুনয়ন,
ভাবিতেছিলাম সে কেমন!
আমি ত মানিনু হার, আছে কি না কেহ আর,
যে জন বাঁধিতে পারে তায়,
ভুলুয়া নিবেদে "রাই, ত্রিলোকে ত্রিকালে নাই,
যে জন তাহার মন পায়।"

এত বলি নীরবে নয়ননীর ঝরে,
সুরসিকা সখীগণ মুখে সমাদরে।

কেহ মৃদু হাসে, কেহ কপট বচন,
কহি কহে বিপরীত দুখ আলাপন।
বিশাখা কহয়ে, "রাই, যাই আর বার,
কাঁদিলে কি হবে বৃথা কাঁদিও না আর।
একে বাঁকা, তাহাতে হইয়া হতমান,
আঁকা বাঁকা হইয়াছে বেঁকীর সমান। (১)
সোজা করি সোজা পথে আনিতে হইবে,
কি হবে জানিনা তবু যাই ফিরে এবে।
তোমাকে যা বলি শুন, কাঁদন ছাড়িয়া,
কৃষ্ণ নাম জপ কর এখানে বসিয়া।
কৃষ্ণ চেয়ে কৃষ্ণ নামে মহিমা প্রচুর,
নাম ধর, নামবলে দুখ হবে দূর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বিশাখা বাহিরিল,
রাধে কৃষ্ণ বলি পাছে ভুলুয়া চলিল।

শ্রীমতীর কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন।

জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
নাম কি মধুর, নাম কি মধুর,
নাম কি মধুর প্রাণ আরাম॥

১। বেঁকীর সমান—আট বেঁকী ও বলে। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকের পায় পরিত। পার্ব্বত্যদেশে এখনও পরে।

কৃষ্ণ জীবনে, কৃষ্ণ মরণে,
কৃষ্ণ স্মরণে, কৃষ্ণ মননে,
কৃষ্ণ আমার ইহকাল গতি,
কৃষ্ণ আমার পরিণাম ॥
মধুর কৃষ্ণ বদনে হাসি,
মধুর কৃষ্ণ অধরে বাঁশী,
মধুর কৃষ্ণ ত্রিলোক মোহন,
নব জলধর— বরণ শ্যাম”
মধুর কৃষ্ণ- নাম সংকীর্ত্তন,
মধুর কৃষ্ণ- রস আলাপন,
ভুলায়াও গাহে মধুর কৃষ্ণ
নামই পরমানন্দধাম।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশাখা।

(যমুনাতীরে।)

কি আর বলিব তোমা কি বলিব আর,
তা সনে বসতি এবে আমাদেরই ভার।
মান কে না করে কিন্তু কোথায় এমন,
আচরণ করে অহী নকুল যেমন ॥

করিতেছে যাহা সে তা কহিবার নহে,
আর বুঝি বৃন্দাবন ধরায় না রহে।
নিকুঞ্জে শোভন তরু তমাল যা ছিল,
কুঠারী ডাকিয়া কাটি পোড়াইয়া দিল।
সখীগণ মাঝে যারা শ্যামরূপা ছিল,
নির্ম্মমা হইয়া আজ খেদাড়িয়া দিল।
ভানু কুণ্ডে ছিল যত নীলাভ কমল,
মূলসহ উপাড়িয়া ফেলিছে সকল।
রতন খচিত নীল বসন আনিয়া,
স্বকরে আগুণ দিয়া দেখে দাঁড়াইয়া।
(দেখে কেমন করি নীল বরণ পোড়ে।
তার হিয়ার মত পোড়ে কি না।
হা নীলবরণ বলি হিয়া যেমন পোড়ে।)
শ্যামা বলি অম্বিকার মন্দিরে না যায়,
শ্যামলী গাভীর দুধ দিলেও না খায়।
জলদে চাতক ভালবাসে তা শুনিয়া,
যত চাতকের বাসা দিতেছে ভাঙ্গিয়া।
কেন সে এমন হল আমি কি বলিব,
কি সাহসে তোমা ফিরে লইয়া চলিব।
বারে বারে যাবে আর হবে হতমান,
তা চেয়ে যমুনায় ডুবি ত্যজহ পরাণ।

শুনিয়া ভুলুয়া কহে, "তা কেন মরিবে,
নন্দের ন' লাখ ধেনু তবে কে রাখিবে।"

বিশাখার উপদেশ।

আর যেওনা রাই কুঞ্জে—
তুমি যেও না॥
আসা যাওয়া যার জন্য সে যদি না মানে।
হতমান হইবে কেন যাইয়ে সেখানে,
তুমি যেও না॥
রসের মূরতি যদি উগারয়ে বিষ,
তায় ভজি কি হেতু দহিবে অহর্নিশ
গো তুমি যেও না।
তার সহচরী যত তারই অনুগতা।
তায় ছাড়ি তোমায় না করিবে মমতা,
তুমি যেও না॥
যে দেশে মরমী নাই, সে দেশে কেন যাবে?
যাও যদি পরিতাপে পরাণ হারাবে,
তুমি যেও না॥
তোমারও সময় মন্দ, তারও মনে ক্রোধ,
বিফল হইবে এবে সব উপরোধ.
গো তুমি যেও না॥

বেণু বাজাইয়ে ধেনু চরাইয়ে ফের,
ভুলুয়াও কহে "ভাল সাজিবে তোমার
গো তুমি যেও না ॥"

শ্রীকৃষ্ণ।

বাঁচিয়া কি লাভ তবে আর!
অপরাধী বলি যদি অনাদৃত রাধিকার।
ছিল, করুণা-কোমলা যেই,
হল, কঠিন কঠোরা সেই,
পরিণত হল যদি অনলে জলদ-ধার ॥
জ্বলিয়া পিপাসানলে,
আসিনু জাহ্নবী জলে,
সেখানেও যদি না মিলে জলবিন্দু পিপাসার ॥
দেখিয়া যাও সহচরি,
যমুনায় ডুবিয়া মরি,।"
ভুলুয়া নিরখে, মুছে বসনে নয়ন ধার ॥

(সিন্ধু—মধ্যমান।)

বিশাখা শুনিয়া কহে, "কি করি উপায়!
বার বার যাতায়াতে মোর প্রাণ যায়।

সহিবারে নারি তব নয়নের জল,
তাহাকে বলিলে সে ত উগারে গরল।
জানিনা কি হবে আমি যাই আর বার,
না কাঁদিয়া এক মনে নাম জপ তার।
রাধা নাম বিঘন-নাশন বলি মানি।"
ভুলুয়া আঙুলি কহে, "আমিও তা জানি॥"

জয় রাধে শ্রীরাধে ভাণু-নন্দিনী রাধে।
(ভাণু-নন্দিনী রাধে ভাণু নন্দিনী রাধে॥)
জয় জয় শ্যামানন্দবিধায়িনী রাধে।
জয়, জয় বৃন্দাবনমহারাণী রাধে॥ শ্রীরাধে।
জয়, মহারাসরাসেশ্বরী বিনোদিনী রাধে।
জয়, সাধুসন্ত-হৃদে হ্লাদিনী রাধে॥ শ্রীরাধে।
জয়, জটিলা কুটিলাজ্বালা-মর্দ্দিনী রাধে।
জয়, তপন-তনয়-তাপে তারিণী রাধে॥ শ্রীরাধে।
জয় জয় শরণাগতপালিনী রাধে।
জয় ভুলুয়া সঙ্কট-ভয়-বিনাশিনী রাধে॥ শ্রীরাধে।

এত কহি শ্যামে, মানিনী পাশে,
ধীরে পদ ফেলি বিশাখা আসে,
ভার মুখে কহে, "সুন্দরী শুন
আর যেতে মোরে বল না পুনঃ।

হতমান হয়ে হয়েছে গোঁয়ার,
ভাল মন্দ বোধ না আছে তাহার।
আমাকে দেখিয়া ধাইয়া আসি,
নাসিকা ভাঙ্গিতে উঠায় বাঁশী।
শাসায় টানিয়া ছিঁড়িবে কেশ,
তার সখা যত কহয়ে "বেশ!"
কাপড় কাড়িয়া লইতে চাহে,
এত অপমান কাহার সহে!
আমি না হয় তোমার হয়েছি দাসী
তাইকি গলায় পরাবে ফাঁশী।
বার বার মোরে পাঠাবে তুমি,
অপমানী কথা শুনিব আমি।
রাজার নন্দিনীর সঙ্গিনী হওয়া,
হাতে তুলে মাটী দাঁড়ায়ে খাওয়া।
আমি তাই সহি এতেক ক্লেশ,
আন সখী হলে ছাড়িত দেশ।
শুনিয়া ভুলুয়া ডাকিয়া কহে,
তুমি যা সহিলে সহার নহে।

সখীর যতন দেখায়ে ললিতা,
বিশাখার কর ধরি,

যতনে সুধায়, "কহ তার পরে
আর কি কহিল হরি।"
বিশাখা কহিল. "আমাকে দেখিয়া,
রহিল রাগের ভরে,
নিকটে যাইলে মুখ ফিরাইল,
বসিল দুহাত স'রে।
তার পরে রোষে কহিতে লাগিল,
"ইতর রমণী যারা,
প্রেম দেখাইয়া প্রতারি সরলে,
প্রাণ বধ করে তারা।
গোয়ালিনী যদি, প্রেমিকা হইত,
স্বরগ হইত ধরা,
চিনির অভাব চিটায় মিটাত
হাঁড়ীর অভাব সরা;
মো সবার নামে রচনা করিয়া,
বলিতেছে কত মন্দ,
মনে হয় মরি গরল খাইয়া,
শুনিলে কথার ছন্দ।"
ললিতা কহয়ে, "না কহিবে কেন,
মন দুখে সব ভাষে।"

ললিতার বোলে ভুলুয়া নীরব
আন সখীগণ হাসে ॥

কিছুক্ষণ পরে আবার কহে,
"কহিল যাহা সে, কহার নহে।
রকতিম দুই লোচন করি,
কহিল আমাকে, "রে সহচরি, !
পিরীতি-বাঁধন টুটল যবে,
বার বার আসি লাভ কি হবে,
তার অনুরাগে হইয়া অন্ধ,
আমার সুখের দুয়ার বন্ধ।
অনুরাগে মজি তাহার সনে,
যে আগুণ সদা জ্বলিছে মনে।
বিধি জানে তাহা কহার নয়,
বাঁচি এবে যদি মরণ হয়।
পিরীতি ভরমে কুরীতি ধরি,
ডুবায়ে দিয়াছি যশের তরি।
এ গোকুলে ভাল বাসিত যারা,
এবে কটু কহে দেখিলে তারা।
খেদাড়ি দিয়াছে রাখাল সবে,
গোচরাই একা কাননে এবে।

একা পেয়ে খাবে বনের বাঘে,
সেই ভয় সদা মরমে জাগে।
অভাগীয়া মোর সময় মন্দ,
তাই দশ দিকে দুখের দ্বন্দ্ব।
ঘাট করি মুঞি মাগিনু মাপ,
তবু না খণ্ডিল তাহার তাপ।
স্বভাবে শান্ত আমার মত,
মিলেনা, তাহা কে না অবগত।
কু কথা কহিস্ আসিয়া তোরা,
শুনিয়াছে তাহা আমার খুড়া।
কহিয়াছে তোকে ধরায়ে দিতে।"
শুনিয়া তরাস আমার চিতে।
ভয়ে পলাইয়া আসিনু ঝাঁটি।"
ভুলুয়াও কহে, "এ কথা খাঁটি।"

শ্রীমতীর বিলাপ।

আমারি করম মন্দ সখি রে
আমারি করম মন্দ।
মাধব চির করুণাসিন্ধু
তাহাতে নহিক সন্দ॥

বিধি নির্দ্দেশে প্রাপ্ত হইয়া
অগুরু চন্দন-গন্ধ,
নাসিকারন্ধ্র করিলাম আমি,
মানের বসনে বন্ধ।
সুখের সুপথ ছাড়িয়া, হাটিনু
কুপথে হইয়া অন্ধ।
দুখের গরতে পড়িনু যখন,
তখন ভাঙ্গিল ধন্দ।
সুখের সুদিন ফুরাইল মোর,
করিয়া কেবল দ্বন্দ্ব।
ভুলুয়া সুধায়, সুদিন কে পায়
হেলিয়া গোকুলানন্দ॥

ভাসিল নয়নজলে রাই মুখ-ইন্দু।
উথলিল সখীগণ মনে দুখ-সিন্ধু।
ললিতা ধাইয়া ধরি করায়ল কোলে,
বিশাখা যতনে আঁখি মুছায় অঞ্চলে।
পরবোধ দিয়া বলে, "শুন বিনোদিনি,
কেন এত দুখ মোরা থাকিতে সঙ্গিনী।"
হেন কালে বৃন্দাদেবী আসি দাঁড়াইল,
শুনিয়া সকল, হাসি কহিতে লাগিল,

"আর না কাঁদিও আমি এখনি যাইব,
মানে কি ভাবনা, মানে মান বাড়াইব।"
শুনিয়া ভুলুয়া ভাবে, বৃন্দা যথা রয়,
চিরকাল গোবিন্দের তথা পরাজয়।

বৃন্দাদেবীর সান্ত্বনা।

তোমার কিসের এত ভয়।
করেছ মান বেশ করেছ,
মানেই কর্‌ব মানের উদয়॥
তুমি রাজার নন্দিনী, ধনে মানে সম্মানিনী,
তোমারি মান মানায় ধনী, মানীরই মান রয়॥
আমরা সঙ্গিনী যাহার, সাজে কি জল নয়নে তার,
অসম্ভব সম্ভব তোমার, করাব নিশ্চয়॥
প্রেমের মূরতি কাঁদায়, একবার ও ভয় নাহি পায়,
শতবার ধরাব ঐপায়, দেখাব কার জয়॥
করেছ মান মানেই থেক, নয়ন দুটী মুদে রেখ,
ভুলুয়া কয় সে রূপে হয়, সকল মানের ক্ষয়॥
(তার নাম নিলেও আর মান থাকেনা)
(রূপ দেখাত দূরের কথা)

(বেহাগ কাওয়ালী।)

তখন, কলসী লইয়া সিনানের ছলে,
বৃন্দা চলিল ধীরে,
যমুনার তীরে আসি দেখে শ্যাম,
ভাসিছে নয়ন নীরে।
বৃন্দায় হেরি বিদগধ শ্যাম,
রহে অবনত মুখে,
নিকটে যাইয়া পরবোধে শ্যামে,
দুখ দেখাইয়া দুখে।
শ্যাম কহে, "মোরে লইয়া চলহ,
জনমের শোধ তারে,
একবার আমি দেখিয়া আসিব।
বৃন্দা নিষেধে তারে,
কহে, "হেন কাজ আর না করিহ
করিলে না রবে মুখ,"
"ভুলুয়াও কহে, মরণ অধিক
লোকে অপযশ-দুখ।"

বৃন্দার খেদ।

শুন বিরসিক শ্যাম!
রসিক না হলে, রসের পিরীতি,
কেবলই দুখের ধাম।

পিরীতি ধরম- বিধান উলঠি,
বিরোধ চরিতে মিল,
গরল অধিক, তাহার যাতনা,
মাখনে মিশয়ে ঝাল।
সতের সহিত অসতের প্রেম,
চিনির সহিত নুন,
অম্বল সনে তিক্ত মিশালে,
বিনাশে দোঁহারি গুণ।
পঙ্কজ-মধু পানাশায় যদি
কচ্ছপ তাহে প্রবেশে,
পঙ্কজ ক্ষত— বিক্ষত, হত—
—প্রাণ চক্ষু নিমিষে।
নিপুণ শিল্পী মণি কাঞ্চনে
মাল্য-রতন নির্ম্মিয়া,
মর্কট গলে পরাইলে, তা সে
পরখে দন্তে চর্ব্বিয়া।
মত্ত মধুপ গুঞ্জরে মধু,
ফুল্ল কুসুমে বসিয়া,
জর্জ্জরী কীট জর্জ্জরে তাহা,
বৃন্ত সহিত কাটিয়া।

চরাচর পতি অর্চ্চনে চাঁদ,
যত্নে ললাটে পরিয়া,
দুর্জ্জন রাহু, মর্ম্ম না জানি,
গরাসে হস্তে ধরিয়া।
দুর্জ্জন সনে, সজ্জনে যদি
পিরীতি ধর্ম্ম আচরে,
ঘটে, প্রতি মুহূর্ত্তে মর্ম্ম-যাতনা,
খরগরল উদ্গারে।
অনলে সলিলে প্রেম যদি করে,
এক মরে আন রাগে,
বঁধুর মরণ— চিন্তা তাহার,
কাহারো মনে না জাগে।
বিড়ালে ইন্দুরে বাঘে আর ছাগে,
কোথাও পিরীতি হয় না,
লোহার আদর কখনো কোমল
কমল পরাণে সয় না।
যতই চিবাও পানের রস কি
মানের পাতায় মিলে,
অরসিক ঠাঁই রসের বাসনা,
তালের বাসনা তিলে!

সে রাজকুমারী সরবস দিয়',
তোমাকে সঁপিল প্রাণ
অসতের রীতি তুমি এতি উতি,
রাখিলে কি তার মান।
তোমার সহিত রাধার পিরীতি,
পাথর জোড়ানো কাঠে।
এক ভুলুয়া ভণয়ে, "রাই কানুপ্রেম,
অনুপম প্রেম-হাটে।"

শুনি নীরবে নত বদনে মাধব-আখি-ধারা বয়।
নীরস বনতরুর মত বিরস-তনু রসময়॥
হেরিয়া হরি-নয়ন-ধারা ব্যথিতচিতা সহচরী।
নয়ন ফাটি বহয়ে বারি, আঁচলে মুনছন করি।
চলি দুপদ ফিরিয়া পুন কহিল, "শুন ধেনুধারী,
ধেনু ফিরান ভাব ছাড়িলে দুকথা বুঝাইতে পারি॥
শুনিবে কি না শুনিবে তাহা জানে সেই আপন মনে,
-মিলে না মিলে রতন লাভে যতন ছাড়ে কোন্ জনে!!
অসাধু কাজে রাই সমাজে এত যদি লাঞ্ছনা হ'ল।
বেশে ভাষায় সাজিয়া সাধু পুন তুমি নিকুঞ্জে চল॥
দরশি সাধু রাই হৃদয়ে করুণা হ'লে হ'তে পারে।
ভুলুয়া ভণে দূতী বচনে চিরকালই সুফল ধরে॥

তখন, পৌর্ণমাসী যোগমায়া করিয়া স্মরণ,
আনাইল সাধুসাজে যা যা প্রয়োজন।
পীতবাস খুলিয়া পরিল বাঘছাল,
রুদ্রাক্ষ পরিল গলে ফেলি বনমাল।
যত্নে শিরে জটা পরে রত্নচূড়া খুলি
করের মুরলী ফেলি হইল ত্রিশূলী।
ত্রিপুণ্ড্র পরিল ভালে অলকা বদলে,
"শিব" "শিব" না বলিয়া "রাধা" "রাধা", বলে
শুনিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী হাসে মৃদু হাস,
ভুলুয়া বুঝায়, আছে যার যা অভ্যাস।

মানে উপেখিত শ্যাম সাজিয়া সন্ন্যাসী,
নিকুঞ্জে তমাল তরুতলে বসে আসি।
সুরসিকা সখীগণ বাহিরে আসিয়া,
সাজের সন্ন্যাসী দেখি মরিল হাসিয়া।
আধাবগুণ্ঠনে এক সহচরী আসি,
সম্ভ্রমে সুধায় "তুমি কে ওখানে বসি?
কিশোর বয়স, বেশ দেখি সন্ন্যাসীর,
মা বাপ থাকিলে শোকে হয়েছে অধীর!
পরের নন্দিনী ঘরে থাকিলে তোমার,
আছে কি মরেছে দুখে নিও সমাচার।

যে হও, সে হও, তাতে মোর কি বালাই,
যে লাগি আসিনু আমি তোমাকে জানাই।
কুলবধূ কুল এই পথে আসে যায়,
সাধুর এখানে বসা শোভা নাহি পায়॥
পরিয়া সাধুর বেশ শঠের চাহনি,
কেমনে এ পথে হাটে কুলের কামিনী ;”
ভুলুয়া ভণয়ে, “পরি সাধুর বসন,
তেরছ নয়ন যার সে নহে স্বজন॥”

সন্ন্যাসীর উত্তর।

ভেবনা, ভেবনা হে পর ভেবনা॥
যোগীবর কহে ধনি, না ভাবিহ আন,
আমাকে জানিও ভগবানের সমান,
　　　　হে পর ভেবনা॥
ঘরে ঘরে ঘুরি আমি মোরে কে না জানে,
ঘরের মানুষ বলি মোরে সবে মানে,
　　　　হে পর ভেবনা॥
যার যা মনের দুখ আমাকে জানায়,
শান্তির মাদুলী লোকে মোর কাছে পায়,
　　　　হে পর ভেবনা॥

মরম বলিতে যার ভবে কেহ নাই,
তাহার মরম জ্বালা আমিই জুড়াই
হে পর ভেব না ॥
কুলবধূ হও যদি তাহাতে কি ভয়,
মোর কাছে এস যেও সকল সময়,
হে পর ভেব না ॥
ঘরের মানুষ আমি জানিলে জানিবা,
ভুলুয়া নিবদে, "তবে কেন তাড়াইবা,
হে পর ভেব না ॥"

সরমে সরোষে কহে রাই সহচরী,
"বলিহারি সাধুর বালাই নিয়া মরি,
কথার বলিহারি যাই ॥
নাহি যার জাতিকুল লোকলাজ-ভয়,
তার ই কাছে কুলবধু পাঠাইতে হয়,
কথার বলিহারি যাই ॥
বস্ত্রাভাবে যারা লেংঠী পরিধান করে,
মাগি খায় বেড়াইয়া দুয়ারে দুয়ারে
অর্থহীন (১) যারা, তারা করে লোকহিত
এ নহে অলীক কথা নহে অনুচিত।
কথার বলিহারি যাই ॥ (২)

(১) অর্থহীন=প্রয়োজনশূন্য। (২) এই পদে ব্যঙ্গস্তুতি।

পৃথিবী পুড়িলে যার কোন দুখ নাই,
সে যার আপন, তার কোন ভয় নাই,
কথার বলিহারি যাই ॥
বালুকার সাথে রহে বালুকা যেমন,
তেমন যে, সেই বটে বুঝে পরের মন,
কথার বলিহারি যাই ॥
মনদুখে সন্ন্যাসী সাজিয়া যে বেড়ায়,
সে নাকি মাদুলী দিয়া যাতনা জুড়ায়,
কথার বলিহারি যাই ॥
ভুলুয়া ভণয়ে "যদি ও মরমী হ'ত,
তবে কি বাহিরে তরুতলে বসি র'ত।
কথার বলিহারি যাই ॥"

তখন, ললিতা নাসিকা কুঞ্চনে কহে
সন্ন্যাসী ওর কোন্ ঠাঁই?
যত অকর্ম্মা সাজে সন্ন্যাসী
কাজে কিঞ্চিত কারো নাই।
দুরভিসন্ধি অন্তরে রাখি
সুন্দর সাধু সাজিয়া,
লোকলাঞ্ছনা-শঙ্কা-বিহীন
অন্দরে বসে আসিয়া ॥

তুচ্ছ বাসনা-মত্ত হৃদয়ে
উচ্চ বসন পরিয়া
লোক বঞ্চনা করয়ে নিত্য
নির্ভয়ে দেশ ভ্রমিয়া॥
সন্ন্যাসী হও শ্মশানে যাও
কুঞ্জ দুয়ার ছাড়িয়া
"এ কথা সত্য" ভুলুয়াও কহে
শির কম্পন করিয়া।

তখন কহে সন্ন্যাসী বাক্ বিন্যাসে যে রূপে অগ্রগণ্য;
এই অবগুণ্ঠনে কলহ-কণ্ঠা সুন্দরি তুমি ধন্যা;
এত কর্কশ রস-সিন্ধু কিরূপে অবগুণ্ঠনে গুপ্ত
তত্ত্বানুভবে চিন্তিয়া মোর চিত্ত-চেতনা লুপ্ত।
আবৃত মুখে গর্ব্বিত ভাষ লজ্জা কেবল বস্ত্রে
সজ্জন কুললক্ষ্মী যে তুমি সাক্ষী শ্রীমুখ অস্ত্রে।
আমি, কত পর্ব্বত, প্রান্তর দেশ আসিনু পর্য্যটনিয়া,
দেখি, এই দেশে করে ঘন গর্জ্জন অবগুণ্ঠন টানিয়া॥
সুন্দরাধরে অমৃত ক্ষরে অন্তরে মরি ভাবিয়া,
ফিরে, দৈত্য দানবে যুদ্ধ বা ঘটে, অধরামৃত লাগিয়া,
সজ্জন প্রতি প্রেম-বর্জ্জিত দুর্জ্জন বাস যত্র।
ভুলুয়াও কহে, সন্ন্যাসী-সেবা সম্ভব নহে তত্র।

সন্ন্যাসীর খেদ।

সন্ন্যাসী সজ্জনে, অর্চ্চে না কোন্ জনে,
এ গোপ-দেশ জঘন্য।
হীন কুলোদ্ভব- ভাগ্যে অসম্ভব,
সজ্জন-সেবন-পুণ্য।
সন্ন্যাসী-সঙ্গ অমঙ্গল নাশক,
সেবায় সংসাধে সিদ্ধি।
তার, মঙ্গলাশীর্ব্বাদে সর্ব্ব আপদ নাশ,
সন্তোষে সম্পদ বৃদ্ধি।
এ হেন সন্ন্যাসী দৈব অনুগ্রহে,
সম্মুখে করিয়া দৃষ্টি,
যারা, কর্কশ ভাষণে মর্ম্মে বিষ ক্ষেপে
তারা, খণ্ডাবে কিরূপে রিষ্টি!
তবে, এ নহে নূতন রীত,
বর্ব্বরে না মানে, বিষ্ণু পদার্চ্চন,
বর্ষায় না ঘটে শীত।
গণ্ডারে না ধরে, দণ্ড কমণ্ডলু,
গর্দ্দভে না গায় গীতি,
ভুলুয়া উত্তরে, "ব্রজে অসম্ভব,
যোগে বা সন্ন্যাসে প্রীতি।"

ফিরে, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি যোগিবর,
মন্দ হাসনে জিজ্ঞাসে,
"কহ সুন্দরি, কোন্ কুলবতী
সজ্জনে নাহি বিশ্বাসে ?
কুলের ধর্ম্মে, সজ্জন-সেবা,
কোন্ দেশে নহে ধর্ম্ম।
কুল-কল্যাণী, কোন্ কুলবতী,
না বুঝে তাহার মর্ম্ম।
নগর বর্জ্জি, নির্জ্জন বনে,
বিলাস কুঞ্জ নির্ম্মাণি,
রস প্রসঙ্গে, যে বধূ মত্তা,
সে কোন্ কুলের ধর্ম্মিণী !
যত অকর্ম্মা, সন্ন্যাসী হয়,
যত কুলবধূ কুঞ্জে।
পদ্মিনী ফেলি, যত মধুকর
কেতকী পুষ্পে গুঞ্জে।
রাই সঙ্গিনী- সঙ্গে মাধব,
রস-কলহে মত্ত।
যোগ্যতাহীন অজ্ঞ ভুলুয়া,
না বুঝে মাধুরী তত্ত্ব।

তখন, বিশাখা কহে, এ জন নহে, সন্ন্যাসী কখন।
যে জন, সন্ন্যাসী হয়, তার কি লো রয়, এত, চঞ্চল নয়ন।
যেন, উড়্ উড়্ ভাব, তড়িত স্বভাব, শুকানো বদন।
প্রায়, পাগলের মত, তেয়াগি বসন, ভোজন শয়ন॥
হয়, আমার ধারণা, নিরখি পরখি, ওর, ধরণ করণ।
কোন, হীন অপরাধী, গৃহ-বিতাড়িত ও নয়, কখন সুজন।

আমার মনে হয়।

যেন কোন নারী পীরিতি করি,
তাড়ায়ে দিয়াছে ওরে।
তাই, মনের খেদে সন্ন্যাসী সাজি,
দেশ বিদেশ ঘুরে।
যদি, সন্ন্যাসী হত, কুঞ্জে না আসিত,
কর্‌ত, শ্মশানে গমন।
তখন, ভুলুয়াও কহে, "বল্‌ত, "শিব শিব",
হ'ত, নির্ব্বাসনা মন॥"

বিভাস—একতালা।

তখন,

সন্ন্যাসী কহে মনে না কর সংশয়,
কপটী না হই আমি জানিও নিশ্চয়।
কতরূপ সন্ন্যাসী বিরাজে ধরাতলে,
না বুঝি সন্দেহে কটু কহিবে কি বলে।

শিব নাম নিয়া বটে শ্মশানে না যাই,
মোর আছে ইষ্ট নাম গাহিয়া বেড়াই

রাধা মন্ত্রের সাধক আমি, রাধাপদে বেঁধেছি প্রাণ
জয় রাধে বলি বাজাই বাঁশী, করি রাধার গুণ গান ॥
নীরব নিরজন বনে কিম্বা মহানগরে থাকি,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি অন্তরে বাহিরে ডাকি।
রাধা-চরণ-চিহ্ন আমি অতি যতনে হৃদে রাখি,
রাধা-মূরতি ধেয়ান করি দিবস করি অবসান ॥
সুধালে স্বরূপ তত্ত্ব যখন, স্বরূপতঃ তোমাকে কই,
সাজে বটি সন্ন্যাসী আমি কাজে প্রেমের সাধক হই,
প্রেমের মানুষ নাই যেখানে,
অর্চ্চিলেও না যাই সেখানে,
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রেমিকের করি সন্ধান ॥
প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর প্রেমের দেশনিবাসী আমি
শরণাগত ভকত কিনা জানেন তাহা সেই রাধারাণী,
সেই দেশের এমনি রীতি, দ্বেষাদ্বেষী নয় প্রকৃতি,
সেই বসতি করে সে দেশে যার বদনে রাধা নাম ॥
রাধা নাম যে মুখে বলে নয়নে জলপাত করি,
আপনা ভুলে পাগল হয়ে আমি তাহারই সাথ ধরি।

এই ধরণীতল ঘুরি, রাধানাম প্রচার করি,
রাধা-চরণ-দাস কিনা ভুলুয়া আছে পরমাণ ॥
(ঝিঁঝিট—ঠেকা।)

এত বলি "রাধে রাধে" বলি বার বার,
ফুলিয়া ফুপিয়া কাঁদে ফেলি আঁখি-ধার।
ললিতা হাসিয়া কহে 'ওমা কি যাতনা,
সাধুর কি হ'ল কেন কাঁদে তা বুঝি না।
তুমি কেঁদ না ॥
রাধা মন্ত্রের সাধক যারা, এখানে আসিয়া,
"জয় রাধে কৃষ্ণ" বলি বেড়ায় নাচিয়া,
কেউ ত কাঁদে না ॥
কে যে সাধু দেখিলেই চিনিবারে পারি।
কাঁদিয়া মরিবে কেন, দেখাইতে সাধু গিরি,
তুমি কেঁদ না ॥
আগে দরশন, পাছে গুণের বিচার,
রূপে ধরা যে পড়ে কি কাজ নামে তার, গো
তুমি কেঁদ না ॥
এ ব্রজ মণ্ডলে বাস আমাদের হয়,
অনেক সন্ন্যাসী দেখি অনেক সময় গো,
তুমি কেঁদ না ॥

জ্যোতির্ম্ময় তনু যত সন্ন্যাসী সুজন।
তোমা দেখি ঘন অমানিশার বরণ গো
তুমি কেঁদ না ॥
যোগিবর কহে, "কহ, কে হন তাঁহারা ?"
সখি কহে, "রবি শশী তারা হন তাঁরা।
তুমি কেঁদ না" ॥
ভুলুয়া কহয়ে তুমি সন্ন্যাসী হইলে,
তবুও স্বরূপ তুমি লুকাতে নারিলে।
তুমি কেঁদ না ॥

সখীমুখে সন্ন্যাসিগণের পরিচয়।

যাঁর, বদনে বহির্গত বেদ চতুষ্টয়,
দেব হুতাশন বর্ণ,
যাঁর, বিশ্ববিমোহন ওঙ্কার ঝঙ্কারে,
মোহিত যোগিজন কর্ণ ॥
তিনি, চতুর্ম্মুকুট করি ধরাতলে লুণ্ঠিত,
অর্চ্চেন শ্রীগোপীকান্ত।
আর, স্বকৃত অপরাধ জন্য মনস্তাপ
এই খানে করেন শান্ত ॥

যিনি, শশাঙ্ক-শোভন, পাংশু-বিভূষণ,
পরিহিত শার্দ্দুল চর্ম্ম।
যাঁর, জটামুকুটে ফণীরাজ বিরাজিত
ভূত-পাবন যাঁর কর্ম্ম॥
যিনি, তপ্ততপনতনু- কান্ত কলেবর,
স্নিগ্ধ শীতল দরশনে,
সর্ব্বদা সন্তোষে মগ্ন মহেশ্বর,
শান্তি-সাগর যায় ভণে।
যিনি, সন্ন্যাসী-সাধকারাধ্য মুক্তিনাথ,
ধবল গিরি-শির-জিনি।
উজ্জ্বল সত্ত্ব-মূরতি, মনুজাশ্রয়,
এইখানে আসেন তিনি॥
আর, ব্রহ্ম-সমুদ্ভব, ঋষিকুল-গৌরব,
দেবর্ষি নারদ মুনি;
পূর্ণ জ্ঞানারূঢ় ভক্ত-গগণ-চাঁদ,
শুক বলি যাঁর নাম শুনি।
ত্যাগিলোক-সম্পদ, জ্ঞান-বিশারদ,
—নাম করিব কত কার!
যোগিশ্বর হ'তে যোগিবর-মণ্ডলী,
দর্শন করি বার বার।

নিন্দি বহ্নি-জ্যোতি, সন্ন্যাসী-তনুদ্যুতি,
জপে তপে সুকষিত স্বর্ণ।
কোন্ হীন কর্ম্ম- কালিমা হ্রদে ডুবি তুমি
হইয়াছ কজ্জ্বল বর্ণ।
তখন, চৌদিকে বিথারে হাস।
মাধব-অপমানে ভুলুয়া জর্জ্জর,
মুখে না সঞ্চরে ভাষ।

সন্ন্যাসীর উত্তর

আতপ-তাপে, দগধ হিয়া,
শুনহে ব্রজবালে!
তাহে, ভুবন ভরি, নিয়ত ঘুরি,
থিরতা নাহি ভালে।
রজনী কাটে, ভকত-সঙ্গে,
সৈকতে তরুতলে,
আর, সময়মত পান ভোজন,
হামার নাহি মিলে।
এ তিন লোকে আপন হইতে,
আমার কেহও নাই,

স্থখ দুখ-ভাগী করিতে মনের,
মানুষ নাহি পাই !
পরের মুখে, আহার করি,
পরতন্ত্র পরবাসী,
স্বজন হীন, স্বদেশ ত্যাগী,
সর্ব্বদা পর আশী
শীত, আতপ, সমানে সহি,
তিতিয়া বরিখা জলে,
ভুলুয়াও কহে, "এ হেন জনে,
গৌর হবে কি বলে !"

তবে, গৌর পুন হইতে পারি,
শুন হে ব্রজ বালে !
যদি, বসন কেহ পরাই দেয়
খসাই বাঘ-ছালে।
না মাখি ছাই অঙ্গে পুন,
মাখি স্থকুস্থম তৈলে,
আর, ফুলশয়নে শুইতে পারি,
ছাড়ি তরুতল শৈলে।
রস-সাগরী, নব-নাগরী,
তোদিগ সমা মিলে,

করয়ে মধু- রস আলাপন,
মধুর মধুর বোলে।
বিরহানলে দগধ প্রাণ,
রসের মানুষ পাই,
সৈকত-তরু- তল পরিহরি,
কেলীর কুঞ্জে যাই।
আর, সরম লাগে, মরম কইতে,
ঐ রাধিকা রহে বামে,
পলকে এ তনু, গৌর হইবে,
ঐ, গৌরী-দেহ-ঠামে॥
রাধিকা অঙ্গে, মিলিতে চাই,
গৌর হইব আশে,
গৌর-দাস, ভুলুয়া শুনি,
পরমানন্দে হাসে।
(সে দিন কত দিনে হবে।
যে দিন রাধাকৃষ্ণ এক হইয়ে.
গৌরাঙ্গ মূরতি হবে)।

ললিতার উত্তর।

আর, গৌর হয়ে কাজ নাই,
তোমার কাজ নাই॥

কালো রূপেই তোমার সাহসে নাহি পার,
গৌর হলে কি করিবে সীমা নাহি তার,
গো তোমার কাজ নাই ॥
কালো রূপেই করিতে চাও কুঞ্জ অধিকার,
গৌর হলে হবে লোকের ঘরে থাকা ভার,
গো তোমার কাজ নাই ॥
কালো রূপেই কুলবতীর কুল কর নাশ,
গৌর হলে হবে কুলবানের সর্ব্বনাশ,
গো তোমার কাজ নাই ॥
কালো রূপেই পাগল করিলে ব্রজভূমি,
পৃথিবী পাগল হবে, গৌর হলে তুমি,
তোমার কাজ নাই ॥
কালো রূপেই মিলিতে চাও শ্রীরাধিকার সঙ্গে।
ভুলুয়া কয়, গৌর হলে রাধা হবে অঙ্গে,
তাতে ভুল নাই ॥

এক সখী বলে তুমি, যা বল তাহাতে আমি,
বুঝিনু কি চাহে তব প্রাণে।
মনের মানুষ লাগি, সাজিয়াছ মহাযোগী,
ফিরিতেছ তাহারি সন্ধানে ॥

অনশনে অনসনে, সহি শীত বরিষণে,
কঠোর করিছ মন খেদে,
দেখি এত কঠোরত', সে যদি করে মমতা,
যাতনা জুড়াতে পার হৃদে ॥
কিন্তু বিপরীত পথ, ধরি কার মনোরথ,
কবে কোথা হইয়াছে পূর্ণ ?
কর্দ্দমে কোথায় কার, পরিতৃপ্ত পিপাসার,
—মিছরি কি হয় শীলাচূর্ণ ?
যোগ্যন্যাস কর্ম্মজ্ঞান, না পায় সে দেশে স্থান,
মনের মানুষ যদি চাও,
শুদ্ধ সুনির্ম্মল প্রেম, সাধনার মধ্যে হেম,
সঞ্চয় করিতে তথা যাও।
মনের মানুষ যেই, কঠোর না চাহে সেই,
সে কেবল অনুরাগে মিলে,
ভুলুয়াও উঠি কহে, সে কভু মেলার নহে,
মনপ্রাণ তাকে নাহি দিলে।

মনের মানুষ লাগি, ওরে ও নবীন যোগী,
এত যদি হও উচাটন,
শুন বলি তার পথ, যাহে তব মনোরথ,
অনায়াসে হইবে পূরণ।

প্রেমিকের সাথ ধর, প্রেম আলাপন কর,
হও নিজে প্রেমিক সুজন,
প্রেমের পুরাণ যাহা, থির মনে পড় তাহা,
কর প্রেম-মহিমা-শ্রবণ।
প্রেমের কীর্ত্তন গাও প্রেমের আচারে যাও,
প্রেমের নয়ন কর সার।
সে নয়নে দরশন, করি দেখ কোন জন,
ত্রিভুবনে পর না তোমার।
হেন রূপে ত্রিভুবন, হবে যবে নিজ জন,
সুখময় হবে চরাচর,
আনন্দ মূরতি ধরি, পরম যতন করি,
পশিবে সে তোমার নগর।
সে যে বড় সাধনার ধন,
সাধক না হলে পরে, মনের মানুষ ঘরে,
কোথায় কে পেয়েছে কখন ?
মুকুতা তুলিতে চাও, সাগরে ডুবিয়া যাও,
সাহসিক ডুবুরী মতন ;
আকাশ ধরিতে চাও, শকত করিয়া পাও,
গিরি শির কর আরোহণ।
বিদ্যাবুদ্ধি সুকৌশলে, সে মানুষ নাহি মিলে,
যোগন্যাসে নাহি প্রয়োজন,

ভুলুয়াও কহে "কলে, কৌশলে সে নাহি মিলে,
সে কেবল অনুরাগধন।"

তোমার, পাষাণ সমান, নীরস পরাণ
গলে না পরের দুখে,
সরস প্রেমের মনের মানুষ,
চাহ তুমি কোন্ মুখে।
তাহে, শ্মশানে চাই, মাখিয়া ছাই,
বসহ আগুন জ্বালি,
তোমার, অন্তর পোড়া, বাহিরও পোড়া,
মরম পোড়ান বালি।
তুমি, শবের বাসা, শ্মশানে রহ,
বেষ্টিত ভূত দলে,
প্রেমিকের ধন মনের মানুষ,
মিলে কি এমন হলে।
আবার, রুক্ষ কেশ, রুক্ষ বেশ,
রুক্ষ ভাবে ভরা,
রুক্ষ রসনে, রুক্ষ বচন,
রুক্ষ লোচন-তারা।
অমিয় পূর্ণ অমৃত চূর্ণ,
অনুরাগময়ী ভক্তি—

সাধ্য রতন বাধ্য করিতে
কোথায় তোমার শক্তি।
নাই সে ধর্ম্ম, নাই সে কর্ম্ম,
প্রেমিক হৃদয়-রত্ন,
প্রাপ্ত কে হয়, ভুলুয়াও কহে,
বিনা মন-প্রাণ-যত্ন।

সন্ন্যাসীর উত্তর।

আর কাজ নাই আমার
মনের মানুষ দিয়ে।
আমার, মনের বাঞ্ছা মনেই থাকুক
কাজ নাই তা মিটিয়ে॥
মনের মানুষ ভাবি যারে
হিয়ার মাঝে নিয়ে,
যতন করি চরণ পূজি
সেই ছিন্ন করে হিয়ে॥
আশা করি থাক্‌ব সুখে
যাকে বুকে নিয়ে;
রাত পোহালে সেই চলে যায়,
মাথায় বাড়ী দিয়ে॥

যায়, আপন ভেবে বুকে ধরি,
শীতল হাওয়ার আশে।
পাষাণ হয়ে চেপে ধরি,
সেই, আমার পরাণ নাশে॥
ঘরের কুটুম বলি যারে,
করাই গো দুধ পান,
দুধ খেয়ে সে গরল হয়ে
দংশিয়া যায় প্রাণ॥
খেতে পায় না বলি যারে
ভোজন করাই ঘ'রে;
বল পেয়ে সে দুদিন পরে
যায় ডাকাতি করে'॥
অনুরাগের ধর্ম্ম না, তার
এই ত পরিণাম।
অঙ্গে এখন জ্বর আসে গো,
(শুনলে) অনুরাগের নাম॥
নাক কাটে সে, মনের মানুষ
যায় করিতে যাই,
ভুলুয়া গায়, মনের মানুষ
একজন ছাড়া নাই॥

আমি, হয়েছি সন্ন্যাসী, করেছি প্রতিজ্ঞা,
ভাল আর কারো বাস্‌ব না।
দিয়ে সরবস, হয়ে পরবশ,
নয়ন-জলে আর ভাস্‌ব না ॥
এক অরসিকের কাছে করি শান্তির আশা,
করেছিলেম আমি একবার ভালবাসা,
দিয়ে লক্ষ টাকার প্রাণ, পেলেম প্রতিদান,
অপমান আর লাঞ্ছনা ॥
ঘৃণা লজ্জা মান সকল পরিহরি,
দিবারাত্রি ছিলাম তাহার আজ্ঞাকারী।
তাকে করি রাজা আমি হ'তাম দ্বারী,
করিতাম তাহার অর্চ্চনা—
তথাপি সে ছিল এত কঠিন প্রাণ,
পায় ঠেলে আমায় কর্‌ত হত-মান,
অনেক পদাঘাতে হয়েছে মোর জ্ঞান,
ও পথে আর আমি হাট্‌ব না ॥
এ সংসারে আর নাহি প্রেমের অর্থ,
প্রেমের পথে এখন সঞ্চরে অনর্থ,
যত ভালবাসা, সবই উপর ভাসা,
কথায় প্রেম, কাজে সব ছলনা ॥

ছুচার দিনের তরে ভবের অভিনয়,
যে ভাবে সে ভাবে দিন গেলেই হয়,
আছি এখন মুক্ত, আবার হয়ে যুক্ত,
মুক্ত হতে শেষে আর পার্‌ব না ॥
প্রেমানন্দ এখন ভুলেও আর না চাই,
প্রেমের চন্দন অঙ্গে মাখার সাধ আর নাই,
এখন থেকে অঙ্গে, মাখ্‌ব চিতার ছাই,
ভুলুয়া দিনাজে নমুণা ॥

শুনিয়া শ্রীমতী প্রাণে বিষম বাজিল,
ধৈরয ধরিতে নারি ধাইয়া আসিল।
ক্ষম অপরাধ নাথ বলে বার বার,
চরণ কমলে পড়ি ফেলে আঁখি ধার।
পরম যতনে শ্যাম অঙ্কে উঠাইল,
মান দূরে গেল সবে উলুধ্বনি দিল।
যুগল মূরতিরূপ মুনি মনোহর,
হেরি নাচে ময়ুর ময়ুরী বনচর।
যমুনা তরঙ্গে নাচে পাশিয়া কূল,
ভুলুয়া নিরখি ভাসাইল জাতিকুল ॥

মান সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী

—— ০ ——

কলঙ্ক ভঞ্জন।

রে সখি, অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুতানুপম
ঘটিল যা আজ নিধুবনে,
কহি তোরে ; শুনিলে তা মানিবি বিস্ময়,
অসম্ভব তাহা ত্রিভুবনে।
বৃন্দা মোর সঙ্গে ছিল, প্রভাতে উঠিয়া,
—পবিত্র যমুনানীরে করিয়া সিনান্
পশিলাম কাত্যায়নী জননী মন্দিরে ॥
ধীর নেত্রে নিরখিনু জননী প্রতিমা।
দেখিলাম মাতৃ অঙ্গে,
নবঘন সুতরঙ্গে,
সৌদামিনী সঙ্গে খেলে, ত্রিলোকমোহন,
কান্তিজালে আচ্ছাদিত মণ্ডপ ভবন।
কি কহিব, কাত্যায়নী মূর্ত্তি হল দূর,
দেখিলাম মন্দিরে কেশব।

দেখিলাম, মৃদুহাস্যে উদ্ভাসি অন্তর,
        তথা যেন জীবন-বল্লভ ॥
অর্চ্চিতে মা কাত্যায়নী, প্রবেশি মন্দিরে,
মাতৃ বুদ্ধি দূরে গেল অর্চ্চিব কি আর ?
প্রাণ-কান্তে চিন্তি চিত্তে বহে অশ্রুধার।
        প্রদক্ষিণ করি কালী,
        বাহিরিনু, "কৃষ্ণ বলি"
আসিলাম নিধুবনে সঙ্গে সে বৃন্দার।
কান্তের বিরহানলে হইনু অঙ্গার ॥
   সুনীল গগন প্রান্তে দৃষ্টী রাখি স্থির
রহিলাম কিছুক্ষণ ; শান্তি না ঘটিল ;
স্নিগ্ধ নীল তরু-পত্রে, সতৃষ্ণ নয়নে,
রহিলাম কিছুক্ষণ ; তারপরে শুন,
ময়ূর ময়ূরী দোহে আসিল সম্মুখে ;
দোঁহ প্রেমে দোঁহে মত্ত ; সে প্রেম নিরখি,
জ্বলিল বিরহাগুণ লক্ষগুণ হয়ে ॥
   ভাবিলাম, মোর কান্ত থাকিলে নিকটে,
হেন প্রেমালাপে হইতাম ভাগ্যবতী।
রূপে গুণে ঐশ্বর্য্যে উপমাশূন্য যিনি,
তাঁকে অর্পি মন বুদ্ধি আমি কাঙ্গালিনী ॥

কান্দিতে ছিলাম বসি মাধবী তলায়।
হেন কালে সমাগত দেখি শ্যামরায়।
প্রেমে গর গর চিত্ত, যেন করিবর মত্ত,
নবীনা করিণী লক্ষি করে আগমন।
সম্মুখে দাঁড়া'ল আসি,
অধরে মধুর হাসি,
হাসি নহে, বর্ষিল অমৃত সঞ্জীবনী ;
নির্ব্বাপিত হল মোর চিত্ত হুতাশন॥
ছিল পাত্রে পূজোপকরণ,
পেনু ক্ষেত্র মনের মতন,
দাঁড়াইল কান্ত মোর সুত্রিভঙ্গ ঠামে,
অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া দাঁড়াইনু বামে॥
তৃপ্তি না ঘটিল তাহে, সম্মুখে বসিয়া,
সুগন্ধ কুসুমে পূর্ণ অঞ্জলি করিয়া,
অর্পণ করিনু পদে,
সংজ্ঞাশূণ্যা প্রেমমদে,
হেন কালে কুটিলা কুচক্রিণী তথায়,
নিজ সহোদর সঙ্গে লাঞ্ছিতে আমায়,
আসিল ডাকিনী তুল্যা ; বৃন্দা নিরখিল,
সংজ্ঞাশূন্যা আমি ; মোকে ইঙ্গিতে নারিল।

কিন্তু বনমালী কালী মুণ্ডমালী রূপে,
দেখিতে দেখিতে সখী হল পরিণত।
নিরখিয়া ভাই ভগ্নী মানিল বিস্ময়।
আমি কিন্তু শ্যাম ভিন্ন শ্যামা না দেখিনু ॥
দুর্ভাগিণী কুটিলায় দুর্ব্বাক্য বলিয়া,
শ্যামা বলি বন্দি শ্যামে গেল সে চলিয়া।

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥